শ্যামা

নব-নাট্যমন্দিরে অভিনীত

(প্রথম অভিনয় রজনী শনিবার, ১১ই আশ্বিন, ১৩৪২

নৃত্যলাল শীলস লাইব্রেরী

২০২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য পাঁচ সিকা

প্রকাশক—শ্রীননীগোপাল শীল
'নৃত্যলাল শীলস্ লাইব্রেরী'
২০২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

প্রিণ্টার—শ্রীননীগোপাল শীল
'বিজলী প্রেস'
৯৮।৩, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

শ্রীমান খগেন্দ্রনাথ শেঠ

কল্যাণবরেষু—

পুত্র !

আমার অতি বড় দুর্দ্দিনে তোমার সাহায্য ব্যতিরেকে এ-নাটক আমি লিখতে পারতাম না, সে দুর্দ্দিনে তুমিই আমার একমাত্র সহায় ছিলে। সেই স্মৃতি-রক্ষার জন্য 'শ্যামা' তোমার হাতে দিলাম।

ইতি—

কল্যাণকামী—

সত্যেন্দ্র

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ চরিত্র

কাশী-নরেশ	...	কাশীর রাজা
অভিরাম গুপ্ত	...	ঐ মন্ত্রী
রোহসেন	...	রাজকোষাধ্যক্ষ
বসুবর্ম্ম	...	নগরপাল
ধনপতি শ্রেষ্ঠী	...	বারাণসীর শ্রেষ্ঠবণিক
উত্তীয়	...	ঐ পুত্র
পুরঞ্জয়	...	কারাধ্যক্ষ
দেবরথ	...	অভিরামের আত্মীয়
চন্দনক	...	বারাণসীর সভিক
চপলক	...	ঐ অনুচর
বজ্রসেন	...	তক্ষশীলার বণিক
বোধায়ন	...	দ্বাররক্ষী
রত্নকেতু	...	পুরঞ্জয়ের অনুচর

গান্ধার, রাজকর্ম্মচারী, প্রতিহার, প্রহরীগণ, নাগরিকগণ,
রক্ষীগণ, দূত ইত্যাদি।

স্ত্রী চরিত্র

শ্যামা	...	বারাণসীর মুখ্যাগণিকা
কর্ণিকার	...	ধনপতির পালিতা কন্যা
রঙ্গিণী	...	শ্যামার সহচরী

"শ্যামা" নাটকের প্রথম অভিনয়-রজনীতে অভিনয় সংক্রান্ত ব্যক্তিগণ

প্রযোজক ও শিক্ষক ... শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
সম্পাদক ... „ সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়
অধ্যক্ষ ... „ হৃষীকেশ ভাদুড়ী
মঞ্চ-শিল্পী ... „ প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় (বাদলবাবু)
মঞ্চাধ্যক্ষ ... „ ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সহঃ অধ্যক্ষ ... „ ভূতনাথ দাস
সুরশিল্পী ... „ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
নৃত্যশিল্পী ... „ ব্রজবল্লভ পাল
যন্ত্রী ... „ ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
„ বিজনবিহারী ঘোষ
„ দুলালচন্দ্র দাস
„ গঙ্গাচরণ নন্দী
আলোকশিল্পী ... „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
স্মারক ... „ জিতেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম
সহঃ স্মারক ... „ সত্যকুমার সরকার
কাশী-নরেশ ... „ জীবেন্দ্রনাথ বসু
অভিরাম ... „ সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত
রোহসেন ... „ কানু বন্দ্যোপাধ্যায় (এঃ)
বসুবর্ম্ম ... „ সুহাসচন্দ্র সরকার
ধনপতিশ্রেষ্ঠী ... „ শীতলচন্দ্র পাল
উত্তীয়শ্রেষ্ঠী ... „ শৈলেন চৌধুরী
পুরঞ্জয় ... „ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
দেবরথ ... „ জ্যোৎস্না মিত্র
চন্দনক ... „ শিশিরকুমার ভাদুড়ী

চপলক	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গোস্বামী
বজ্রসেন	...	„ বিশ্বনাথ ভাদুড়ী
বোধায়ন	...	„ প্রবোধচন্দ্র দত্ত
রত্নকেতু	...	„ গগনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সেনাপতি	...	„ অমল বন্দ্যোপাধ্যায় (এঃ)
মাতালদ্বয়	...	„ শান্তশীল গোস্বামী „ অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
১ম নাগরিক	...	„ হীরালাল দত্ত
২য় ঐ	...	„ মহম্মদ আবদুর রসিদ
১ম রাজকর্ম্মচারী	...	„ কাশীনাথ হালদার
রাজকর্ম্মচারীগণ	...	„ বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় „ ললিতমোহন সিংহ
রাজদূত	...	„ বঙ্কুবিহারী বসাক
প্রতিহারগণ	...	„ শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায় „ নকুলেশ্বর দত্ত (এঃ) „ সত্যেন্দ্রনাথ গোস্বামী „ বঙ্কুবিহারী বসাক
প্রহরীগণ	...	„ নকুলেশ্বর দত্ত (এঃ) „ শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায় „ সুবোধকুমার ঘোষ „ সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় „ দীনেন্দ্রলাল রায় „ ললিতমোহন সিংহ „ রথীন ভট্টাচার্য্য

গান্ধারগণ...	...	শ্রীঅমল বন্দ্যোপাধ্যায় (এঃ)
		„ সুবোধকুমার ঘোষ
		„ বিভূতিভূষণ ত্রিপাঠী
		„ রথীন ভট্টাচার্য্য
সুরাবাহী	...	„ সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সভাসদ্‌গণ	...	„ গণেশচন্দ্র নন্দী
		„ সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
নাগরিকগণ	...	„ অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
		„ ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী
		„ কাশীনাথ হালদার
		„ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
		„ বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়
		„ জীতেন্দ্রনাথ গুঁই
শ্যামা	...	শ্রীমতী প্রভাবতী
কর্ণিকার	...	„ „ রাণীবালা
রঙ্গিনী	...	„ „ প্রতিভা
প্রতিহারীগণ	...	„ বেলারাণী
		„ রাজলক্ষ্মী
		„ মতিবালা (বুদি)
		„ উমারাণী
		„ মুক্তা
		„ রাধারাণী

শ্যামা

প্রথম অঙ্ক

রাজকোষমন্দির-কক্ষ

(মহামাত্য অভিরাম গুপ্ত ও কোষাধ্যক্ষ রোহসেন)

রোহসেন। আমি শপথ করে আপনাকে বলছি, আমি এর বিন্দু-বিসর্গও জানিনে, এর জন্যে আমাকে শত শাস্তি দিলেও, আমি সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলব না।

অভিরাম। হ্যাঁ, তুমিত' মিথ্যা বলছ না—কিন্তু তিন-তিনবার রাজকোষ থেকে সুবর্ণ চুরি গেল, আর তিন-তিনবার আমি নিজে থেকে রাজকোষের সেই অর্থ সম্পূরণ করেছি, এবারে, আমায় কি করতে বল? রাজা যখন রাজস্বের আয়ব্যয়-সঞ্চয়পত্র দেখবেন, তখন আমিই বা কি উত্তর দেব, আর তুমিই বা তার কি ব্যবস্থা করবে—শুনি? আমার আর নেই—এই অর্থ পূরণ করতে, আমি একেবারে নিঃস্ব; ধনপতি শ্রেষ্ঠীর কাছে, আমার মাথার চুল পর্য্যন্ত বিকিয়ে আছে, সেও তোমার অবিদিত নেই।

রোহসেন। আমি আর কি করব বলুন—যে শাস্তি আপনি দিতে চান, দিন—আমি কিন্তু, এর কোন নিরাকরণ কর্‌তে পারি নি, সত্য বলছি।

অভিরাম। সত্য বলছ, না? হুঁ! শাস্তি! শাস্তি!—রাজকোষ হ'তে চুরির কি শাস্তি, তা জান? জান্‌লে হয়ত অমন মাথা তুলে কথা কইতে সাহস কর্‌তে না, অন্ততঃ দু-একটা মিথ্যা সাজিয়েও বল্‌তে চেষ্টা কর্‌তে। সত্য বলছ বলেই, কোন কিছুতে ভয় পাচ্ছ না—না? তা ঠিক্—কুটুম্ব-আত্মীয় বলেই তোমার উপর মমতা করি, তাই এতখানি অত্যাচার কর্‌তে সাহস পাও।—না হ'লে···

রোহসেন। ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন মন্ত্রী মহাশয়। আমি সত্যের উপর দাঁড়িয়ে—যতদিন এ দেহে প্রাণ থাকবে, ততদিন এ মাথা কখন অন্যায়ের জন্য অবনত হবে না।

অভিরাম। বটে, হুঁ!—কিন্তু এর কি শাস্তি—

রোহসেন। যে কোন শাস্তি বিধি হয়, দিন। কুটুম্ব-আত্মীয় বলে মমতার কি আছে—বিচারে মমতা রাখবেন না,—আমি প্রস্তুত।

অভিরাম। অ—তুমি প্রস্তুত?

রোহসেন। যে কোন শাস্তি—বারবার কোষাগার থেকে এ রকম স্বর্ণ অপহরণের কলঙ্কভার বহনের চেয়ে, একবারে চরম শাস্তিই পরম মঙ্গল।

অভিরাম। কি বল্‌লে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি প্রস্তুত। প্রতিহার!—

(প্রতিহারের প্রবেশ)

নগরপাল—হুঁ···তাইত—তুমিত' সত্যিই বলছ, কি বল—অ্যাঁ, হ্যাঁ—হ্যাঁ—তুমি প্রস্তুত···

(নগরপাল বসুবর্ম্মের প্রবেশ)

বসুবর্ম্ম। পরমভট্টারক চরণে প্রণাম, অনুমতি করুন।

অভিরাম। তিন-তিনবার রাজকোষ হ'তে সুবর্ণ চুরি গেল, এ চৌর্য্যের কোন নিরাকরণ হ'ল না কেন ?

বসুবর্ম্ম। প্রভু! আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি।

অভিরাম। তাতে কোন ফল হয় নি—

বসুবর্ম্ম। আজ্ঞে, আমিত এর কোন কিনারা—

অভিরাম। তোমার বন্ধুও তার কোন কিনারা করতে প্রস্তুত নন,—প্রস্তুত শুধু শাস্তি নিতে।

বসুবর্ম্ম। আজ্ঞে এ যেন যাদুমন্ত্রে উড়ে গেছে।

অভিরাম। যাদুইত', সে যাদুকে আমি দেখতে চাই। ওসব বাক্যাড়ম্বর রাখ, কাল সূর্য্যাস্তের মধ্যে চোরকে উপস্থিত করতে হবে। যে কোন উপায়ে হোক্—প্রতি গ্রাম, প্রতি নগর, প্রতি গৃহ সমস্ত রাজধানী, তন্ন-তন্ন করে অনুসন্ধান কর—এ চোরকে আমি চাই।

বসুবর্ম্ম। যথা আজ্ঞা, কিন্তু অহর্নিশি যোলজন প্রহরীর পাহারায় ভেতর থেকে চুরি, বাইরের লোক এসে কি ক'রে যে—

অভিরাম। সে কথা শোনাবার জন্য তোমাকে ডাকা হয় নি, যে করেছে তাকে ধরবার জন্যেই তোমায় রাখা হয়েছে। তুমি দণ্ডধর! তোমার শাসনে চুরি হয় কেন ?

বসুবর্ম্ম। আজ্ঞে, দণ্ডধর থাকলে কি চুরি জগৎ থেকে—

অভিরাম। হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ—উঠে যাবে না জানি, কিন্তু কাল সূর্য্যাস্তের মধ্যে যদি এর কোন উপায় করতে না পার, তোমার সেই যাদুকর—সেই যাদুকরটিকে ধরে আনতে না পার, তবে তোমার—প্রাণদণ্ড…

বসুবর্ম্ম। প্রাণদণ্ড!

অভিরাম। হ্যাঁ প্রাণদণ্ড! ভয় কি তোমার বন্ধু ত' প্রস্তুত, তুমিও প্রস্তুত হও। এই ষোলজন প্রহরী, তুমি, আর ওই তোমার পরম বন্ধু রাজকোষাধ্যক্ষ, সব—একসঙ্গে কাল সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত আয়ুরেখা।

বসুবর্ম্ম। আজ্ঞে, আমাকে—

অভিরাম। কোন কথা শুনতে চাইনা, তোমরা ঠাউরেছ কি? ভেবেছ, অভিরাম গুপ্ত কিছু বোঝে না, না? অকর্ম্মণ্য দায়ীত্বহীন চাটুকারের দল, কেবল জুয়ার আড্ডায়, আর বার-বিলাসিনীর পদতলে জীবনকে ধন্য করছ, জাননা যে, মহামন্ত্রী তোমাদের প্রতি পদক্ষেপ গণনা করে রাখে।

বসুবর্ম্ম। আজ্ঞে আমাকে দু'দিন—

অভিরাম। না, এক মুহূর্ত্ত অধিক নয়। কাল সূর্য্যাস্তের মধ্যে এ চোরকে আমি চাই। এর এক মুহূর্ত্তও যদি পরে হয়, তবে এই ষোলজন প্রহরী, তুমি, আর তোমার ওই প্রাণতুল্য বন্ধু কার' আর—যাও...

[বসুবর্ম্ম নিষ্ক্রান্ত।

যাদু! যাদু!—এখনও যদি তুমি আমার কাছে স্বীকার কর যে, এ অর্থ তুমি কি করেছ, তাহ'লে আমার দৌহিত্রী মলয়ার মুখ চেয়ে, এবারেও তার ব্যবস্থা করব। এখনও সত্য কথা বল। চাতুরী করে অভিরাম গুপ্তের চোখে ধুলো দিতে পারবে না। আমি জানি, গত রাত্রে বসন্ত উৎসবের আবাহনে রত্নময় শ্রেষ্ঠীর উদ্যানবাটিকায় নাগরিকা শ্যামার নৃত্যগীত হয়েছে, সেখানে তুমি ও বসুবর্ম্ম দু'জনেই ছিলে, দ্যূত-গৃহের সভিক চন্দনকও সেখানে ছিল। শ্যামাকে তুমি রত্নময় হার উপহার দিয়েছ, সেই দিন প্রাতে মহাপদ্ম শ্রেষ্ঠীর ওখানে সে হার তুমি পঞ্চ সহস্র সুবর্ণ দিয়ে ক্রয় করেছ, সে সংবাদও

আমি রাখি। রাত্রে গৃহে ফের নি। অথচ তোমার স্ত্রীর অতবড় অসুখ, এখন-যায় তখন-যায়, তুমি তার কোন সংবাদই লও না—কি! থেকে থেকে অমন চম্‌কে উঠছ কেন, ভেবেছ বুড়ো বড় নির্ব্বোধ, আর তোমরা বড় চতুর, না? এখনও সত্য বল—

রোহসেন। যা বলবার তা আমি বলেছি।

অভিরাম। অ—তাহ'লে এখন যা করবার তা আমিই করব—কেমন? ভাল—

[অভিরাম গুপ্ত নিষ্ক্রান্ত।

(অন্যদিক দিয়া চন্দনকের প্রবেশ)

রোহসেন। ওহে চন্দনক! এবার ত' আর নিষ্কৃতি নেই, ও দাদাশ্বশুরটা অনেক কথাই জানে হে—শ্যামার ব্যাপার, সেদিনকার বাগানের ব্যাপার, সেই হার, সব জানে।

চন্দনক। বল কি হে! তবে আমার খবরও—অ্যাঁ

রোহসেন। সব সব, বসুবর্ম্ম আর তুমি সেখানে ছিলে, তার খবরও রাখে।

চন্দনক। তারপর? অ্যাঁ—তাইত, জুয়োর আড্ডাটা বন্ধ করে দেবে নাত' হে? তবেই ত'—

রোহসেন। আর তবেই ত,—কাল সূর্য্যাস্তের মধ্যে যদি চোর ধরা না পড়ে, তাহ'লে সব কটাকে হয়ত শূলেই দেবে, কি শালেই চড়াবে...

চন্দনক। চোর—চোর ধরা পড়বে কি হে...চোর?

রোহসেন। এখন উপায়? আমায় বলে কি জান, বলে স্বীকার কর কি করেছ এই অর্থ, সত্য বল, আমিত ভাই সারডোল হয়ে অনেক মিছে কথা বললাম, বুড়ো কিন্তু এবার কিছুতেই ভিজল না।

চন্দনক। তাইত! তা কোথা গেল তোমার নগরপাল, দিক্ না এক বেটাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে, হ্যা…ও আর কি এমন—

রোহসেন। আরে—রাতারাতি এখন কাকেই বা ধরে দিই, আজ রাত কাটলে কাল, সময় কোথা বল—তার ওপর আবার—

চন্দনক। আবার কি?

রোহসেন। আরে তোমার নগরপাল-বেটা বলে কি জান, যে বাইরের লোকের এ কাজ নয়—ঘরের মধ্যে তিনজন, করলে চুরি কোন্‌জন—দেখ দিকি—জেনে শুনে, আমি ত ভাই মহা ভীত হয়ে উঠেছিলাম, বেটা বলেই ফেলে বুঝি—

চন্দনক। তাইত! আচ্ছা, তা, তোমার বউকে একবার বলে দেখ না, বলি পাঁচ হাজার সুবর্ণ বইত আর নয়, গায়ের গয়না ত' তার ঢের আছে।

রোহসেন। আরে তার কথা আর ক'য়ো না—সেটা মরেও মরে না, ম'লেত হয়, আঃ, অনেকগুলো সুবর্ণ পেয়ে যাই, শ্যামার সঙ্গে প্রণয়টা বেশ জাঁকিয়ে করতে পারি। নাঃ—সে থাক্‌তে আর কোনদিকে কোন সুবিধে নেই, ঐ মন্ত্রীমশায়ের ঝাড়, জানত, দিনরাত মাথার ওপর টিক্-টিক্ করছে, খেতে-বস্‌তে প্যান্ প্যান্—নাঃ—

চন্দনক। তাইত, কি করি আমি বল, আমার হাতে ভাই যা ছিল, তাত' সব কাল রাত্তিরে খালি হয়ে গেছে—এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি ভাই!

রোহসেন। তা এখন উপায়?

চন্দনক। তাইত, তুমি বড় বিষম সমিস্তের ফেললে হে, তা দেখ, তোমার দাদাশ্বশুর কি এতটা করতে পারবে, তুমি হলে তাঁর একমাত্র নাত্-জামাই, সংসারে ত ওই নাতনী ছাড়া আর একটা সলতেও নেই,—

রোহসেন। তাত' নেই, কিন্তু এবারের রকমটা বড় ভাল ঠেকছে না, বেটা চটেছে, যে ঠোঁট চেপে-চেপে কথা কয়ে গেল—আমায় শুধু টিবোতে বাকী রেখেছে হে।

চন্দনক। তাইত—

রোহসেন। তা এখন কার কাছে গেলে কি হয়, একটা ভেবে দেখ, নইলে—আর, বিপদ ত' আমার একার নয়—

চন্দনক। আচ্ছা, একবার উত্তীয়কে বলে দেখব?

রোহসেন। ওই ধনপতি শ্রেষ্ঠীর ছেলেটা, যেটা গান গেয়ে গেয়ে বেড়ায়, তার কাছে?

চন্দনক। হ্যাঁ হ্যাঁ সেই পাগলাটা—

রোহসেন। নাঃ, আমিত তাকে কিছুতেই বলতে পারব না ভাই, সে আবার জানাজানি হয়ে যাবে, ওই দাদাশ্বশুরটা দিবারাত্র ধনপতির সঙ্গে আড্ডা দেয়। সে হবে না ভাই, শেষে টের পেয়ে যাবে, আবার উল্টো গোল বাধাবে।

(চন্দনক চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল কোন উত্তর করিল না)

রোহসেন। কি হে! কথা কও না যে, নাঃ···শুধুত' এই নয়; আমারত' চারিদিকেই দেনা।

চন্দনক। ভাবছি, একবার রঙ্গিনীকে দিয়ে শ্যামার কাছে বলাব, রঙ্গ মনে করলে পাঁচহাজার সুবর্ণ নিজেই দিতে পারে, তবে কি জান ভাই, চোরই হই আর ছ্যাঁচড়াই হই, ও জায়গায়টায় অর্থ চাওয়ায় একবারে মান থাকে না ভাই—নইলে, রঙ্গিনী আমায় যে রকম মায়া-মমতা করে, বুঝতেত' পারি ও রকম পাঁচহাজার সুবর্ণে বড় একটা আটক খায় না...তবু—

রোহসেন। না না না, সে মান থাকবে না, বিশেষ শ্যামার কাছে, এসব বিপদের কথা জানালে বড় খেলো হতে' হবে হে, সে হবে না। অন্য কিছু দেখ ভাই…

চন্দনক। সে আমিত তোমায় আগেই বলেছি। সেটায় মান থাকবে না, তার তুমি হলে রাজকোষাধ্যক্ষ, আর আমি হলুম বারাণসীর জুয়ার আড্ডার সভিক…গণিকা-বীথিতে শেষটা যদি জানাজানি হ'য়ে যায়—কথাটাত' ভাবতে হয়…একটা দিন সময় পেলেও ভাই একবেটা শ্রেষ্ঠীর ছেলেকে বসিয়ে, তিন-ছকে ভেকো ক'রে মাৎ করে দিই ; তাইত…

রোহসেন। দেখ চন্দনক, তোমার মত দরদী বন্ধু ভাই! আমার আর কেউ নেই, তুমি না বাঁচালে আর এবার আমার—কোন একটা উপায়…

চন্দনক। সত্যি বলছি, ভাই, আমার মাথায় আসচে না…কি করি…

রোহসেন। আমার যদি চুরি করবার উপায় থাকৃতো, তাহলে চুরিও করতাম, যে বিপদে পড়েছি তার আর…

চন্দনক। চুরি! চুরি! অ্যাঁ, তা…কার বাড়ীতে, কার বাড়ীতে,… চুরি! অ্যাঁ হয়েচে, হয়েছে, (নিজের মাথায় টোকা মারিয়া)… হুঁ! হুঁ! তাইত বলি, চন্দনকের মাথায় গজাবে না। উপায় করব, আমি তোমার উপায় করব—চুরি! চুরি! তা তোমার জন্যে চুরিই করব। তাই সই, তা দেখ…আমি একবার বসুবর্ম্মকে বলে যাই…

রোহসেন। কি উপায় ঠাওরালে ভাই?

চন্দনক। আরে সে আমি করবই, তোমায় কথা দিচ্ছি, তোমার

বিপদও যা আমার বিপদও তা, আজ রাত্রের মধ্যেই...আমি আর দেরী করব না, বুঝলে···

[চন্দনকের দ্রুত প্রস্থান।

(জনৈক রাজকর্মচারীর প্রবেশ ও অভিবাদন)

রাজকর্মচারী। এগুলো এখন স্বাক্ষর করে দেবেন কি ?

রোহসেন। তোমরা আর সময় পেলে না বুঝি, আমার কি আর গৃহে যেতে হবে না। সন্ধ্যা হয়ে এল···

রাজকর্মচারী। আজ্ঞে এগুলো আজ সপ্তাহকাল পড়ে আছে।

রোহসেন। সপ্তাহকাল পড়ে থাকে কেন, এতদিন কি ঘুমুচ্ছিলে নাকি, এখন যাও, কাল দেখে দেব।

[অভিবাদন করিয়া রাজকর্মচারীর প্রস্থান।

সব যেন ষড়যন্ত্র করে আমার পেছনে লেগেছে !

(বসুবর্ম্মের পুনঃ প্রবেশ)

বসুবর্ম্ম। চন্দনক তাড়াতাড়ি দৌড়ল, বললে বরুণার ঘাঁটী সরিয়ে নিতে, ব্যাপারটা কি বলত' !

রোহসেন। ব্যাপার বুঝতেই পারছ, নাঃ বন্ধু, তুমি শেষটা এমন গোল পাকিয়ে গেলে···

বসুবর্ম্ম। আরে, তুমি বুঝচনা, এই প্রহরী গুলোর ভেতর থেকেই এক ব্যাটাকে ত' দাঁড় করাতে হবে, না হলে যখন টান দেবে···

রোহসেন। আর টান দেবে, এদিকে···

বসুবর্ম্ম। কিন্তু চন্দনকটাকে পাঠালে কোথা, ও বেটা জুয়াড়ে, ওকে—কি বিশ্বাস আছে···

মোহসেন। বিশ্বাস যে কাকে করব তাইত' বুঝতে পারছি নি…কি করি বল দিকি…যত মনে করছি ভাই বসন্ত উৎসব এল, একটু সকাল-সকাল শ্যামার বাড়ী যাব, উৎসবের একটা বড় রকম আয়োজন করতে হবে, গৌড়ী আনবার জন্যে ওর নাম কি মগধে লোক পাঠালাম, আর…

(প্রধান রাজকর্ম্মচারীর প্রবেশ)

মোহসেন। (হাতের কাছের কাগজের উপর সজোরে চাপড় মারিয়া) আঃ, এই যে, আমি বলে দিলাম, যে, আর কোন কাগজ-পত্র আমি এখন দেখতে পারব না…

প্রধান কর্ম্মচারী। মহামান্য মহামাত্যের

মোহসেন। মহামান্য মহামাত্যের কি…কি…

প্রধান কর্ম্মচারী। তাঁর আদেশ, আপনি গৃহে যাবার পূর্ব্বে রাজকোষের আয়-ব্যয়, কর ও শুল্ক-সঞ্চয়ের পত্র আজকের সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সব নিকাশ মিলিয়ে স্বাক্ষর করে দিয়ে যাবেন, এ পত্র তাঁর আজই প্রয়োজন—এখনই চাই।

মোহসেন। কারণ?

প্রধান কর্ম্মচারী। কারণ বোধ হয় চৌর্য্য সম্বন্ধে একটা কিছু নিরাকরণ করতে চেষ্টা…

মোহসেন। এখনি, আমি কি করে—

প্রধান কর্ম্মচারী। তাঁর এই আদেশ, আপনাকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সময় দেওয়া হ'ল। প্রতিহার এইখানে থাক, সঞ্চয়পত্র নিয়ে পরম-ভট্টারকের কাছে পৌছে দেবে।

[কর্ম্মচারীর প্রস্থান।

রোহসেন। সেখানে সূর্য্যাস্ত, এখানে সূর্য্যাস্ত সময় যেওয়া হ'ল। কিন্তু কথাটা কি রকম হ'ল বল দিকিন, স্পর্দ্ধা এই কর্ম্মচারীর, আমার মুখের ওপর শাসন-ভঙ্গী দেখিয়ে গেল, পরম-ভট্টারকের প্রতিহারকে দাঁড় করিয়ে রেখে গেল! মানে…বেটার অভিসন্ধিত' কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কি হে…দি খাতা-পত্রে আগুন লাগিয়ে কি বল, কি আর আমার করবে!…

বসুকর্ম্ম। আরে তুমি অমন ভয় পাচ্ছ কেন?

রোহসেন। কিছু করলে তার নাতনীই দম ফেটে মরবে এখন…দিই আগুন লাগিয়ে…আঁ্যা?

বসুবর্ম্ম। আরে না—না, শোন

রোহসেন। নাঃ—তবে…প্রতিহার!-

(মহামাত্যের প্রতিহারের প্রবেশ)

মহামাত্যকে নিবেদন করগে কাল দ্বিপ্রহরে আমি…

প্রতিহার। অবধান কোষাধ্যক্ষ মহাশয়! সঞ্চয়-পত্র না নিয়ে এখান থেকে নড়বার আদেশ নেই…

রোহসেন। কি! কি!

(দেবরথের প্রবেশ)

দেবরথ। ওহে রোহসেন! তুমি এখনও এখানে, ওদিকে মলয়ার যে আসন্ন মৃত্যুকাল।

রোহসেন। বাধিত হলেম…কাল আসুন, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই, আমার এখন মরবার সময় নেই, দেখা করব…ওই দ্যাখনা তোমার মহামন্ত্রী দরজায় পাহারা খাড়া করে রেখেছেন আমিত জামাই নই তোমাদের চাকর…ভাল আপদেই পড়েছি…

দেবরথ। সে কি হে, তোমার স্ত্রী মরে…

রোহসেন। তা মরুন না, তাঁকে কে মরতে বারণ করছে বাবা!

দেবরথ। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—কি বলছ হে! অ্যাঁ তুমি এমন পাষণ্ড তা'ত জানতুম না।

রোহসেন। এখনত' জান্‌লে মরে পড় না,…দিনের মধ্যে ছত্রিশবার মরেণ আর ঢোঁক গেলেন, যাও, যাও, গোল কর না।

বসুবর্ম্ম। দেবী মলয়ার কি…

দেবরথ। আজ্ঞে এতক্ষণ গিয়ে দেখতে পাব কি না…

রোহসেন। আঃ, ভাল আপদ…প্রতিহার! বলগে মহামন্ত্রীকে আমি এখন নিকাশ-পত্র দিতে পারব না।

প্রতিহার। প্রভুর আদেশ যাতে অমান্য করতে হয়, এমন আদেশ দেবেন না।

রোহসেন। কি আমার কথার অমান্য? পাহারা! পাহারা!

(প্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ ও অভিবাদন)

এই প্রতিহারটাকে কোষ-মন্দির থেকে দূর করে দাও। আমি রাজকোষাধ্যক্ষ আমার সামনে…এত বড় স্পর্দ্ধা!

(প্রহরীদ্বয় প্রতিহারকে বাহিরে যাবার জন্য বলিতে গেল)

(সঙ্গে সঙ্গে অপর দিক দিয়া রাজদূতের প্রবেশ)

রাজদূত। পরম-ভট্টারক কাশী নরেশের নামে আপনাকে বন্দী করলাম।

রোহসেন। কি রকম? আমায় বন্দী! কেন?

রাজদূত। এই দেখুন অপরাধ পত্র…

দেবরথ। রাজদূত মহাশয়! ইনি কি করেছেন…

রাজদূত। যা করেছেন, তা উনি নিজেই বেশ জানেন।

দেবরথ। মহাশয় এঁর স্ত্রীর যে আসন্ন মৃত্যুকাল।

রাজদূত। তাঁর মৃত্যুকেত' আমরা বন্দী করতে পারব না, সে রকম আদেশ পাই নি।

রোহসেন। সে আদেশ পেলে তাঁর মৃতুকেও বন্দী করতেন না কি?

রাজদূত। মহাশয়ের সঙ্গে রহস্য করবার অবসর নেই চলুন।

রোহসেন। হুঁ! ভাল, চল…চল

(রাজদূত হাত নাড়িয়া প্রহরীদের ইঙ্গিত করিলেন, প্রহরীরা আসিল)

রোহসেন। কি!

রাজদূত। মার্জ্জনা করতে হয়, মহামাত্যের আদেশ, আপনাকে শৃঙ্খলিত করে বন্দীশালায় নিয়ে যেতে…

রোহসেন। শৃঙ্খলিত!

রাজদূত। হ্যাঁ শৃঙ্খলিত।

রোহসেন। আমার স্ত্রীকে একবার দেখব—একবার…

রাজদূত। সে ক্ষমতা আমার নেই, আপনি আবেদন করতে পারেন… চলুন।

রোহসেন। পরম-ভট্টারক! পরম-ভট্টারক!

[শৃঙ্খলিত রোহসেনকে লইয়া রাজদূতের প্রস্থান।

দেবরথ। নগরপাল মহাশয়, ব্যাপার কি?

বসুবর্ম্ম। ঠিক বুঝতে পারছি নি মশায়…তাইত…গোল বাধালে দেখছি, ব্যাপারটা ত' সোজা বলে ঠেকছে না।

[নগরপালের প্রস্থান।

বরুণা তটে

(দূরে বরুণা, পার্শ্বে বন সম্মুখে সোপান ও ঘাটের চত্বর)

(নেপথ্যে নদীবক্ষে নৌকোপরি শ্যামা গাহিতেছে)

আজ, মেঘের সনে ঝড়ের মাথায়
খেলব বঁধু মরণ খেলা।
ওই বিজুরী করব চুরি
পরব গলে তড়িৎ মালা॥

(উত্তীয় ও কর্ণিকারের দ্রুত প্রবেশ)

উত্তীয়। ওই শোন, ওই শোন কর্ণিকার।

(নেপথ্যে গান)

আজ, মেঘের সনে ঝড়ের মাথায়
খেলব বঁধু মরণ খেলা…
ওই বিজুরী করব চুরি
পরব গলে তড়িৎ মালা॥

উত্তরীয়। নিশ্চয় ও শ্যামা, কর্ণিকার! শোন…

কর্ণিকার। আঃ ভাল জ্বালা, চলে এস না। দেখছ না কি বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে. উঃ; কি ঝড় উঠল—চল, চল, বাড়ী চল,…ঘোড়াগুলো ভিজে সারা হবে।

(নেপথ্যে গান)

ঝড়কে আমার করব সাথী,
প্রলয় সনে মাতামাতি—
মরণ হাওয়ায় নিভিয়ে বাতি—,
করব নাটের লীলা—
ছড়িয়ে দেব আকাশ ছেয়ে
আমার জয়ের মালা॥

উত্তীয়। কর্ণিকার! কর্ণিকার! ও নিশ্চয়ই শ্যামা, ও গলার স্বর আমি চিনি···ওই!

[নেপথ্যে—সামাল্, সামাল্···সামাল্···গেল গেল···]

কর্ণিকার। ওকি কোথা যাও, কোথা যাও।

[নেপথ্যে—গেল, গেল, সামাল সামাল—]

উত্তীয়। ওই, দেখছ না ওই, বিদ্যুতের আলোয়, ওই যে ঘাটের সামনে, ওই শ্যামা, ডুবল ডুবল গেল, যাঃ—

(উত্তীয় জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল)

কর্ণিকার। উত্তীয়! উত্তীয়! নাঃ সর্ব্বনাশ করলে, সর্ব্বনাশ করলে, ওই সাঁতরে যাচ্ছে—কি করি! কি করি! অঁ্যা গেল, গেল, ডুবে গেল, যাঃ—ওই বুঝি ডুবে গেল,—অঁ্যা কি করি—

(কর্ণিকার দৌড়াইয়া গিয়া রক্ষীদের ডাকিল, "গান্ধার! গান্ধার!"—)

(কর্ণিকার আবার ছুটিয়া নদীর ধারে আসিল—গান্ধার রথরক্ষীদ্বয় ছুটিয়া আসিল)

কর্ণিকার। সর্ব্বনাশ হয়েছে, উত্তীয় জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে, কি হবে! কি হবে!

প্রথম গান্ধার। সেকি! সেকি! প্রভু জলে ঝাঁপ দিলেন কেন?

(নদীবক্ষ হতে উত্তীয়)

কর্ণিকার। কর্ণিকার!

(ঘাটের দিকে ছুটিয়া গিয়া)

কর্ণিকার। উত্তীয়! উত্তীয়!

(কর্ণিকারও জলে নামিল)

দ্বিতীয় গান্ধার। আরে এ কি হ'ল দুজনেই ঝাঁপ দিলে কেন?

[উত্তীয় ও কর্ণিকার দুইজনে শ্যামাকে জল হইতে তুলিয়া ঘাটের সম্মুখে চত্বরে শোয়াইল, কর্ণিকার উত্তরীয় দিয়া শ্যামার চুল নিংড়াইয়া দিল, মুখের জল মুছিয়া দিল।]

শ্যামা। (চোখ মেলিয়া) কে তুমি! তুমি!…তুমি আমায় বাঁচালে, তুমি উত্তীয়!

উত্তীয়। এ আর এমন বেশী কি শ্যামা!

শ্যামা। তুমি উত্তীয়! জল থেকে আমায় বাঁচালে!

উত্তীয়। কর্ণিকার ধর, এঁকে বাড়ী পৌছে দিয়ে আসি, চল ভাই, ধর। শাস্ত্রার রথ অগ্রসর কর।

(দুইজনে ধরিয়া শ্যামাকে লইয়া অগ্রসর হইল)

শ্যামা। (যাইতে যাইতে) তুমি উত্তীয়! তুমি!

উত্তীয়। চল শ্যামা

[সকলে নিষ্ক্রান্ত]

[মাঝে মাঝে মেঘ গর্জ্জনের সঙ্গে একটা করুণ সুর বাজিতে লাগিল]

(বনপথের ভিতর দিয়া ছুরিকা হাতে এদিকে ওদিক চাহিতে চাহিতে চন্দনকের প্রবেশ)

চন্দনক। বাঁচাব বলেছি বাঁচাব, অধর্ম্ম করব না…গলাটা শুকিয়ে কাঠ—নদীতে নেবে আগে তেষ্টা…কে, কে, কে-অ।

(চপলকের প্রবেশ)

চপলক। আমি।

চন্দনক। কে চপলক!

চপলক। হ্যাঁ এই এনেছি…থলি।

চন্দনক। এনেছিস্ এনেছিস, আচ্ছা যা এখন সব আস্তানায় সরে পড়…হ্যাঁ. আর যে ঘোড়াগুলো?

চপলক। তাদের একেবারে প্রয়াগের পথে পাঠিয়ে দিয়েছি !

চন্দনক। আর টীনাংতকের পাঁচগুলো কি করলি ?

চপলক। সে সব আস্তানায় চালান হয়ে গেছে এতক্ষণ, কেবল—

চন্দনক। কেবল ?

চপলক। ওকি সর্দ্দার, তুমি অমন ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছ কেন !

চন্দনক। না না কাঁপব কেন, কেবল কি বলছিলি ?

চপলক। কেবল লোকটা, সর্দ্দার, মরে নি।

চন্দনক। অ্যাঁ বলিস কি, মরে নি, খুন হয় নি !

চপলক। না সর্দ্দার, তাঁবুতে যখন আগুন লাগিয়ে দিই, তখন দেখি, রক্তাক্ত অবস্থায়ই আমাদের সে তাড়া করে এল, সামনে আগুন, এগোতে পারলে না, একেবারে রাজধানীর দিকে দৌড়ে পালাল।

চন্দনক। বলিস কি, এই ছোরা খেয়ে পালাল, মরেনি, মরেনি, দৌড়ল, তোরা দেখলি, সে দৌড়ল ? তাকে তখনি [illegible] পারলি নি, দৌড়ে পালাল ! ধ্যেৎ…সব মাটি করে দিলে,—

চপলক। ভয় পাও কেন সর্দ্দার !

চন্দনক। ভয়, ভয় পাব, কক্ষণ না, কিন্তু সে পালাল, অ্যাঁ ! আচ্ছা তাঁবুটা ?

চপলক। সে এতক্ষণ ছাই হয়ে গেছে। সর্দ্দার বলত রাত্রেই না হয় তাকে আর একবার দেখি ! কি বল ?

চন্দক। না থাক্—দেখি তুলি (থলি তুলিয়া) হ্যাঁ—হ্যাঁ ভারি…পাঁচ হাজারের বেশীই হবে…যাই হাত মুখ ধুয়ে ফেলিগে…বড় তেষ্টা পাচ্ছে, গলাটা কাঠ হয়ে গেল। —তুই যা—যা, আচ্ছা, দাঁড়া, গলাটা কাঠ হয়ে গেল, আগে এক আঁজলা জল খেয়েনি…উঃ কি অন্ধকার… আচ্ছা তুই যা, যা… [চপলক নিষ্ক্রান্ত।

(চন্দনক আরো জলের দিকে কাঁপিয়া গেল)

[দূরে বনপথে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িল, সেই পথ দিয়া ক্লান্ত ও
আহত বজ্রসেন ধীরে ধীরে সেই ঘাটের দিকে আসিতে লাগিল।
স্কন্ধের আঘাত হইতে তখনও রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে।
ধীরে ধীরে সোপান চত্বরে বসিল।]

চন্দনক। কে—কে ?

বজ্রসেন। দীনহীন বিদেশী পথিক
ভাগ্যের তাড়িত জীব, ক্লান্ত দেহ,
বসেছি হেথায়, এখানেও বসিবার
নাহি অধিকার !

চন্দনক। না, না, তা বলছি নি, অধিকার থাকবে না কেন, অধিকার থাকবে না কেন ! বলছি এত'রেতে মশায় নগর ছেড়ে এ বনের ধারের ঘাটে কেন,—তাই জিজ্ঞাসা করছি।

বজ্রসেন। দ্বারে দ্বারে হানিলাম কর,
কেহ নাহি খুলিল দুয়ার,
একজন খুলিয়া দুয়ার, দশা দেখি মোর
'বেটা চোর' বলি সত্রাসে করিল রুদ্ধ,
পুনঃ অন্যজনে দিল গালি, মদ্যপান
রত একজন হাস্য করি পাত্র হতে'
জল দিল ঢালি শিরে মোর, ঠাঁই কোথা
নাই, তাই এই বনপ্রান্তে আসি, ক্লান্ত
দেহ দিয়েছি আশ্রয়···

চন্দনক। তোমার দেশ কোথায় ? বেশ দেখে মনে হচ্ছে, বিদেশী—

বজ্রসেন। হঁ৷ বিদেশী বটে, বহুদূরে সেই
তক্ষশীলা। সার্থবাহ আমি, বহু পণ্য

ঘুরে এসেছিনু বিক্রয়ের আশে, সব
পণ্য পরস্বার্থে হয়ে গেছে ব্যয় ! সাধু
সন্তলোক দয়া করে নিয়েছেন সেবা,
ধন্য হয়ে গেছি আমি দূরে তক্ষশীলাবাসী ।

চন্দনক । সাধু সেবা নিয়েছেন, কি রকম ?

বজ্রসেন । শিবধাম এই কাশী, সতত সাধুর
বাস, শঙ্খ-ঘণ্টা বাজে দিবানিশি, সাধু
সদা ধ্যানরত হেথা, আছিনু নিদ্রিত
যবে আজি নিশিঘোরে, নিজ বস্ত্রাবাসে,
নাহি জানি কোন সাধুত্তম, কৃপা করি,
করি অস্ত্রাঘাত, সর্ব্বস্ব হরণ করি
বস্ত্রাবাসে দিল অগ্নি, এখনও ক্ষত
হতে' ঝরে রক্ত…

চন্দনক । বিদেশী বণিক তুমি কাশীর নিন্দা করছ ?

বজ্রসেন । নিন্দা কেন মহাশয় !
স্তুতিপাঠ । তোমাদের অন্নপূর্ণা মাতা
এই করি কাশীধামে অন্নের যোগান
দেন, আছেন ভৈরব ভূতদল, লুটে
পুটে খায়, মন্দ কিবা…

চন্দনক । আচ্ছা…যে এ কাজ করেছে তাকে দেখলে চিনতে পার…

বজ্রসেন । হায় ! হায় !
বিদেশী পথিক আমি, দেবদেবী
কেমনে চিনিব ! সাধুজনে মোর নয়
অভাজনে কেমনে চিনিবে বল…

চন্দনক। বটে! তা এখানে তোমার কেউ জানা-শোনা আছে,—দেশে কে আছে তোমার ?...

বজ্রসেন। কার' নাহি পরিচিত—
দেশে ?—দেশে শুধু বৃদ্ধ পিতা
আশাপথ চেয়ে আছে বসে, অনাহূত
ভাগ্য মোর পরবাসে পরের আশ্রয়ে
আনি, আশ্রিত্রেরে করিল আহত।

চন্দনক। তাইত, আশ্রয়ই বা এত রাত্রে কোথায় পাবে। কেউ কি দেবে—এত রাতে-ত' কেউ দরজা খুলবে না। তা তুমি এক কাজ কর—দেখ, ওই যে ভাঙা শিবের মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে না, ওইখানে রাতটা কাটাও, কাল ভোরে, বারাণসীর যতই কেন নিন্দে কর না, বিশ্বনাথ আছেন, ভয় কি, উপায় একটা হবেই। তুমি বিদেশী-লোক, হ্যাঁ ছাড়পত্র নিয়েছত' ?

বজ্রসেন। মাত্র, আজি সন্ধ্যাকালে নগর-উপান্তে আসি
ফেলি বস্ত্রাবাস ছিনু অপেক্ষায়।
তক্ষশীলা হতে রাজ-নামাঙ্কিত
ছাড়-পত্র ছিল পেটিকায়, নাহি আর—

চন্দনক। তবেইত, ছাড়-পত্র দেখালে বা সুবিধা হ'ত, আমারও ত জায়গা নেই, তা না হলে যা হয় হ'ত।

বজ্রসেন। সকৃতজ্ঞ তব পাশ, ঠাঁই নাহি
পাই, তবু ছুটো মিষ্টবাক্যে, তুষ্ট হয়ে
যাই, রবে মনে চিরদিন। কাল প্রাতে
যা হবার হবে, লহ নমস্কার,
কাশীতে প্রথম পাই মিষ্ট ব্যবহার।

চন্দনক। নমস্কার। এর আর কৃতজ্ঞতা কি, আমি আর তোমার কি করেছি, না করতে কিছু পারব! তা দেখ দেখ, তুমি ওই শিব-মন্দিরেই যাও, বিশ্বনাথের ধ্যান করগে, তিনিই তোমায় উদ্ধার ক'রে দেবেন, সকালে অনেক দেশের যাত্রী আসে, একটা কিনারা কি আর হবে না…

বজ্রসেন।
শতধন্য তুমি মহাশয়, এই মম
দুঃখে তব দুঃখ অনুভূতি চিরদিন
রবে মনে…

[চন্দনক নিষ্ক্রান্ত।

হে মেদিনী! তুমি সর্ব্বসহা,
জননী আমার, জন্ম হ'তে মাতৃকোল
পাই নাই কভু, কভু শুনি নাই হায়!
সে ওঁ-কার বাণী স্নেহ-শব্দ লোকে যারে বলে—
দেউল-মন্দিরে নাহি মম কাজ,
মাতা! তুমিই আশ্রয় দাও অভাগারে।

(ভূমে সোপান চত্বরে শয়ন করিল)

জড়তা আসিছে চক্ষে, মুদে আঁখিপাতা,
বিরাম-দায়িনী-নিদ্রা, শান্তি দাও মাতা।

(নিদ্রিত হইয়া পড়িল)

(নিঃশব্দে পা টিপিয়া-টিপিয়া চন্দনকের পুনঃপ্রবেশ)

চন্দনক। যাঃ বাবা, আসলটাই ভুল। সুবর্ণের থলিটেই ফেলে গেলাম, যার জন্যে এত…আরে বেশ ঘুমুচ্ছে, নিঃশব্দে ঘুমুচ্ছে…আঁ্যা তবে দিই ছোরাটা বসিয়ে, আঁ্যা কাজের চিহ্নও শেষ করে দিই— (ছুরিকা

লইয়া অগ্রসর)···দিই বুকে বসিয়ে···না, না, হয়েছে, এই যে থলিটা, হয়েছে, ঠিক্···ঠিক্···ঠিক্···চুরিও ধরা হ'ল—চোরও ধরা পড়ল, সুবর্ণও পাওয়া গেল···বুদ্ধি! বুদ্ধি! বুদ্ধিইত বল। হা হা হা হা···

[চন্দনক নিক্রান্ত

(সুরার কলস হাতে দুইজন মত্ত নাগরিকের প্রবেশ)

প্রথম নাগরিক। নাঃ এঘাটেও ত' একখানা নৌকো নেই রে, যাঃ বাবা—এখন উপায়!

দ্বিতীয় নাগরিক। দেখ দিকিনি, তোর পাল্লায় পড়ে, এই জল ঝড়ে, এখন কি করে ওপারে যাই, নাঃ, তোর মত মাতালের সঙ্গে যে মদ খায়, তার বাহান্ন পুরুষ নরকে যাক্—

প্রথম নাগরিক। তুই আমায় গাল দিচ্ছিস্। অ্যাঁ আমায় মাতাল বলে গাল দিচ্ছিস্। অ্যাঁ···দেখ্ আমায় যে মাতাল বলে, তার ছাপান্ন পুরুষ নরকে—থুড়ি, তোর সঙ্গে যে মদ খায়, তার, নাঃ দেখ খবরদার বলছি, আমায় যদি মাতাল বলিস্ তোর ভাল হবে না কিন্তু···

দ্বিতীয় নাগরিক। বটে, আমি মাতাল,—যা-যা-যা না তুই ওপারে যা, কেমন করে যাবি, যানা—যা—যার···যা পাড়ি মার, এক ক্রোশের মধ্যে আর ঘাট নেই চাঁদ, যাও না অন্ধকারে পাড়ি জমাও, ঘাট নেই চাঁদ, ঘাট নেই।

প্রথম নাগরিক। অ্যাঁ তবে কি হবে, ওরে অ্যাঁ ঘাট নেই, অ্যাঁ ঘাট নেই—একক্রোশের মধ্যে ঘাট নেই—অ্যাঁ (ক্রন্দন) তবে কি হবে—ওরে···আমি শ্বশুরবাড়ী যাব কি করে রে···

দ্বিতীয় নাগরিক। ঘাট নেই, বাবা, হুঁ হুঁ ঘাট নেই—যাও শ্বশুরবাড়ী যাও···

প্রথম নাগরিক। তবে কি হবে...যাক্‌গে ঘাট নেইত নেই, আয়, এইখানেই বসে যাই, দু পাত্তর ঢালি। কি বলিস, নে বার কর, বেড়ে চাতাল আছে, দেখ বৃষ্টিটা হয়ে হাওয়ায় বেড়ে ঝিমঝিম্‌ বাজছে, বোস না এইখানে, নে তুই এক পাত্তর, আর আমি এক পাত্তর, চম্‌কাতে চম্‌কাতেই রাত ভোর হয়ে যাবে—

(উভয়ে বসিতে গেল)

ওরে দেখ্‌ দেখ্‌, ওই যে কে মাতাল হয়ে চাতালে আড় হয়েছে, দিব্যি—বন্ধু! বন্ধু! আর বিরহ শয়নে কেন বন্ধু. ওঠ, আমাদের কাছে কলস আছে।

দ্বিতীয় নাগরিক। ও বাবা, ও কে রে, এই চুপ, সরে আয়, সরে আয়।

প্রথম নাগরিক। দেখ্‌ কেন বেগড় করছিস. তিনজনে বসে দিব্যি আমোদ হবে এখন।

(বজ্রসেন জাগরিত হইয়া উঠিয়া সুবর্ণের থলিটা মাথার কাছে দেখিয়া বিস্মিতের মত চাহিয়া রহিল)

দ্বিতীয় নাগরিক। ও বাবা, ও নিশ্চয় ডাকাত, এই বাবা মারলে, ওরে লুকো লুকো, ভাঁড়টা লুকো। ওরে এখনি কেড়ে নেবে—লুকোনারে। হায়! হায়! ওরে দেখছিস্‌নি, এক চুমুকে শেষ করে দেবে রে—

প্রথম নাগরিক। আহা! কেন অমন করছিস্‌—দেখছিস্‌নি ওর গলা শুকিয়ে গেছে, আহা ভদ্দরলোকের ছেলেকে একটু মদ দিবিনি,— আয়! আয়! তিনজনে বসে যাই।

দ্বিতীয় নাগরিক। দেখছিস্‌নি, গায়ে রক্ত···কোথায় খুন-টুন করে, রক্ত মেখে এসেছে, সরে পড়ি চল—

বজ্রসেন। (সুবর্ণের থলি হাতে লইয়া)

এ কি স্বপ্নে কিম্বা জাগরণে আমি, সেই

যম নামাঙ্কিত থলি কোথা হতে এল ?
বিচিত্র, বিচিত্র ভাগ্য বটে !

দ্বিতীয় নাগরিক। চলরে সরে পড়ি, চোখ দেখছিস্ যেন বাঘের মত জ্বলছে, কি জানি কি শেষে—

প্রথম নাগরিক। আরে দূর। তুই ওকে এক পাত্তর দিয়ে দেখ, ও রসিক লোক রে, ডাকাত নয়—তুই এক পাত্তর দিয়েই দেখ—

[নেপথ্যে—এই যে, এই যে]

(নগরপাল বসুবর্ম্ম, প্রহরীগণ ও চন্দনকের প্রবেশ)

চন্দনক। (অন্তরালে দূর হইতে) ওই যে! ওই যে! সুবর্ণের থলিও আছে, আমি সরে পড়ি।

[চন্দনক নিষ্ক্রান্ত।

(প্রহরীদ্বয় ও নগরপাল বজ্রসেনের হাতে শৃঙ্খল দিল)

বজ্রসেন। একি! কি হেতু করিছ বন্দী ? আরে আমি !

বসুবর্ম্ম। আরে হ্যাঁ হ্যাঁ খুব জানি, তুমি, তুমি, তোমায় আর জানিনি, পাঁচ-পাঁচ বার রাজকোষ থেকে চুরি করে পালাবে কোথা চাঁদ ! পরা পরা, শিকলি কোমরে বাঁধ্—ও মশায়রা এদিকে আসুন, পালাবেন না—আরে—

দ্বিতীয় নাগরিক। আজ্ঞে, আমরা ওর দলের নই।

প্রথম নাগরিক। আজ্ঞে আমরা মাতাল নই, ওর সঙ্গে মদ খাই নি।

বসুবর্ম্ম। তাত দেখতেই পাচ্ছি ; মাতাল আপনারা নন, সেত আরো ভাল কথা, আপনাদের বাড়ী কোথা ?

দ্বিতীয় নাগরিক। আমার বাড়ী রামনগর।

প্রথম নাগরিক। আজ্ঞে, না ধর্ম্ম অবতার, ও এই বলছিল ওর ব্যাসকাশীতে ঘর—আমার শ্বশুরবাড়ী রামনগর।

বসুবর্ম্ম। দেখুন—তা বেশ বেশ, এই লোকটা চোর, এই সুবর্ণের থলি শুদ্ধ ধরা পড়েছে, দেখলেন ত, আপনারা সাক্ষী রইলেন।

দ্বিতীয় নাগরিক। আজ্ঞে, আমরা সাক্ষী।

বসুবর্ম্ম। ভয় কি, আমি নগরপাল দণ্ডধর বসুবর্ম্ম, আমি বলছি, আপনারা সাক্ষী।

প্রথম নাগরিক। আজ্ঞে. আজ্ঞে, প্রাতঃপ্রণাম দণ্ডধর মশায়, সাক্ষী আমাদের এই গৌড়ীর কলস, আমরা মাতাল—ও চুরির ত কিছুই জানিনে।

বসুবর্ম্ম। আহা বেশত, আপনাদের কোন ভয় নেই—রাত্রে ত' আর শ্বশুরবাড়ী রামনগর যাবেন না, আজকের মত নগরপালের অতিথি হ'ন, জামাই আদরে থাকবেন, কাল সূর্য্যাস্তের পর বাড়ী যাবেন, ভাবনা কি ? কোন ভয় নেই, দেরী হবে না, একদিনেই বিচার হয়ে যাবে। কোন ভয় নেই—

প্রথম নাগরিক। আজ্ঞে ভরসাও বড় নেই। দেখলিত, তুই যদি মাতাল না হতিস তা'হলে ঘাটে নিশ্চয়ই নৌকো থাকত, এখন চল্ দেখবি এখন।

বসুবর্ম্ম। চল প্রহরী, টেনে নিয়ে চল।

বজ্রসেন। হাস্যময়ী নিয়তি আমার, আমি চোর!—

বসুবর্ম্ম। চলুন মশায়রা চলুন।

(বসুবর্ম্ম ও প্রহরীদ্বয় বজ্রসেনকে লইয়া অগ্রসর হইল)

প্রথম নাগরিক। তুই যদি ওকে এক পাত্র গৌড়ী দিতিস, তা হলে কি ও অমন চুরিতে ধরা পড়ে, তুই যেমন মাতাল।

দ্বিতীয় নাগরিক। কের, আমি মাতাল, না তুই মাতাল। ব্যাটা ও-ও শ্বশুর বাড়ী গেল।। তুইও শ্বশুরবাড়ীর পথ মেটাগে—যা না যা, শ্বশুরবাড়ী দেখাবে এখন—

প্রথম নাগরিক। ওহো গিন্নী রে! আহা! শ্বশুরবাড়ী ..

বজ্রবর্ম্ম। আহা মশায়রা আসুন, আসুন। আমি সবাইকে শ্বশুরবাড়ী পৌঁছে দেব এখন...।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

শ্যামার প্রাসাদ-কক্ষ

শ্যামা। কে তাহারে বলেছিল বাঁচাতে আমায়,
আমি কি সাধিয়াছিনু তারে, তার এই
দয়া দিয়ে বাঁচান জীবন ! ভালবাসা !
শ্যামা যেন পথের কাঙালী, ভালবাসা
ভিক্ষা চায় এ অঞ্চল পাতি, আহা ! আমি
যেন পায়ে ধরে সেধেছিনু, উত্তীয় গো !
ভালবাস মোরে—

(রঙ্গিণীর প্রবেশ)

রঙ্গিণী। ও দিদি ! এই তোমার নূপুরের একটা দানা, কি করে উত্তীয়ের উত্তরীয়ে জড়িয়ে গিছল, বাড়ী গিয়ে দেখতে পেয়ে, তাই আবার এই রাত্রেই ফিরে পাঠিয়ে দিয়েছে।

শ্যামা। নূপুরে দানা ফিরে পাঠিয়ে দিয়েছে, বটে, বটে,—

রঙ্গিণী। তুমি হাসছ দিদি, উত্তীয় তোমায় কিন্তু সত্যি ভালবাসে, বুঝতে পাচ্ছনা দিদি, কেন উত্তীয় নূপুরের দানা ফিরিয়ে দিলে ?

শ্যামা। ভালবাসে গো ভালবাসে, হা-হা-হা-হা রঙ্গিণী আমি শ্যামা, জানিস আমি শ্যামা—রূপের তুলনা নেই, বিদ্যার তুলনা নেই, চৌষট্টি কলা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছি ! উত্তীয় আমায় বাঁচালে কেন জানিস…

রঙ্গিণী। তোমায় ভালবাসে বলে।

ছায়া। তোর মাথা, দয়া, মায়া, মনুষ্যত্ব দেখিয়ে আমায় ভোলাতে চায়! হা-হা-হা-হা, আমি ভোলবারই মানুষ কিনা! ওগো বারাণসীর ছায়া আমি, [illegible] থেকে কোষাধ্যক্ষ নগরপাল পর্যন্ত, মাথা বিকিয়ে দেয় এই পায়ের তলায়, আমি বিকোই কাকে বল, কাকে বিকবো লো, কাকে বিকবো! বিশ্বনাথের পূজো দিতে আসে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ দ্রাবিড়, কাঞ্চি, সিংহল, হিঙ্গুলা গান্ধার কাশ্মীর বিতস্তা বিপাশা পেরিয়ে আসে বিশ্বনাথের পূজো দিতে, আমার পূজো না দিয়ে, তাদের বিশ্বনাথের পূজো হয় না—আমার একটা কথা, একখানা গান, একটু হাসি, একটা চোখের ঠার দেখে রাজস্ব মাথায় করে নিয়ে এসে পায়ে ঢেলে দেয়, হায়! হায়! কাকে বিকবো লো বল!

রঙ্গিণী। আ, তুমি যাই বল না কেন, যত লোকই তোমার পায়ে মাথা বিকোক, উত্তীয় তোমায় সত্যি ভালবাসে, তুমি এখন বুঝতে পাচ্ছ না, এর পর বলবে, রঙ্গিণী বলেছিল বটে। কে জানে বাপু, তোমার কেমন মন!

ছায়া। আমার মাও ওই কথা বলত রে, তোর আর কিছুতেই মনে ধরে না। মন কি আর আমার আছে লো রঙ্গিণী, আমি কি মন নিয়ে ঘর করি···মন নেই, প্রাণও নেই, পাষাণ, পাষাণ, কাশীর পথের বাঁধান-পাথরের চেয়েও কঠিন, বুঝলি—নইলে, উত্তীয় আমাকে বাঁচাবার জন্যে সেই স্রোতমুখী বরুণার ক্ষ্যাপা জলে ঝাঁপ দিলে, প্রাণ তুচ্ছ করে; কিন্তু তাকে ত' ভালবাসতে পারলেম না। কুবেরের ঐশ্বর্য্য দু'পা দিয়ে মাড়িয়ে চলেছি, কিসে আমায় ভোলাবে বল,—রূপ, রূপ,—একটাও পুরুষ দেখলাম না, যার আশ্রয়ে এ ছায়া লতার মত জড়িয়ে

যাবে—তবু, তবু মনে হয়, এমন করিনি; বুঝি এমন,—নাঃ যে পান পাত্র, সে—

(রঙ্গিণী পানপাত্র পূর্ণ করিয়া দিল)

(পান করিতে করিতে) এই এই ভালবাসে, ভালবাসে, দেখছিস আমার অধর স্পর্শ করবার জন্যে সকেন বুদ্বুদ নিয়ে মুখ রাঙা করে এল, এই ভালবাসে, এই ভালবাসে (পান) আর শুনছিস রঙ্গিণী, আমার পায়ে নীলপদ্ম দেবার জন্যে উত্তীর বাগানের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। হা-হা-হা-হা,—হুঁ! আমি শ্যামা লো শ্যামা—কবি কি না!

রঙ্গিণী। দিদি, সে যে নূপুর পাঠিয়ে দিয়ে জানালে, কত ভালবাসে তোমার পায়ে তার মাথাটা লুটিয়ে দিলে, তবু তুমি—

শ্যামা। ওইত, সবাই লুটোয়, মাথা তুলে কেউ দাঁড়ায় না—দেখ বারুইয়ের মেয়ে আমি, ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছে, আজ পানের বরোজে কাঠি না সাজিয়ে সোনার কাঠিতে পানের চুণ খয়ের খাই, তবু—তবু মন যেন অন্ধকারেই ডুবে আছে। এত যে ঐশ্বর্য্য, এত যে সুর পঞ্চম-মধ্যমে ধৈবতে ঘা দিতে দিতে রাগ রাগিণী নিয়ে আকাশ ছেয়ে রূপ সৃষ্টি করলেম, কি হ'ল? সে দিন ওপারে নদীর ধারে দেখলাম, কলাই-শুঁটির ক্ষেতে, ছেঁড়া একটি কচি ছেলেকে ছেঁড়া-আঁচল পেতে শুইয়ে রেখেছে, আর তার মা ক্ষেতে কাজ করছে, আর একবার করে সেই ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছে, ছেলেটা কি সবল, কি আনন্দেই হাত-পা ছুঁড়ে খেলছে; সে কি হাসি, কি আনন্দ, ছুটে গিয়ে ছেলেটাকে কোলে নিতে গেলাম, পারলুম না, থেমে গেলুম, ছুঁতে সাহস হ'ল না, ছেলেটা কেঁদে উঠল, তার মা কোদাল নিয়েই ফেলে ছুটে

এসে কোলে নিয়ে মাই দিতে লাগল, সে কি হাসি মায়ের মুখে ! আমি যে বাঈজীর মেয়ে ছিলাম, সে যে আমার লক্ষ-হীরার চেয়েও মূল্যবান ছিল, উঃ না-না-না—কিছুই হ'ল না দে পানপাত্র—কত রাত্রি হল ?

[মদ্যপান ।

(গান)

কত সাধ চিতে আছিল আমার
সে সাধের খেলা হ'ল না ।
হেলা-ফেলা মোর গেল সারা বেলা
সেত ওলো সই এল না ॥
আপনি মজিনু আপনার মনে
না মিলিল সই সে আপন জনে ।
হ'ল নিশি শেষ স্বপনে স্বপনে
মনেরি মানুষ এল না ॥

রঙ্গিণী । রাত তিন প্রহর হয়ে গেছে, ওই যে কাল-ভৈরবের ঘণ্টা বেজে গেল, একটু শোও না !

[illegible] । না আর শোব না, চল্ অলিন্দে যাই, সূর্য্যোদয় দেখব ।

রঙ্গিণী । সূর্য্যও তোমাকে দেখবে বলে রোজই ও-আকাশে ওঠে, আজ না হয় নাই দেখ্‌লে, একটু শোও, আমি পায়ে হাত বুলিয়ে দি ।

[illegible] । না তুই যা, না—না, দে পানপাত্র । (পান) ভালবাসা, একটা পুরুষ ত দেখলাম না রঙ্গ, যে আমার পাষাণ প্রাণটাকে গলিয়ে দিতে পারলে, শুকিয়ে গেছি, শুকিয়ে গেছি । রঙ্গ ! রঙ্গ ! এমন যদি পেতাম, যে আমাকে সবলে লুণ্ঠন করে

নিতে পারত, যে বিলোবে না, কেড়ে নেবে, যে সিংহের মত গ্রীবা ভঙ্গীতে কেশর ফুলিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে, যার স্পর্শে শিরায় শিরায় রক্ত তালে-বেতালে নেচে উঠ্‌বে, কই সে, কই···না না দে পানপাত্র···   (পান)

ওই ভোর হয়ে গেল···

(বাহিরের রাজপথে কোলাহল 'চোর' 'চোর')

শ্যামা। কি, কি, রঙ্গ কে দেখত, আঃ অত চেঁচামেচি করছে!

(নেপথ্যে পুনরায় শব্দ 'চোর চোর—ধরা পড়েছে')

রঙ্গিণী। দিদি! দিদি! দেখ, দেখ, দেখবে এস, চোর ধরে···নিয়ে যাচ্ছে, দেখ দেখ, হাতে পায়ে ছেকল বাঁধা—এতখানি দেহ!

শ্যামা। আঃ, কে,—রঙ্গ এই চোর! (বাতায়নের দিকে গিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া আবার) রঙ্গ! রঙ্গ! (আবার ফিরিয়া গিয়া গলার মুক্তার মালা পথে ফেলিয়া দিয়া) রঙ্গ! রঙ্গ! আমার মুক্তার হার, ডাক্ ডাক্—গান্ধার! গান্ধার!—রাজপথে আমার রত্নহার পড়ে গেছে, শীগ্‌গির যাও। রঙ্গ সঙ্গে যা (জনান্তিকে) রঙ্গ শীগ্‌গির যা, নগরপালকে বল্‌গে যে শ্যামা বল্‌লে, ওই বন্দী চোরকে নিয়ে এখনি আমার সঙ্গে দেখা করে, বল্‌গে আমি বলেছি, বুঝ্‌লি, যা শীগ্‌গির যা,—

[রঙ্গিণীর প্রস্থান।

সত্য না এ স্বপ্ন! যেন কোন্ জন্মান্তের
যবনিকা খুলে গেল চক্ষের সম্মুখে—
কে এ পুরুষ! কোটী ইন্দ্র পদতলে
লুটে. আপনি ধরিত্রী কহে উল্লসিত

হেরে, রাজরাজেশ্বর বেশ, বক্ষে ধরি
আজ, যেন দেখেছি কোথায়, কবে,
কোন্—ব্যাকুল করিল মোরে, একি! একি!
অকস্মাৎ বিশ্বের আলোক নবরূপে
ফুটে উঠে যেন!
কত জনমের পরিচয়
তবু কেন পারি না চিনিতে!
কেবা ওই!—রঙ্গ!

(রত্নহার হাতে লইয়া রঙ্গিণীর প্রবেশ)

শ্যামা। রঙ্গ! রঙ্গ! বলেছিস্? সে আস্‌ছে?

রঙ্গিণী। সে আমার আস্‌বে না, তুমি ডেকে পাঠালে, সে মনে কর্‌লে তার চোদ্দ-পুরুষ উদ্ধার হয়ে গেল, ওই যে—

[নেপথ্যে—রঙ্গিণী আমি এসেছি—]

রঙ্গিণী। আসুন! আসুন!

(বজ্রবর্ম্ম ও শৃঙ্খলাবদ্ধ বজ্রসেনকে লইয়া প্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ)

বজ্রবর্ম্ম। নমস্কার! নমস্কার! বড় অসময়ে এ দাসকে স্মরণ করেছ শুভে! তোমার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হোক্। এখন যে অত্যন্ত জরুর রাজকার্য্যে চলেছি, এখন ত' কোন কথা শোনবার অবসর হবে না; অন্য সময়ে যদি দয়া করে অভাজনকে স্মরণ কর, তখনি উপস্থিত হব।

শ্যামা। এই সেই চোর!

বজ্রবর্ম্ম। হ্যাঁ রূপসী, এই সেই চোর
এরি তরে কতদিন ঘুরে ঘুরে
আজ পেয়েছি ধরিতে, কোথা আর কেহ নাহি

জানে, বার বার পঞ্চবার রাজকোষ

(শ্যামা হাসিতে লাগিল)

হ'তে সহস্র সহস্র স্বর্ণ করিয়াছে
চুরি—এইবারে যাদু পড়েছেন ধরা—

(শ্যামা আরো হাসিতে লাগিল)

শ্যামা — এই চোর !
কোথায় পড়িল ধরা !

(শ্যামা তেমনি হাসিতে লাগিল)

বজ্রবর্ম্ম । — চুরি করি
ছিল পলাইতে । প্রহরীর তাড়নায়
পাইয়া আঘাত, লুকায়ে বরুণা-তীরে
বনপথ দিয়া অন্ধকারে ভগ্নশিব
মন্দির সোপানে, নিশি-শেষে ছিল বসি
লোক অগোচরে, রাত্রশেষে চন্দনক
দিয়াছে ধরায়ে···

রঙ্গিণী । — চন্দনক !

বজ্রবর্ম্ম । — হ্যাঁ রঙ্গিণী ! চন্দনক ।
এই, এরি তরে প্রাণদণ্ড
হ'ত মোর, এরি তরে যোলজন রক্ষী
আর রোহসেন, শিষ্ট শান্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ
রাজকোষাধ্যক্ষ বন্দী আজ । বিশবর্ষ
করিতেছি শাসনের কাজ, এতবড়
চোর, এমন দুর্জ্জয় দেখিনি কখন ।

ছায়া। (হাসিয়া) এতবড় চোর আমিও দেখিনি কভু!

বজ্রসেন। একি খেলা হে কৌতুকময়ি! শ্রান্ত
ক্লান্ত সর্ব্বস্বরিক্ত নির্দ্দোষী পথিক, তারে
আনি বাঁধিয়া শৃঙ্খলে চোর বলি করে
অপমান—তার দুঃখে না হয়ে কাতর,
আনিয়া আবাসে তারে, পুনঃ কর হেন
অপমান! ধিক! ধিক! সৃষ্টি বিধাতার,
সৌন্দর্য্য অপার, ধিক্ তব নারী নামে,
ধিক্ জন্ম মনুষ্যের দুঃখের আগারে—
এ হেন সুন্দরী, লক্ষ্মী যার রূপে নত
হয়, তার মুখে হেন শ্লেষবাণী! ...
ছিঃ ছিঃ! ভাগ, ধন্যা হও তুমি!

বসুবর্ম্ম। থাম্ থাম্ থাম্—
হইয়াছে চের, আর বক্তৃতায় নাহি
কাজ! লজ্জা নাহি বাস মনে, চোর বলি
দিবালোকে রাজপথে বেঁধে লয়ে যায়
যারে, তার এত ছোট মুখে বড় কথা!
বুঝাইব বন্দীশালে, চল একবার।

বজ্রসেন। নির্দ্দোষী আহত ক্লান্ত তন্দ্রাচ্ছন্ন জনে
বাঁধিয়া শৃঙ্খলে, দেখায়েছ সৎসাহস।
নাহিক প্রমাণ, জানিলে না কেবা আমি,
কোথাকার চন্দনক কিসে ধরায়ে, আর
হইলাম চোর! অতর্কিতে সিংহে করি
আবদ্ধ আগারে, কিবা দম্ভ তব আজ

রাজকার্য্যে নগর-রক্ষক, চমৎকার—
বারাণসী শাসন ব্যাপার, অতি চমৎকার !

বসুবর্ম্ম । কেন যদি কহিস এমন—

বজ্রসেন । মূর্খ তুমি, হীনচেতা, আননে
কালিমা মাখা
আরে রে নগরপাল ! কেরু হয়ে সিংহ
পিছে করিছ আক্রোশ, নাহি জান কারে
তুমি করিয়াছ ধৃত !

বসুবর্ম্ম । কে, কে বাবা, ইন্দ্র
চন্দ্র বায়ু বরুণ আমার, বরুণার
তীরে ছিলে, কে উপদেবতা, যার তরে
সভয়ে, সত্রাসে করজোড়ে রবে রত
দণ্ডধর তব প্রসাদ সাধনে,
কহ হে দেবতা, শুনি ।

বজ্রসেন । আমি তক্ষশীলাবাসী,
সূর্য্যসেন পিতা মোর
মহাপণ্যনিধি, আমি বজ্রসেন, যার
সত্যনিষ্ঠা দেশবাসী করে নমস্কার ।
আরে, আরে, তারে কহ চোর—তুমি ! অহো !
ভাগ্য ! সর্ব্বত্র কলতি তুমি ! হে সুন্দরী !
আরো আরো, যত পার, কর অপমান ।

শ্যামা । না, না, হে পান্থ বিদেশী ! কভু
নাই অপমান, ক্ষম মোর প্রগল্‌ভতা,
নারী বলি করিয়ো মার্জ্জনা, আমি জানি

চোর নহ তুমি, জানি তুমি সত্যসন্ধ
নরকুলচূড়া, মহেন্দ্রনিন্দিত কান্তি
পুরুষপ্রবর, শাপগ্রস্ত বসুসম
এসেছ ধরায় ! ক্ষম ক্ষম, নরবর,
যদি করে থাকি অপরাধ...

বজ্রবর্ম । কেন শ্যামা মিছে
চাহ ক্ষমা, আস্ত চোর এই, দেখিছ না
বাক্যচ্ছটা, জানা আছে, জানা আছে বেটা,
ঘটা করে মশানেতে নিয়ে যাবে যবে,
তখন বুঝিবি বেটা
যম তোর সম্মুখে পামর—
(মারিতে উদ্যত)

শ্যামা । ওকি ! ওকি ! কি কর নগরপাল...

বজ্রবর্ম । থাম শ্যামামণি,
জানি মোরা করিতে শাসন
শাসক আমরা...
(পুনরায় মারিতে উদ্যত)

শ্যামা । (অগ্রসর হইয়া বাধা দিয়া)
কি কর নগরপাল
আমার সম্মুখে, স্পর্দ্ধা তব—

রঙ্গিনী । একি বাপু
অনাচার, চোর হোক্ সাধু হোক্, ডেকে
এনে তারে, ঘরে পুরে মার কেন তায় ?

বজ্রবর্ম । জাননা রঙ্গিনী, এই সব চোর, এরা

সেজে-গুজে রাজার চেহারা ক'রে, চোরে
সাধু সেজে, সহজে ভুলায় লোকে, কত
বড় যাগী এরা !

বজ্রসেন । হে চির-কৌতুকময়ি
অদৃষ্ট আমার ! আরো হাস, আরো হাস,
আপন আনন্দে হের আপনার খেলা,
অপমান যত, তার রেখোনাক' বাকী…

শ্যামা । ক্ষম হে বিদেশী পান্থ ! ক্ষম, ক্ষম, ক্ষম—
পুনঃ চাহি ক্ষমা । এ জীবনে শ্যামা কভু
কারো কাছে চাহে নাই ক্ষমা, করে নাই
হেন কাজ । হে অতিথি ! করিলাম আজ
যে নির্ম্মম অতিথি-সৎকার, রবে মনে
চিরদিন । আজি তোমার এ অপমানে
ওগো মহাপ্রাণ ! অন্তর্য্যামী জানে, ব্যথা
কত পেতেছেন তিনি, তব অপমান-
ভারে, নুয়ে পড়ে অন্তরাত্মা এ আমার
লজ্জাবতী লতার মতন—বল দেব,
করিয়াছ ক্ষমা, বল, বল, প্রাণ দিলে
মুছে যদি অপমান-ক্ষত, দিই প্রাণ
পদতলে তব ।

বজ্রসেন । কি কর, কি কর শুভে !
ছি, ছি, একি অভিনয় !

শ্যামা । অভিনয় ! নহে অভিনয় পান্থ, সত্য কয় শ্যামা,
মিথ্যা কভু ভুলেও না কহে,—পণ্যকামী

পণ্য হেতু করি লীলা, তাহে মম নাহি
মিথ্যা কিছু। সত্য কহি, প্রাণপুটে অর্ঘ্য
লয়ে, চাহি পাদ-সেবা।

বজ্রসেন। আরো, আরো, হাস
অঘটন-ঘটন-কুশলা, মায়াবিনী
কুহকিনী স্বপ্নজালময়ী, হে রঙ্গিণী!
খেলিছ ভাল এ খেলা. প্রণাম তোমায়!
শোন নারী! শাস্তি যেই দিতে পারে, সেই
পারে করিবারে ক্ষমা···চল রাজরক্ষী
রাজকার্য্যে চলিয়াছ তুমি, বিলম্ব কি
হেতু বল—

শ্যামা। তবে শাস্তি দাও, পণ্যকামী
নারী বলি হয় যদি ঘৃণা, অপরাধী
যদি, নাহি কর অভিমান, শাস্তি দাও
শাস্তি দাও দেব!

বজ্রসেন। শান্ত হও নারী! চল
হে নগরপাল, লয়ে চল বন্দীশালে।
প্রহারের আশে, পক্ষহীন বিহঙ্গম
সম, আছি বক্ষঃ পাতি—চল, চল, চল
মিটাইবে সাধ।

বসুবর্ম্ম। চল্ চল্, চল্ বেটা।
রূপ দিয়ে লোকেরে ভোলান, ছাল খুলে
নেব আমি তোর, তরূপ তখন ভাল
করে দেখিবে জগৎ!

শ্যামা। শুন কথা, শুন
হে নগরপাল! আমার সর্ব্বস্ব লয়ে—
অঙ্গে যত আভরণ, স্বর্ণ অলঙ্কার,
গৃহে যত ধনরাজীম ণিমুক্তা আছে,
সাজায়ে দিতেছি থরে থরে—রাখ মান,
রাখ রাখ শ্যামার মিনতি, কর মুক্ত,
বিদেশী এ-বন্দীরে তোমার।

বজ্রবর্ম্ম। অসম্ভব!

শ্যামা। নহে অসম্ভব! তুমি যদি কর ইচ্ছা…

বজ্রবর্ম্ম। ভুল করিয়াছ শ্যামা। তুমি এর রূপ
দেখে ভুলে যেতে পার, কিন্তু ন্যায়-ধর্ম্ম
চক্ষে করিয়া বিচার, উপদান লব
আমি? রাজা আছে মাথার উপরে, আছে
ধর্ম্ম, কর্ত্তব্যপালন হেতু আছে যেই
সুনাম আমার, পৃথিবীর বিনিময়ে
খোয়াতে না পারি—ফিরাইয়া লও তব
অনুনয়, বিনয়, সুন্দরি!

শ্যামা। শুন ফিরে
নগররক্ষক, চাহিলাম দিতে অর্থ,
ধনরত্নরাজী, শুনিলে না কথা, ন্যায়-
ধর্ম্ম দেখালে আমারে, আমি
শ্যামা, চাহিলাম ভিক্ষা, রাখিলে না মান;
এ জগতে শ্যামা, চাহি কোন বস্তু, হয়
নাই ব্যর্থ কভু—ত্রিসংসারে নাহি কেহ

হেন, শ্যামার প্রার্থনা, অপূর্ণ রাখিয়া
যায় ! মনে থাকে হে নগরপাল…

বহুবর্ম । কি করিব, নাহিক উপায়,
অসম্ভব ! আজি তব এই অনুনয়
রক্ষা যদি করি, সমূহ বিপদ তবে,—
এরে যদি দিই ছেড়ে, প্রাণদণ্ড হবে
মোর, আজি সন্ধ্যাপারে চিররাত্রি হবে
আমা তরে । না না, পারিব না, শ্যামা আমি—
প্রাণ বড় ধন !

[বজ্রসেনকে লইয়া প্রহরীদ্বয়ের প্রস্থান ।

(বহুবর্ম্ম পিছনে অগ্রসর হইল)

শ্যামা । শোন ! শোন !

(বহুবর্ম্ম আবার ফিরিয়া আসিল)

শ্যামা । না না—যাও ।

[বহুবর্ম্ম চলিয়া গেল ।

রঙ্গ ! রঙ্গ !
চলে গেল, আমি শ্যামা,—না না, কি বলিল
নাম ? কি বলিল নাম ?

রঙ্গিণী । নাম ? বজ্রসেন ।

শ্যামা । ঠিক ! ঠিক ! হ্যাঁ, হ্যাঁ, বজ্রসেন ! বজ্রসেন !

— ২ —

রোহসেনের প্রাসাদ-দ্বার

(চন্দনকের প্রবেশ)

(রোহসেন দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল ; নেপথ্যে অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি)

চন্দনক। এই যে রোহসেন, কি হে, বেশত'—তা হ্যাঁ, সেজে-গুজে···

রোহসেন। আরে, আজ যে বসন্ত-উৎসব, সাজব না !

চন্দনক। না,—হ্যাঁ,—তাই বলছি, তা, বেশ, বেশ, তা, তোমার স্ত্রী···

রোহসেন। আরে তার শেষ হয়ে গেছে, হা-হা-হা-হা···পঞ্চাশ-হাজার সুবর্ণ···এখন কাশী-নরেশই বা কে, আর আমিই বা কে···

চন্দনক। তা—হ্যাঁ, বেশ, বেশ ! কিন্তু এখনিত' বিচার আরম্ভ হবে, তোমারত' সেখানে উপস্থিত থাকা বিশেষ দরকার, তাই নগর-পাল আমাকে পাঠিয়ে দিলে, তুমি না থাকলেত' কিছুই হয় না। তোমার সঙ্গে ত সেই ছাড়াছাড়ি ভাই ! এদিককার সব খবর হয়ত তোমার সব ঠিক জানা নেই। বুঝেছ ভাই, চন্দনক যা বলে, তা ঠিক্ করে—সব ঠিক্ঠাক্, এখন শুধু তোমার গিয়ে সুবর্ণের থলিটা স্থির-নির্দ্দেশ করে দিতে হবে,···তা তোমার এখন যা অবস্থা—তাতে করে···

রোহসেন। আরে চন্দনক, তুমি এখনও রোহসেনকে চিনলে না ! ওহে, ভাগ্যবানেরই স্ত্রী মরে, ও রাস্তাটা বরং আরো সোজা সরল হয়ে গেল। তা দেখ, ও বিচার যা হবে তা আমার বেশ জানা আছে।

চন্দনক। সে কি হে, বিচার খুব ঘোরাল রকম হবে—সে সব ঠিক,

একেবারে সুবর্ণের থলিগুদ্ধ ধরিয়ে দেওয়া গেল, হাতে-হাতে… দুজন সাক্ষীও নগরপাল ঠিক রেখেছে, শুধু তুমি একবার গিয়ে দাঁড়ালেই হয়ে যায়…

রোহসেন। আরে, ও বিচার যা হবে, তা হবে। এখন শ্যামার ওখানে যাওয়ার ঠিক কর, আজকের উৎসবটা যেন মাটী না হয়।

চন্দনক। শ্যামার ওখানে, তা সে যখনই বল, তখনই, ওত ঘরের কথা—আগে বিচারটা হয়ে যাক। তোমাদের কি বল না ভাই, আমার জুয়ার আড্ডাটা গেলে পেট চলবে না। তুমি না গেলে, সব কেঁসে যাবে, যা ক'রে এ অভিযোগ খাড়া করা গেছে…শ্যামার ওখানে রাত্রে যাওয়া যাবে এখন।

(রাজকর্ম্মচারীর প্রবেশ ও অভিবাদন)

রাজকর্ম্মচারী। এই যে কোষাধ্যক্ষ মশায়! মহামন্ত্রী, প্রাড়্‌বিবাক ও মহাধর্ম্মাধিকরণ আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন, বিচার আরম্ভ হয়ে গেছে, আপনারা একটু ত্বরা করে আসুন। সূর্য্যাস্তের পরই বিচার আরম্ভ হয়ে গেছে, বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে—আসুন আসুন।

রোহসেন। চলুন যাচ্ছি, আমারত' না গেলেও চলত, তা তা চলুন। হ্যাঁ, সাক্ষীরা সব…

রাজকর্ম্মচারী। আজ্ঞে নগরপাল মশায় তাঁদের সব নিয়েই উপস্থিত, শুধু আপনার অপেক্ষা…

রোহসেন। আচ্ছা—অগ্রসর হন।

[রাজকর্ম্মচারীর প্রস্থান।

চন্দনক। হ্যাঁ হে রোহসেন, তুমি এই ফুলের মালা দুলিয়ে মহা-

[illegible] কাছে যাবে? সেখানে আবার তোমার দাদাশ্বশুরও আছেনত’!

রোহসেন। আরে, তাইত আরো ফুলের সাজ করেছি। আরত’ তার এখন নাতনী নেই যে মানতে হবে!

চন্দনক। রোহসেন, তুমি একটা মানুষের মত মানুষ বটে…নির্ব্বিকার! এই স্ত্রী মারা গেল, বেশ—একটু হেলও নি, বাঃ…ভাই, তোমাকে একটা নমস্কার করতে ইচ্ছা করছে। হ্যাঁ তুমি একটা…

রোহসেন। আরে, ও মন্ত্রীর ধাপ্পায় আমি ভুলি!…বলে, তোমার সঙ্গে আমার কোন আত্মীয়-সম্পর্ক রইল না। বলি, ছিলই বা কবে চাঁদ বল,—যাকগে। দেখ, বিচারটা যেই শেষ হবে, তুমি ভাই আগেই আমার ওখানে সব ঠিক-ঠাক ব্যবস্থা করে ফেলগে,…দেখো, আজকার বসন্ত-উৎসব না ব্যর্থ হয়, আজ আমোদ চাই—

চন্দনক। আচ্ছা, আচ্ছা, তার আর কি, আগে বিচারটা হয়ে যাক্—বন্ধুবর্ম্ম আমায় বলেছে, তুমি মগধ থেকে গৌড়ী আনতে পাঠিয়ে-ছিলে—হাঁ হাঁ, সে সব হবে এখন, ওত’ ঘরের কথা ভাই, চল আগে বিচারটা সেরে নেওয়া যাক্…

রোহসেন। দেখ, আগে খবর নেওয়া ভাল, বলাত’ যায় না, হয়ত গিয়ে শুনবে, স্বয়ং কাশী-নরেশই সেখানে উৎসবে মেতেছেন! বলাত’ যায় না—

চন্দনক। তা বলা যায় না হ্যাঁ, তা বলা যায় না,—তা চল চল…

—৩—

শ্যামার প্রসাদ—বাহিরের হর্ম্যতল

রঙ্গিণী। তাইত, আজ দুদিন ধরে দেখা দিলে না! আড্ডায় লোক পাঠালাম, বললে সেই রাত্ থেকে নেই— অথচ বসুবর্ম্ম বলে গেল, চন্দনক ধরিয়ে দিয়েছে! নাঃ, আসুক একবার—আর তার মুখও দেখবো না। আমি কি বলেছিলুম যে, সুবর্ণ দেব না। পাঁচহাজার সুবর্ণ রঙ্গিণী দিতে পারে না—আমার কি সুবর্ণের অভাব!

[নেপথ্য হইতে চন্দনক—"বলি কোথায় গো!"]

(চন্দনকের প্রবেশ)

চন্দনক। ইস্, এ যে বেজায় গেরামভারি চাল,···বলি ওগো রঙন!

রঙ্গিণী। যাও, যাও, আমার সঙ্গে কথা ক'য়ো না···

চন্দনক। এ আবার কি রকম?

রঙ্গিণী। ওই রকম। দেখ, ভাল চাওত আমার সঙ্গে কথা ক'য়ো না বলছি, কেন, আমি সুবর্ণ দেবনা বলেছিলুম, না আমার সুবর্ণের অভাব!

চন্দনক। আহা হা, ও কথা আর কেন। দোহাই রঙন! ও সুবর্ণের কথা চাপা থাক, এখন তারা যে সব এসে পড়ল!

রঙ্গিণী। কারা আবার এসে পড়ল? আজ আর এখানে কার' আসা-টাসা হচ্ছে না—

চন্দনক। আরে, বল কি রঙ্গ! বলে একে আজ বসন্ত-উৎসব, তার তাদের আজ মহা-উৎসব,—তা এখন তোমার দিদিমণি কোথায়? রোহসেন যে আসছেন...

রঙ্গিণী। ওগো, আসছে কিগো!—এই যে তার বউকে মণিকর্ণিকার। নিয়ে গেল...

চন্দনক। আহা, তুমি কিছুই জান না রঙ্গিণী, ভাগ্যবানেরই স্ত্রী মরে, রোহসেন কপালে পুরুষ, ডাইনে বাঁয়ে সোনার হাতী, বুঝলে, তাই উৎসব করবে বলে আসছে, আমায় আগে পাঠিয়ে দিলে, তা তোমার দিদিমণিকে একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বল, তোল তাঁকে…

রঙ্গিণী। অ—তুমি তা হলে তাদের দূত হয়েই এসেছ ?

চন্দনক। আহা হা, তা কেন গো, আমি আসছি, আমার জন্যে,

রঙ্গিণী। ও—তোমার জন্যে আসছ।

চন্দনক। আ-হা-হা, রঙন, তুমি বড় কথা কাটাকাটি কর, তারা আসছে দিদিমণির জন্যে, আমি আসছি তোমার জন্যে…

রঙ্গিণী। আমার ভাগ্য ! তা তারা এখন এলে দেখা হবে কি, বোধ হয় এই চৌকাঠ থেকেই বিদায় হতে হবে।

[নেপথ্যে—"কোথায় হে চন্দনক !—রঙ্গিণী, রঙ্গিণী !"]

চন্দনক। ওই নাও। আহা ! সব এসে পড়ল যে, যাওএকবার খবর দাও…

(রোহসেন ও বসুবর্ম্ম—সুসজ্জিত ও সুরাপান-মত্ত অবস্থায় উভয়ের প্রবেশ)

বঙ্গিণী। আসুন, কি সংবাদ !

চন্দনক। আবে এস, এস, রোহসেন, আজ তোমারই জয়জয়কার !

রোহসেন। চন্দনক ! তোমার মত প্রাণের বন্ধু না' হলে, কি বল বসুবর্ম্ম, এতক্ষণে সব ঠাণ্ডা করে দিত বাবা…

বসুবর্ম্ম। নিশ্চয় ! নিশ্চয় ! বল কি, আজ আর উৎসব করতে হ'ত না, এতক্ষণ…

রোহসেন। দেখ, মহামন্ত্রীর কিন্তু অতি সূক্ষ্ম বিচার—মহাধর্ম্মাধিকারত' গোল তুলেছিল হে, আমিত ভাবলুম, মাতাল ছুটো বুঝি গেল

ঘাবড়ে·· আরে বসুবর্ম্ম ? তুমিও থতমত খেয়ে গেলে, মন্ত্রী-মশায়ইত' বললে—

বসুবর্ম্ম। যতোধর্ম্মঃ ততোজয়ঃ !

রঙ্গিণী। পাপ করলেই যমের ভয়, এত' সত্যি কথা।

বসুবর্ম্ম। আমরা বাবা চিরদিনই বাজধর্ম্মের দিকে, কি বল চন্দনক, আমরা ধর্ম্মকে ধরেইত আছি !

রোহসেন। কিন্তু যাই বল ভাই, বিচারটা—

রঙ্গিণী। কার বিচার ?

রোহসেন। চন্দনক, তুমি বুঝি কিছু বলনি ?

চন্দনক। হুঁ, সব বলেছি না ! আরে সেই চোরটা, তার বিচার হবে গেছে, তাইত আজ এতবড় উৎসবের আয়োজন।

রঙ্গিণী। কে লোকটা, কে চোব ?

বসুবর্ম্ম। আহা হা, রঙ্গ, তুমি সবই গোল করে ফেল·· সেই লোকটা গো, যাকে বন্দী করে এখানে সকালে নিবে এসেছিলাম, যাকে যাকে দেখে তোমার দিদিমণি একেবারে কি বলে বুঁদ, হুঁ সেই বজ্রসেন গো !

রঙ্গিণী। বজ্রসেনের বিচার ?

রোহসেন। দেখ, মহামন্ত্রী আর যাইহোক্ পণ্ডিতত' বটে, ধর্ম্মাধিকারত' শুধু কারাদণ্ড দিতে চাইছিল, মন্ত্রী তখনই বার্হস্পত্য-দণ্ডনীতি-সূত্রের ব্যাখ্যা করে বলে দিলে যে, এর শাস্তি প্রাণদণ্ড !

বসুবর্ম্ম। হবে না প্রাণদণ্ড ! প্রাণ-দণ্ডই ত চাই, প্রাণদণ্ড

(শ্যামার প্রবেশ)

শ্যামা। কার প্রাণদণ্ড, বসুবর্ম্ম ?

বসুবর্ম্ম। সেই যে, সকালে যাকে নিয়ে এসেছিলাম, সেই চোরটা,...

বজ্রসেন। ওঃ বেটা, কি ক্যাসাদেই ফেলেছিল!

শ্যামা। প্রাণদণ্ড!

বোহসেন। তুমি অমন চমকে উঠলে কেন শ্যামা? এতক্ষণ রাজধানীতে হৈ হৈ হয়ে গেল, কত লোক দেখতে এসেছিল বিচার, এই চুরির জন্যে সারাটা রাজধানী বসুবর্ম্ম তোলপাড় করে ছেড়েছে, সোজা কথা,—কাল সকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই প্রাণদণ্ড হ'ত, কেবল এই দুদিন বসন্ত উৎসব ব'লে, উৎসবের সময়ে, ও ব্যাপারটাও ভাল দেখায় না, এটা হল দেশের একটা মহা-আনন্দের দিন, তাই আজ-কাল দু'দিন পরে ভোরের আগেই প্রাণদণ্ড হয়ে যাবে।

(শ্যামা স্থির দৃষ্টিতে বোহসেনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কথা কহিল না)

বোহসেন। কি শ্যামা?

শ্যামা। অ—তা তোমরা এখানে...

বোহসেন। বসন্ত-উৎসব, আজ বসন্ত-উৎসব ..বল কি শ্যামা, আজ কত আমোদ কল্পনা করে এসেছি—

শ্যামা। আমি ত কল্পনা করতে পারব না!

বসুবর্ম্ম। সে কি কথা হ'ল শ্যামা! আজ শুধু কি বসন্ত-উৎসব, আজ আমাদের কি দিন—

বোহসেন। আজ আমাদের প্রাণ-উৎসব, বল কি শ্যামা, মগধ থেকে গৌড়ী সুরা আনিয়েছি, বকুলের আসব, প্রাণ একেবারে আকুল করে দেবে, কি সুগন্ধ কি রঙ্। বল কি শ্যামামণি!

শ্যামা। আমার শরীর ভাল নেই।

বোহসেন। শুধু দু'খানা গান শুনব, ব্যস্—আর একটু পান, আর

সদালাপ, তোমার গান শ্যামা,—আজ এমন মধুর বসন্ত-উৎসব, বসন্ত নিশা, বল কি শ্যামা, কত আশা আমাদের—তাও কি হয়…

শ্যামা। সত্যই আমি পারব না।

বজ্রসেন। কেন, কেন?

শ্যামা। পারব না, তার আবার কেন কি!

বজ্রসেন। সে কি!…আমার এত আয়োজন সব ব্যর্থ হবে? চন্দনক, দাসগণকে ডাক।

(চন্দনক ইঙ্গিত করিল, দাসগণ পাত্রভরা নানাবিধ
উপহার লইয়া প্রবেশ করিল)

দেখ শ্যামা আজকের কি আয়োজন!

বসুবর্ম্ম। (পাত্র হইতে গৌড়ী-সুরা-পাত্র লইয়া শ্যামার কাছে লইয়া) দেখ শ্যামামণি, কি সুগন্ধ, কি রঙ্!

শ্যামা। (মুখ ফিরাইয়া) ও সব ফিরিয়ে নিয়ে যাও এখান থেকে।

বজ্রসেন। একি কথা হল! ‥আমি সব ফেলে তোমার এখানে এলাম।

শ্যামা। বার বার বল্ছি, আমার শরীর ভাল নেই।

বজ্রসেন। তবে রাজ-বৈদ্যকে খবর দি!

শ্যামা। বৈদ্যকে দেখাও নিজে তুমি বজ্রসেন।
দংশে যারে কাল-ফণী শিরে, কি করিবে
বৈদ্যের ওষধি?

বজ্রসেন তবে ওঝা ডাকি বল…

শ্যামা। তার চেয়ে রঙ্গিণীকে বলি, বেশ করে
খাকতক সম্মার্জনী দিক্ পৃষ্ঠে, হবে বেশ—
মহা-সুখোদয়; বলিব কি তায়?

বসুবর্ম্ম। এ কি কথা শ্যামা, অপরাধ হল কিবা, ভাই!

রোহসেন। বসন্ত-উৎসব আজ, তুমি নাগরিকা
গণিকা-বীথিতে শ্রেষ্ঠা, তব গৃহে আজি
মোরা করিব উৎসব—বাধ্য তুমি, বিধি
অনুসারে; অর্থ দিব, যাহা চাও, দিব
উপহার—আমি শ্রেষ্ঠ নাগরিক এই
বারাণসী ধামে, আছে অধিকার মোর।

শ্যামা। জানি বিধি। কোন বিধি নাহি মানে শ্যামা
লাজ-লজ্জা সকলি কি দেছ বিসর্জ্জন
রোহসেন! দণ্ড মাত্র মরেছে বনিতা
তব, বুঝি এখন নিভেনি চিতা তার,
এখন থামেনি গৃহে ক্রন্দনের রোল,
এখনও চিতাধূম মণিকর্ণিকায়
উর্দ্ধে উঠে ছাইয়া আকাশ, এখনও
আত্মা তার চেয়ে আছে তব মুখ পানে,
ধিক্ ধিক্—যাও, দূর হও!

রোহসেন। শ্যামা! তুমি
ভুলে গেছ, কার সনে কহিতেছ কথা!

শ্যামা। ভুলিনি, ভুলিনি বন্ধু!

বসুবর্ম্ম। এই কাশীরাজ্যে,
কোষাধ্যক্ষ রোহসেন, রাজকোষ
যাঁর হাতে।

শ্যামা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানে শ্যামা সব কথা, তুমি
নগর রক্ষক, উনি ধনের রক্ষক,

আর আমি ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজধানী
মাঝে, ভক্তিকা শ্যামিকা, ধর্মের পাথর
বাঁধা শিব-লীলা পরে তন্বী শ্যামা, যার
পদতলে, ধন, মান, লাজ, লজ্জা, ধর্ম,
কর্ম, সব দিতে বিসর্জন লালায়িত
যত…

বজ্রবর্ম। এ কি কথা শ্যামামণি!

রোহসেন। অপমান!
অপমান করিতেছ মোরে!

শ্যামা। অপমান!
অপমান মান পায় তোমাদের কাছে।
দরিদ্রের রক্ত জল-করা ধনে পরিপূর্ণ
রাজার ভাণ্ডার, সে ধন করিয়া চুরি
করিয়া পীড়ন, করিছ শোষণ সদা,
সেই রক্তে পুষ্ট দেহ করি, নির্বিচারে
ন্যায়ের মাথায় করি পদাঘাত, ভাব
মনে বড় ধনী বড় মানী, পুষ্পমাল্যে
হইয়া ভূষিত, নাগরিকা গৃহে আসি
সে মান কাড়াও—একছড়া রত্নহার
দিয়ে ভাব মনে, শ্যামা ক্রীতদাসী তবও
যখনি আসিবে, কুক্কুরীর মত ওই
পদ করিবে লেহন? রঙ্গ! নিয়ে আয়
সেই রত্নহার।

[রঙ্গিণী বাহির হইয়া গেল।

রোহসেন। না-না, সেকি কথা শ্যামা !

(রঙ্গিণী রত্নহার লইয়া ফিরিয়া আসিল)

শ্যামা। ফেলে দে ওখানে। নিয়ে যাও ওই তব
চৌর্য্যলব্ধ অর্থে কেনা তুচ্ছ রত্নহার। রত্নের কাঙ্গালী
নহে শ্যামা—ও রকম রত্নহার, ইচ্ছা
হলে, শ্যামার দাসীরা পারে পায়ে ছুঁড়ে
দিতে।

বসুবর্ম্ম। শ্যামা !

শ্যামা। রাঙায়োনা চোখ, শ্যামা কার'
নহে কেনা দাসী, নাহি ডরে কারে—যাও···

বসুবর্ম্ম। এত স্পর্দ্ধা, নাগরিকা !

শ্যামা। এত স্পর্দ্ধা ! ইচ্ছা
মাত্রে অঙ্গুলী হেলায়ে, পিপীলিকা মত
যারে পারি দলিবারে, ইচ্ছামাত্রে এই
দণ্ডে করিবারে পারি রুদ্ধ জিহ্বা যার,
স্পর্দ্ধা এত তার !—গান্ধার ! গান্ধার !

(গান্ধার রক্ষীদ্বয়ের প্রবেশ)

দূর করে দে

অসভ্য বর্ব্বরে—স্পর্দ্ধা ! স্পর্দ্ধা !

বসুবর্ম্ম। ভাল ! ভাল !
দেখে নেব, দেখে নেব···

শ্যামা। পথের উচ্ছিষ্টভোজী

ঘৃণিত কুক্কুর, কি, কি, কি বলিলি ?
গাক্কার ! প্রাক্কার ! ধর ঘাড়, পদাঘাতে
দূর করে দাও—দেখে নেবে···

(গাক্কার তাহাদের দুইজনকে বাহির করিয়া দিতে গেল)

ধর ঘাড়্
কুড়াইয়া লইয়া যাও রত্নহার ওই—

(ঘাড় ধরিল, হার কুড়াইয়া বসুবর্ম্ম ও রোহসেন প্রস্থান করিল)

শ্যামা। এত স্পর্দ্ধা আমারে দেখায় আঁখি—আমি
শ্যামা, রঙ্গ ! রঙ্গ ! জীবিত কি মৃত আমি—
বারাণসী মাঝে তুই ঘৃণিত কুক্কুর !

(চন্দনক ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিল)

কোথা যাও, শোন চন্দনক, শোন কথা আছে।

(চন্দনক ফিরিল)

চন্দনক। আমি দিদি এর কিছুই জানি নি···

শ্যামা। জান তুমি সব—

চন্দনক। অ্যাঁ—না—না—আমি···

শ্যামা। দেখ চন্দনক ! তুমি আমার একটা উপকার করবে ?

চন্দনক। আমি, আমি দিদি, আমার দ্বারা যদি হয়, নিশ্চয় করব···

শ্যামা। তুমিই একে ধরিয়ে দিয়েছ, সম্ভবতঃ প্রচুর পুরস্কারও পেয়েছ, বুঝতে পারছি, এর ভেতর তোমাদের নিশ্চয় একটা কি স্বার্থ আছে, তা সে কথা জানবার আমার কোন স্বার্থ নাই, শুধু তাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে দিতে হ'বে।

চন্দনক। ও বাবা, আমি! তবেইত', আমি···

শ্যামা। হ্যাঁ তুমি! তুমিই এর মূল, ইচ্ছা করলে ভাঙতে পার, ইচ্ছা করলে গড়তেও পার। বল, করবে এই উপকার—পঞ্চ সহস্র সুবর্ণ দেব।

(রঙ্গিণীর সম্মতিসূচক ভঙ্গী)

চন্দনক। আমি কি ক'রে করি দিদি!

শ্যামা। দশ সহস্র দেব, লক্ষ সুবর্ণ দেব, এত মণিরত্ন দেব যে, তুমি বারাণসীতে একজন শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠী হয়ে যাবে, এমন রত্ন দেব যে সম্রাটও তাকে ঐশ্বর্য্য বলে মনে করে—কর আমার এই উপকার।

চন্দনক। (স্বগতঃ) তাইত, লক্ষ সুবর্ণ! তা হলে আর জুয়ার আড্ডার সভিক হতে হয় না। কিন্তু, শেষটা যদি প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয়?

শ্যামা। কি, চুপ করে রইলে কেন? বল,···

চন্দনক। দেখ শ্যামা দিদি! এ গরীবকে আর অত-বড় লোভ দেখাও কেন! আমি তোমার বাড়ী আসি যাই, রঙ্গিণীর মুখঝামটা খাই, এদিক-ওদিক করি, চলে যাই—আমি যে কি দরের লোক তাত' জান, নগরপাল হলেও সে যা-হয় একটা উপায় ঠাওরাতে পারে, আমি তাকে বাঁচিয়ে দিতে গেলে, শেষে নগরপাল কি আমায় সহজে ছাড়ান দেবে, শেষ হয়ত আমাকেই শূলে চড়িয়ে দেবে! আমার দ্বারা···ও বাবা!

রঙ্গিণী। যখন ধরিয়ে দিলে, তখনত' পেরেছিলে!

চন্দনক। আমি! আমি! আমি কেন ধরিয়ে দিতে যাব, আমি!

শ্যামা। শোন চন্দনক, যা করেছ তা করেছ, এখন, পারবে কি না বল?

চন্দনক। (চুপ করিয়া রহিল)

শ্যামা। পারবে না তবে?

চন্দনক। না দিদি, কোটী সুবর্ণ দিলেও নয়—আমার প্রাণ যাবে!

শ্যামা। পারবে না? পারবে না, মূর্খ, চোর!

চন্দনক। দোহাই দিদি, আমায় ক্ষ্যামা দাও!

[দ্রুত প্রস্থান।

শ্যামা। রঙ্গ! রঙ্গ! উঃ, কি করি—এই, নিয়ে আয় পানপাত্র…

(রঙ্গিণী পানপাত্র আনিতে গেল)

উঃ বজ্রসেন! বজ্রসেন! কাশী-নরেশের কারাগারে তুমি!

(রঙ্গিণী পানপাত্র আনিয়া দিল)

(পান করিয়া) উঃ রঙ্গ! আমি তাকে চাই, আমি যে তাকে চাই!

(পান করিতে করিতে)

(গান)

আমি মরণ-অভিসারে, তারে করব লো বরণ!
থিয়া-থিয়া তাথিয়া-থিয়া, ধর্‌ব বুকে কমল চরণ॥

কার সাধ্য! কাশী-নরেশের ঘাতক তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করবে! আমি শ্যামা—রঙ্গ! আরো ঢাল্, আরো ঢাল্! ঢাল্, দে—

রঙ্গিণী। কি করছ দিদি! তুমি পাগল হলে!

শ্যামা। রঙ্গিণী! এতদিন জীবনে যা বুঝিনি, আজ তা বুঝেছি—পাষাণ ভেঙ্গেছে, পাষাণ ভেঙ্গেছে—রঙ্গ! আরো ঢাল্! কিন্তু! কি করি রঙ্গ, কেমন করে তাকে বাঁচাই…

রঙ্গিণী। তবে আর একজনকে বললে, বোধ হয়, বোধ হয় কেন, নিশ্চয় কিনারা হয়…

শ্যামা। কে? কে?

রঙ্গিণী। উত্তীয়।

শ্যামা। উত্তীয়! উত্তীয়! সে আমায়···তার কাছে,—আজ বসন্ত-উৎসব, এত রাত্রে তাকে কোথায় পাব?

রঙ্গিণী। কি বল দিদি! উত্তীয় কি যে-সে মানুষ, যে বসন্ত-উৎসব বলে, এই গণিকা-বীথিতে ঘুরে বেড়াবে?—কেউ কখনও তাকে গণিকা-বীথিতে দেখেছে? বুড়ো ধনপতি শ্রেষ্ঠীও উৎসবে যেতে যেতে পারে, কিন্তু উত্তীয়, সে কখনও যায়নি, নিশ্চয়ই বাড়ীতে আছে। তুমি মানুষ চেননা দিদি! আমি বলছি, সে কখনও যায় নি।

শ্যামা। উত্তীয় আমার জন্যে প্রাণ দিতে গিয়েছিল—তার কাছে, এর জন্যে! নাঃ—আঁ্যা, তার কাছে! আচ্ছা চল তাই যাব, ডাক গান্ধারদের, থাক্ চল, তোতে-আমাতে যাই; চুপি-চুপি, সেই ভাল,—দে পানপাত্র (পান) নাঃ; আমি একলাই যাব—

রঙ্গিণী। তা সমস্ত দিন যা হ'য়ে রয়েছ, একটু বেশ-ভূষা করে নাও—

শ্যামা। ঠিক বলেছিস, ঠিক বলেছিস, অস্ত্র না নিয়ে কি যেতে আছে, শাণিত অস্ত্র চাই—বিদ্যুৎপর্ণার মত অলক্ষ্যে বিজলী হানতে হবে—তাকে ভোলাতে হবে—যদি তাও দিতে হয়, দেবো! দেবো!—বজ্রসেন! বজ্রসেন! তোমাকে বাঁচাতে যদি উৎকট পাপও করতে হয়, করব, করব। হ্যাঁ···হ্যাঁ···দে পানপাত্র···

(পান করিয়া)

(গান)

আমি মরণ-অভিসারে তারে করব লো বরণ।
থিয়া-থিয়া তাথিয়া-থিয়া, ধরব বুকে কমল চরণ॥

(গাহিতে গাহিতে ভিতরে প্রবেশ করিল)

(শ্যামার গান)

বাজল বাঁশী দূরে দূরে,

আমি যাব লো মধুপুরে—

বঁধুর সনে মরণ-রণে প্রেমের জাগরণ—

তারে করব লো বরণ।

(পুরুষের বেশ ধরিয়া শ্যামার গাহিতে গাহিতে পুনঃপ্রবেশ)

থিয়া-থিয়া তাথিয়া-থিয়া, ধরব বুকে কমল চরণ—

(শিবের বুকে শ্যামার চরণ)

রঙ্গিণী। এ কি ব'লছ দিদি!—শিবের বুকে শ্যামার চরণ!

(শ্যামার গান)

তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ,

দৃগিতি দৃগি থৈ, দৃক্ তাথৈ থন্,

অভিসারে সোহাগ ভরে, ডাকে লো মরণ—

তারে করব লো বরণ।

থিয়া-থিয়া তাথিয়া-থিয়া, শিবের বুকে শ্যামার চরণ॥

[গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান॥

তৃতীয় অঙ্ক

উত্তীয়ের প্রাসাদ উদ্যান

উত্তীয় ও কর্ণিকার

উত্তীয়। একি! কর্ণিকার! তুমি এখনও' বকুল-বীথিকায় বসে—উৎসবে যাওনি?

কর্ণিকার। উৎসবে আবার কি যাব?

উত্তীয়। সেকি! আজ রাজপুরীতে বসন্ত-উৎসব—সারা ভারতবর্ষের গায়ক-গায়িকারা এসেছে, রাজপুরী অমরাপুরীর মত নৃত্যগীতে মুখরিত হ'য়ে উঠেছে, আর তুমি এখানে একলাটী বসে…

কর্ণিকার। ও সব আমার ভাল লাগে না…

উত্তীয়। অবাক করলে কর্ণিকার! ভাল লাগে না? তোমার এই কিশোর বয়স, হঠাৎ তোমার এমন বৈরাগ্যধর্ম্ম পালনে মনঃসংযোগ হ'ল কেন?

কর্ণিকার। আঃ একলা চুপ ক'রে বসে থাকতেই বা দিচ্ছ কই!

উত্তীয়। চল চল, আমি তোমায় সাজিয়ে-গুজিয়ে দিই গে। চল…চল…

কর্ণিকার। তুমি চলত' যাই।

উত্তীয়। আশ্চর্য্য করলে! আরে, তুমি সর্ব্বক্ষণই আমার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতন পায়ে পায়ে বেড়াবে! আমোদ-আহ্লাদ নেই…একি একটা কথা। যাও ভাই, যাও! দেখ সব অনুচরদের আজ উৎসবের আনন্দে যোগ দেবার জন্য অবসর দিয়েছি, সবাই গেছে …

কর্ণিকার তা আমাকেও অবসর দিতে চাও, তাই বলনা…

ওকি, তোমার আজ কি হয়েছে বল দিকিন। ওকি বলছ,— পিতার এখনি এখানে আসবার কথা। তুমিত জান, মহামাত্যের দশ সহস্র স্বর্ণখণ্ড আজ রাত্রেই চাই। পিতা আমাকে তাই প্রস্তুত রাখতে বলেছেন। তুমি যাও—রাজপ্রাসাদে গিয়ে পিতাকে বল একটু ত্বরা করে যাতে আসেন। এখনি আবার অনুচরেরা উৎসব থেকে ফিরে আসবে—মহামাত্য এ কাজটা গোপনে রাখতে চান— তুমি গেলে ভাল হ'ত…

কর্ণিকার। ও…সেইজন্যে বুঝি আমাকে বারবার যেতে বল্‌ছ!

উত্তীয়। না, সত্যিই তুমি অতি ছেলেমানুষ। আমি কি সেইজন্যে বলছি! আরে না-না, তোমারই ত' এখন উৎসব করবার সময় তা না, তুমি এমন আড়ালে বসে এখ্‌ন চাঁদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে প্রহর গুনছ, যেন কোন চাঁদের দেশের লোক, ভিন্‌দেশে এসে ওই চাঁদের পানে চেয়েই আছে…

কর্ণিকার। তুমি কবি কিনা, তাই চাঁদের দেশের কথা অত শীগ্‌গির বুঝতে পার…

উত্তীয়। বলি তোমারত' এখন বৈরাগ্যের বয়স হয় নি!

কর্ণিকার। আর তোমার বুঝি বৈরাগ্য সাধনের বয়স হয়ে গেছে না?

উত্তীয়। নাঃ, তোমার সঙ্গেত কথায় পারব না ভাই! হার মানলুম।

কর্ণিকার। কোন দিনইত পার না, তার আজ হার মানতে হ'বে কেন, আজ নতুন নাকি! আমি সত্যিই চাঁদের দেশের মানুষ, তুমি জান না বুঝি…থাক্‌গে, না আমি যাব না। আমার এখন গান গাইতে ইচ্ছা করছে…আমি গান গাই…

উত্তীয়। আচ্ছা বেশ, তাই গাও, গান গেয়ে তারপর যেয়ো, কেমন…

কর্ণিকার। কি গান গাইব? বল…

উত্তীয়। যা তোমার ইচ্ছা। আমার গান তোমার কণ্ঠে যখন শুনি, তখন যেন কোন্ কল্পলোকে চলে যাই—কিছু মনে থাকে না।

কর্ণিকার। তা বেশত', আমি গাই তুমি শোন…

উত্তীয়। গাও আমি শুনি। সত্যি এমন মধুর জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, রজনীগন্ধার সুবাসমত্তা কানন, তায় তোমার ওই তরুণ কণ্ঠের স্বর —আমি বীণাটা নিয়ে আসি, কেমন, তুমি গাইবে, আমি বাজাব। যাই আমি বীণাটা নিয়ে আসি…

[উত্তীয় নিক্রান্ত

কর্ণিকার। একলা, একলা আছি…

(গান)

মায়া হ'ল বুঝি তোমার একলা আছি ব'লে।
একলা আমি নই গো বন্ধু, (তুমি) আছ চোখের কোলে॥
আমার সকাল-সাঁঝের বেলায়, আমার পূজায় আমার খেলায়,
আমার সাধের জীবন দোলায়
তোমার ও রূপ দোলে॥
আমার ভালবাসার নেশায়, দুঃখ সুখের সকল আশায়,
তোমার হরষ পরশ মাথায়
ওই প্রেমে গ'লে।
আমার সোহাগ মালা হ'য়ে
দোলে তোমার গলে॥

(প্রমত্ত অবস্থায় পুরুষের বেশে শ্যামার প্রবেশ)

শ্যামা। বাঃ বাঃ—বেশ বন্ধু। গাও, গাও, ফিরে গাও…
(সুর করিয়া) "মায়া হ'ল বুঝি তোমার একলা আছি ব'লে!"

কর্ণিকার। একি, কে আপনি?

শ্যামা। আমি···আমি, সে কথায়
নাহি কাজ, আহা!
তুমি গাও, বন্ধু গাও···

কর্ণিকার। কে, কে—শ্যামা···

শ্যামা। চিনিতে পেরেছ, বন্ধু! আমি···
নহি কাম, নহি রতি, একেবারে শ্যামা,
বটে! উত্তীয় কোথায়?

কর্ণিকার। একি শ্যামা! এত
রাত্রে, তুমি যে এখানে?

শ্যামা। কেন, আসিতে কি নাই?
জ্যোৎস্নাময়ী এ হেন নিশায়, প্রাণ
যদি চায় উত্তীয়েরে দেখিবারে, বল
অপরাধ কিবা হ'ল বন্ধু! ইচ্ছা হ'ল,
ইচ্ছা হ'ল, দেখিতে উত্তীয়ে; তায় আজি
বসন্ত-উৎসব—ডাক বন্ধু তারে···

কর্ণিকার। তারে
কিবা কাজ শ্যামা, বল।

শ্যামা। আরে—সে আমায়
ভালবাসে, দেখিতে এসেছি তাই···

কর্ণিকার। না না,
রাখ ও রহস্য তব, বল আগে, কিবা
কাজ এত রাত্রে, নহে দেখা নাহি পাবে···

শ্যামা। কও কথা বন্ধু! পথ ছাড়,···

(শ্যামা অগ্রসর হইয়া সোপানের দিকে গেল কর্ণিকার বাধা দিল।)

ওকি, ছাড়...ছাড়

কর্ণিকার। তৃতীয় প্রহর নিশাকালে, ধরি ওই
পুরুষের বেশ, মত্ত রক্ত-আঁখি, টলে
পদ, কম্পিত অধর, আসিয়াছ হেথা
উত্তীয় দর্শনে—অবশ্যই আছে কোন
গূঢ় অভিপ্রায়...

শ্যামা। অভিপ্রায়...অভিপ্রায়...
চাই উত্তীয়েরে আমি, বাসন্তী-পূর্ণিমা
নিশি উজ্জ্বল আকাশ, উৎসব-আনন্দে
ভাসে চন্দ্রমার সাথে তারাদল, বহে
মৃদু মলয় হিল্লোল, ভালবাসে সে যে
মোরে, ভালবাসিবার—ভালবাসিবার নূতন হয়েছে
সাধ, বন্ধু! ডেকে দাও, ওকি...

কর্ণিকার। না, না, শ্যামা,
দেখা নাহি পাবে, অবসর নাহি তার...

শ্যামা। কও কথা, কি বলিলে, বন্ধু! অবসর?
উত্তীয়ের নাহি অবসর
দেখিতে শ্যামারে...আমি শ্যামা যার প্রাণ
রক্ষা হেতু, ঝাঁপ দিল দুরন্ত সলিলে,
যার পূজা তরে পদ্মফুল করপুটে
আগ্রহে দাঁড়ায়ে থাকে,
তা'রে দেখিবার
অবসর নাই আজ উত্তীয়ের, হা-হা,...
বন্ধু! ডাক, যাও বন্ধু ডাক...বল শ্যামা...

কর্ণিকার। কেন শ্যামা মত্তভার বশে কহ বৃথা
প্রলাপ বচন, দেখা নাহি
হবে তার সনে…

শ্যামা। বটে, বটে, তাই নাকি
বন্ধু! ওকি! হায়! হায়! স্ফুরিত অধর,
চক্ষে খেলে বিজলীর ঝলা, অপাঙ্গের
লোলদৃষ্টি…ওকি! দামিনী-জড়িত হাসি…
যেই দেখেছ শ্যামারে, অমনি চিনেছ…
তাই,…উত্তীয়ের অসাক্ষাতে চাহ বুঝি
বন্ধু, বল, বল, খুলে বল অভিপ্রায়,
আছে নাকি কিছু মনে মনে, বল বন্ধু…

কর্ণিকার। প্রলাপের নহে এ সময়।

শ্যামা। আলাপের তরে—
ভাল ভাল, চাহ কিবা বন্ধু তোমা
সাথে করি প্রেমালাপ! নিভৃত এ কুঞ্জ-
বীথিকায়, গন্ধভরা কামিনী লুটায়,
ঢালে চাঁদ মধু জ্যোৎস্নাধারা, দূরে দূরে
পাপিয়ার তান, প্রাণ কিবা চায়, বল?
চির-যৌবনের রসভরা শ্যামার এ রূপ
দেখিলে কি মজে গেলে? হায় রে, যৌবন,
হায়! হায়! এই পোড়া রূপ, যেই দেখে
সেই চাহে—চাহ নাকি…বন্ধু!…

কর্ণিকার। কর্ণিকার নহে
এত হীন, যেই তোমা সমা পণ্যানারী,

পথ যা'রে দিয়েছে আশ্রয়, তার সাথে
করে প্রেমালাপ, পথের ধূলায় ফেলে
দেয় আপন মর্য্যাদা…

শ্যামা। তুমিও ভেবো না
কভু বন্ধু মোর! তোমা সম ওই ক্ষীণ
নারীর মতন, নমনীয় কমকান্তি
যার, শ্যামা তারে করিবে ভজনা…হা-হা,
বেতসলতার মত দুলে দুয়ে চলে
যে পুরুষ, রমণীর মত মুখ, দৃষ্টি
রমণীর, প্রতি পদক্ষেপে ওই দুলে
উঠে সর্ব্ব-অঙ্গ…লাজমাখা ব্রীড়াভঙ্গী—
ওকি! ওকি! ভীতা সঙ্কুচিতা নারীসমা, নিজ
বক্ষ কর আচ্ছাদন, রমণীসুলভ
লজ্জানম্র নত গ্রীবা…যত মত্ত হোক্…
শ্যামার এ চক্ষু তুমি পারিবে এড়াতে?

(উত্তরীয় ধরিয়া টান দিল—শ্যামারও মাথার শির পট্ট খুলিয়া পড়িয়া গেল—আলুলায়িত কেশ)

(বীণা লইয়া উত্তীয়ের প্রবেশ)

ওহো, তাই এত সাবধান, হা হা হা হা…
এই যে উত্তীয়!…

উত্তীয়। একি শ্যামা! একি কর্ণিকার!
একি এ ব্যাপার…তুমি…

শ্যামা। এই, এসেছিনু

বসন্ত উৎসব রাত্রি বলে, ভাবিলাম
দেখে আসি, হায়, হায়, দেখিলাম কত
ঘৃণ্য তোমরা পুরুষ, রমণীরে
সাজায়ে পুরুষ, লোকচক্ষে দিয়া ধূলি
বেশ সাধু সেজে আছ, আর শ্যামা তরে
প্রাণ-যায়, বুক-যায়, পদ্মফুল হাতে
পরের দুয়ারে দরশন আশে রহ
দাঁড়াইয়ে, ধিক্ ধিক্ কাপুরুষ শঠ
প্রতারক, লম্পট, নির্ম্মম ব্যভিচারী !
তাই গণিকাবীথিতে দেখা কেহ নাহি
পায় উত্তীয় শ্রেষ্ঠীর, ধিক্…আর ধিক্
তোরে, আমি বারাঙ্গনা পথ যা'রে
চিরতরে দিয়েছে আশ্রয় ! শত ধিক্ দিই
তোরে, নারী হয়ে যেই করে প্রতারণা
ধরে পুরুষের বেশ, লোকচক্ষে ধূলি
দেয়, সতী সাজে অসতী হইয়ে, ধিক্
ধিক্ তোরে…

উত্তীয়   স্থির হও শ্যামা, কর্ণিকার…

শ্যামা ।   হ্যাঁ, হ্যাঁ, বন্ধু সহচর, প্রাণের দোসর,
পেরেছ চিনিতে, আহা ! কিবে সহচর
সহচরী, মরি মরি, ভাবের ভাবন্
নিয়ে ডুবে মরি সই, দূর্ দূর্ দূর্…

[শ্যামার দ্রুত প্রস্থান ।

উত্তীয়   চক্ষুকে বিশ্বাস নাহি হয় কর্ণিকার,

কর্ণিকার। অপরাধ ক্ষম অভাগীর, কর দেব
মার্জ্জনা নারীরে—

উত্তীয়। রাখ নারীর ক্রন্দন,
অপূর্ব্ব সমস্যা, তুমি নারী পঞ্চবর্ষ
ধরি সেজেছ পুরুষ, আর শ্যামা, নারী
হয়ে, ধরি পুরুষের বেশ, ভেঙে দিলে
ওই ছদ্মবেশ—কঠোর এ নগ্ন সত্য
রুঢ়, অতি রুঢ় পরিহাস কর্ণিকার!
বুঝিতে না পারি, একি তোমাদের লীলা
অবাক করেছ মোরে! সত্য কহ, কেবা
তুমি, ফুরায়েছে পৌরাণিক কাল, শাপ-
গ্রস্ত অপ্সরারা কেহ স্বর্গ হতে নাহি
মর্ত্তে নামে আর—সত্য কহ, কেবা তুমি
কার কন্যা, কেন নারী হ'য়ে ধরি এই
পুরুষের বেশ, করেছ ছলনা এত,
ছলিয়াছ পিতারে আমার, ছলিয়াছ
মোরে, সহোদর ভাই সম করিয়াছি
স্নেহ—কেন, কেন এতদিন, সত্যে রাখি
মিথ্যার কলুষে ঢাকা, মন্ত্রময়ী ঘন
ইন্দ্রজালে রচিয়াছ এই মায়া, কহ
সত্য।

কর্ণিকার। মার্জ্জনা, মার্জ্জনা দেব!

উত্তীয়। কহ সত্য,
পরে হবে মার্জ্জনার কথা, আগে দাও

প্রশ্নের উত্তর, কেবা তুমি, কার কন্যা
কোথা ঘর, কেন এই পুরুষের বেশ ?

কর্ণিকার। বসুদত্ত শ্রেষ্ঠী কন্যা আমি—

উত্তীয়। বসুদত্ত !
শ্রেষ্টি বসুদত্ত ? কোথা ঘর ?

কর্ণিকার। বঙ্গদেশে সপ্তগ্রামে…

উত্তীয়। বারাণসী আসিলে কেমনে ?

কর্ণিকার। শতেক তরণী লয়ে সাধু পিতা মোর,
সুবর্ণ বাণিজ্য আসে গিয়েছিল দূর
সেই সিংহল প্রদেশে, ভারত সাগর
মাঝে মহাঝড়ে হয় নিমজ্জিত, সব
যায়, ভাগ্যের তাড়নে, পিতা মোর, হায়
বাতুলের প্রায়, শ্রীরঙ্গম তীর্থ পথে
ঘুরে ঘুরে আতপ্ত বালুতে শেষ-শয্যা
নিলেন পাতিয়া, সপ্তগ্রামে ঘরবাড়ী
যাহা কিছু ছিল, উত্তমর্ণে নিল কাড়ি।

উত্তীয়। তুমি হেথা আসিলে কেমনে, তাই কহ।

কর্ণিকার। মাতা মোর ভিখারিণী মত, একমাত্র
কন্যা আমি—হাত ধরে মোর, বাহিরিল
পথে। কেহ করিল না দয়া, ছয়মাস
পদব্রজে ভিক্ষা করি জনপদে, গ্রামে,
তীর্থস্থানে, রাজগৃহে, দ্বারে দ্বারে ফিরি,
আসিলাম পুণ্যক্ষেত্র বারাণসী পুরী
অন্নপূর্ণা মন্দির দুয়ারে, পথশ্রান্তা

মাতা শান্ত হ'ল, বিশ্বনাথ পায়—আর
নাহি তুলিল গো মাথা, চণ্ডালে লইয়া
গেল মণিকর্ণিকায়, সে অবধি একা
এ সংসারে, নাম হ'ল কর্ণিকার, পথে
পথে ভিক্ষা হল জীবিকা আমার, পথ
শুধু গৃহ, ভিখারিণী…

উত্তীয়। মানিলাম সব,
মানিলাম শ্রেষ্ঠীকন্যা তুমি, মানিলাম
মাতা তব পথে পড়ে গেছে অনশনে,
মর্ম্মভেদী দুঃখের কাহিনী, মানিলাম
ভিখারিণী, নাম কর্ণিকার, কিন্তু
এ পুরুষ বেশ, কেন এই ছদ্মবেশ,
কেন এই বিধাতার সৃষ্টিকে আবরি
এই মিথ্যাবেশে, ছলে ভুলালে পিতায়,
ছলে—পুনঃ এতকাল ভুলালে আমায় ?

কর্ণিকার। বলিতেছি, সব বলিতেছি, ত্রয়োদশ
বর্ষ মোর উদ্ভিন্ন যৌবন, ভিক্ষা হেতু
পথে যেতে লোকে কহিত কুৎসিত কত,
কেহ করিত না দয়া, মাংসাশী তরক্ষু
সম লোলুপ দৃষ্টিতে ,চাহিত আমার
পানে, শুনিয়া হইত লজ্জা, হ'ত ভয়,
গণিকা বীথিতে রূপ দেখি মোর, ল'য়ে
যেতে চায় ! একদিন নিশাকালে এক
নাগরিক সুরামত্ত রক্ত-আঁখি ধেয়ে

এল ধরিতে আমায়, ধাইলাম ঊর্দ্ধ
শ্বাসে, দূর বনে বরুণার তীরে, দুই
দিন লুকাইয়া রহু ভগ্ন মন্দিরের
স্তম্ভ কোণে লোক অগোচরে, অনশনে
কাটিল দুদিন, তৃতীয় নিশীথে মনে
হ'ল ধরি পুরুষের বেশ, আত্মরক্ষা
হেতু, ভয়ে ধরি এই ছদ্মবেশ, সে অবধি·

উত্তীয়। তারপর ?

কর্ণিকার। সেই নিশাকালে অকস্মাৎ
শুনিলাম সর্পের গর্জ্জন, ফিরে দেখি
সম্মুখে আমার, ধাইনু মন্দির ত্যজি
পুনঃ রাজপথে,—

উত্তীয়। তারপর!

কর্ণিকার। তারপর ?
জান তুমি সব, সম্মুখে আ'সল সাপ
পিছনে মানুষ, তিনদিন অনাহার,
গভীর নিশীথে যবে আছিনু চলিতে
ক্লান্ত দেহ শুষ্ক তালু বিকল মস্তিষ্ক
পড়ি পথে রথের তলায়, পিতা তব
দয়া ক'রে তুলে আনি, দানিল জীবন···

উত্তীয়। কেন করনি প্রকাশ, পিতার সকাশে,
জান নাকি কত দয়া, কত স্নেহ তাঁর ?

কর্ণিকার। হে পুরুষ! চাহ শুধু নির্ম্মম কঠোর
সত্য, হৃদপিণ্ড ছেদি, বুঝনাত কভু,

নারীর সরম, কতখানি লজ্জা তা'র !
শ্যামার মোহিনীরূপ দেখে ভুলে যাও,
শ্যামা নাম শুনি আঁখি উঠে চমকিয়া
কিন্তু কর্ণিকার নাম শুনি বুঝিলে না তুমি
পুরুষ কি নারী, শুধু মোর ছলে দোষ
হল···বুঝিলে না, কি করি যে ব্যক্ত করি···

উত্তীয়। ব্যাকুল করিলে মোরে—

কর্ণিকার ব্যাকুল হয়েছ সখা,
বলি, কার তরে ? শ্যামা চলে গেছে তাই-
আর আমি পঞ্চবর্ষ ধরি পার্ব্বতীর
মত হয়ে পঞ্চতপা শিবসম যতি
স্বামী আশে করিনু সাধনা, ঊর্দ্ধে অধেঃ,
দিকে দিকে পঞ্চচিতা জ্বালি, করি তপ
স্বাক্ষী করি প্রাণ মোর ; সাক্ষাৎ অগ্নিরে
রাখি ঘেরি নিজ কায়, যেই তাপে, সেই
দহিনু এতেক, দেখিলে না ফিরে কোন
দিন, ব্যাকুল হইলে সখা শ্যামা লাগি
আজ···

উত্তীয়। এতক্ষণে বুঝিলাম নারী কেন
বাধা দিয়েছ শ্যামারে, তাই, তবে তাই·

কর্ণিকার মার্জ্জনা করগো সখা, নারী আমি, হায়
আমার নারীর মন, হেরি তারে সেই
পুরুষের বেশে, মুখে প্রমত্ত প্রলাপ
বাণী শুনি তা'র, বিলাসিনী নাগরিকা,

চপল ভঙ্গিমা হেরি, উঠেছিল মনে
অনেক সন্দেহ, নারী যা'রে ভালবাসে
চায় সদা শুভ তা'র, তাই প্রভু তাই,
অশুভ নিশ্চয় ভারি, দিয়েছিনু বাধা
এখন' মনে হয় সর্ব্বনাশী শ্যামা
করিতে নিবিড় মন্দ এসেছিল হেথা···

উত্তীয়। নিন্দা কার' কভু করিয়োনা মোর কাছে আর—
যাও গৃহে···

কর্ণিকার অপরাধ করিয়াছি,
শাস্তি দাও ক'রো না মার্জ্জনা, ভিখারিণী
চির-ভিখারিণী, তবু তোমা ভালবাসি
দেব। মনে মনে করেছি বরণ পতি
তুমি মোর, তব মঙ্গল কামনা বিনা
অন্য মতি নাই, রাখ বা না রাখ পায়
অন্য গতি নাই, ইথে যদি হ'য়ে থাকে
অপরাধ, দাও শাস্তি···

উত্তীয়। শাস্তি, শাস্তি দেব
কারে কর্ণিকার, অস্থি পঞ্জরের সাথে
চিরদিন সহোদর সম যারে স্নেহ
দিয়ে করেছি লালন, পঞ্চবর্ষ ধরি
যার মুখে দেখিয়াছি যেন মোর ছোট
আপনার ভাই, বিস্মিত নিমেষ-হত
অঘটন ঘটনার জালে, আজ হেরি
সংসারের অন্য মূর্ত্তি আছে, যাহা কভু

ভাবি নাই, স্বপ্নে যাহা দেয়নি আভাষ,
সূর্য্যালোকে পড়ে নাই চোখে, আজি নিশি
জ্যোৎস্না অন্তরালে সরে গেল যবনিকা—
ছিল যেই প্রিয়তম মুহূর্ত্তেকে হ'তে
চায় সেই প্রিয়তমা মোর, খসে গেল
পিনাকীর হাতের ত্রিশূল, শব উঠে
জাগি, আচ্ছন্ন মায়ায় আমি—কর্ণিকার !
কর্ণিকার ! এই শাস্তি, এই শাস্তি, না না
এ বন্ধন ছেদি নূতন বাঁধনে বাঁধি
কেমনে এ মনে বল, না না পারিব না
পারিব না, না না পারিব না কর্ণিকার···

কর্ণিকার। প্রভু, সখা ! দেবতা আমার তুমি, আমি
যে বেসেছি ভাল, আরত' কেহই নাই
মোর, ও দুটী চরণ মম জীবনের
সার, ভিখারিণী দীনা কাঙ্গালিনী—

উত্তীর। একি—
একি এ করুণ দৃষ্টি সজল চাহনি,
মর্ম্ম ছিঁড়ে নিতেছ আমার, কর্ণিকার,
কর্ণিকার ! আরে চির-দুঃখিনীর মেয়ে
কত দুঃখ, কত তাপ, কতই লাঞ্ছনা
ভোগ করিয়াছ তুমি, শুনিলে কাহিনী
পাষাণেও দীর্ণ হ'য়ে যায়, ভিখারিণী
কেন এত ব্যথা দিতে, এসেছিলে ঘরে,
কেন এত দুঃখ নিতে হইলে আপন,

কেন কেন প্রাণভয়ে হ'লে আপনার,
কেনলো নির্ম্মমা, জড়ায়ে জড়ায়ে মোরে
লতার মতন বাঁধিলে এমন—ওহো ! না-না···
তবু, পারিব না সখি, কর্ণিকার
যাও গৃহে, পিতারে কহিও সব সখি !

কর্ণিকার । করিয়ো মার্জ্জনা সখা,

উত্তীয় । যাও গৃহে সখি,
ব্যথাময়ি, কেন লজ্জা দাও মোরে আর

[কর্ণিকা নিষ্ক্রান্ত ।

কর্ণিকার ! তুমি নারী ! স্বপ্ন না এ সত্য !
একি এ বিলাস, একদিকে শ্যাম্যা যার
ধ্যানে মুগ্ধ আমি ঘুমে জাগরণে
নিশি-দিবা, অন্য দিকে দুঃখ-রসে গড়া
যেন অশ্রুর প্রতিমা, ছল ছল টলে···

(উম্মত্তাবং ছুটিতে ছুটিতে শ্যামার পুনঃ প্রবেশ)

শ্যামা । কর্ণিকার ! কর্ণিকার ! কোথা কার্ণকার···
উন্মত্ত নগরপাল একা পথে পেয়ে
মোরে করে অপমান !—কে উত্তীয় ! আঃ আঃ
কোথা যাই, কর্ণিকার ! নারী ছাড়া, আহা !
নারীর এ অপমান, কে বুঝিবে ওঃ—ওঃ—
কে রক্ষিবে মোরে ?

উত্তীয় । কি হয়েছে শ্যামা

শ্যামা। না না

হয় নাই কিছু, উঃ উঃ তুমি কি বুঝিবে

তুমিত' পুরুষ···পানীয়! পানীয়, পেয়···

(উত্তীয় হাততালি দিয়া প্রতিহারীকে ডাকিল, প্রতিহারী পেয় আনিয়া দিল)

পূর্ণ করি দাও পাত্র, উঃ—উঃ বড় তৃষা···

দাও—রক্ত মোর উঠে যেন নেচে, দাও

আরো দাও, প্রকৃতিস্থ হই···

(পাত্র শেষ করিয়া)

আঃ আঃ দাও

(আবার পান করিল)

উত্তীয়। শান্ত হও, কেন পাও ভয়, শান্ত হও

শ্যামা, কেন···

শ্যামা। অ তুমি! অঁ্যা তুমি, তুমি মোরে

করনাক' অপমান, উত্তীয়! উত্তীয়!

ভুলে গিয়েছিনু ক্রোধমত্তা যাই যবে

চলে, ভুলে গিয়েছিনু, নারীর নারীত্ব

বেশ, রক্ষা-কবচ তাহার, মুক্ত কেশ

বেশ পুরুষের, গেনু ছুটে পথে, উঃ উঃ

এতখানি অপমান, নাগরিকে করে

মোরে, আমি শ্যামা, যার গর্ব্বে, যার দর্পে

প্রতি পদক্ষেপে পদতলে তালে তালে

বারাণসী পথ-বক্ষ উঠে দুলে দুলে, আজ

তারে, কাশী-নরেশের বৃত্তি ভোগী ওই

পথের কুক্কুর ওই যে নগরপাল

নারী বলে, একা পথে পেয়ে, করে মোরে
এই উপহাস…উত্তীয় ! উত্তীয় !

উত্তীয়। কি—কি—
তোমারে নগরপাল করে উপহাস,
শ্যামা ! শ্যামা !…শ্যামা !

শ্যামা। উত্তীয় ! উত্তীয় ! শোন
বোস এইখানে, বোস। উত্তীয় তোমারে
শুনিতে হবে…

উত্তীয়। কি শ্যামা বল, আমি শ্রেষ্ঠী
ধনপতি পুত্র, নগরপাল !…কি, বল
শ্যামা, কিবা কার্য্যে এসে পুনঃ চলে গেলে
ক্রোধভরে…বুঝিয়াছি, হয়েছিল ক্রোধ,
শ্যামা সত্য কহি, বিশ্বাস করহ মোরে,
আমি নাহি জানিতাম, কর্ণিকার নারী,
করহ বিশ্বাস মোরে।

শ্যামা। বিশ্বাস সত্যই
করি,—ক্রোধ হয়েছিল তাই, জানে বন্ধু
শ্যামা জানে, যে আমার প্রাণ রক্ষা তরে
নিজ প্রাণ করে যে বিপন্ন,…করি বন্ধু
বিশ্বাস তাহারে করি, জানি বন্ধু তুমি
ভালবাস মোরে, তোমার ও ভালবাসা
দিয়ে বুঝিয়াছি, কা'রে বলে ভালবাসা
তাইত এসেছি হেথা, হে উত্তীয় ! শোন
মোর মরমের গোপন বারতা, তুমি

জান শ্যামা নারী, বারাণসী পথশীলা
হতে কঠিন হৃদয় তার, আজি তাহা
দ্রব হয়ে ছুটিয়াছে প্রস্রবণ ধারা,
অভিষেক করিবারে প্রেমাস্পদে তার—
কিন্তু কি লজ্জার কথা, সেই প্রিয়তম
তার, হায়, হায়, বন্দী সে অপরিচিত
বিদেশী বণিক, তক্ষশীলাবাসী, আজ
রাজদণ্ডে দণ্ডিত যে জন···

উত্তীয়। বজ্রসেন ?

শ্যামা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বজ্রসেন, বজ্রসেন, জান তুমি,
সেই বিদেশী বণিকে, জান ? হে উত্তীয় !
আমি জানি নির্দ্দোষী, নির্দ্দোষী সেই,
ওই যে নগরপাল কোষাধ্যক্ষ আর,
আর যত রাজ্যের দুর্ম্মতি অনুচর
সহচর তার, জড়াইয়া মিথ্যা জালে
নির্দ্দোষী জনেরে, সাজাইয়া মিথ্যা স্বাক্ষ্য
করেছে প্রমাণ, চোর সেই, মহামাত্য, রোহসেন
জামাতা যাহার ঘরে—
সেই করেছে বিচার, দিয়েছে চরম দণ্ড,
বসন্ত উৎসব বলি, শুধু, একদিন
একরাত্র আর বাকী আছে তার···কাশী
রাজ্যে বিচারের নামে, এই প্রহসন
আর্য্যাবর্ত্তে সভ্যতার নামে, এতখানি
মিথ্যার জঞ্জাল,···হে উত্তীয় ! শ্যামা কিন্তু

জানে, কেবা চোর, কেবা সাধু, শ্যামার এ
শ্যেন চক্ষু, চিনে সব, আমি জানি, কভু
সেই নহে চোর, কভু নহে, কভু নহে—
চোর যদি হয় সেই, অপরাধ করে
থাকে যদি, করিয়াছে এক অপরাধ,
চুরি যদি করে থাকে সেই, করিয়াছে
চুরি শ্যামার এ মন···

(উত্তীয় অনেকক্ষণ চিন্তান্বিতের মত চুপ করিয়া রহিল)

উত্তীয়। ভাল···কি করিতে
পারি আমি বল ?

শ্যামা। তুমি, তুমি, তুমি পার
বাঁচাইতে তারে···

উত্তীয়। আমি ! রাজার বিচার—

শ্যামা। রাজা ! রাজার বিচার, এই আর্য্যাবর্ত্তে
কে না জানে, আর্য্যাবর্ত্তে এ উত্তরা-পথে
কে না জানে, সমগ্র রাজন্য-চক্র, তব
পিতার ইঙ্গিতে চলে ফিরে, মহামাত্য
অভিরাম বিক্রীত তোমার দ্বারে তুমি
যদি···

(নেপথ্যে অশ্বপদ শব্দের সঙ্গে ঘণ্টাধ্বনি হইল)

উত্তীয়। চুপ, আসিছেন পিতা

শ্যামা। ধনপতি শ্রেষ্ঠী···
শীঘ্র যাও, ওই লতাকুঞ্জে ··যাও, লুকাও

(শ্যামা লতাকুঞ্জে লুকাইল)

(শ্রেষ্ঠীধনপতি ও অভিরামগুপ্তের প্রবেশ)

ধনপতি। এই যে উত্তীয়…

উত্তীয়। আসুন পিতা, প্রণাম
মন্ত্রীমহাশয়! উপবিষ্ট হ'ন।

অভিরাম। বৎস!
উৎসবে যাওনি কেন?

উত্তীয়। না না কার্য্য হেতু
ছিলাম ব্যাপৃত।

ধনপতি। প্রস্তুত রেখেছ সব?

উত্তীয়। সকলি প্রস্তুত তাত, প্রতিহারী! আন
পেয়…

(প্রতিহারী পানীয় আনিয়া দিল)

[উত্তীয় নিষ্ক্রান্ত

অভিরাম। আশ্চর্য্য তোমার পুত্র, শ্রেষ্ঠীপতি!—
কোন দিন কোনও উৎসবে করিল না
যোগদান, অথচ তাহার গান পথে
পথে নাগরিক দল গেয়ে চলে দিন
রাত, বড় ভাল ছেলে…

ধনপতি। মাতৃহারা, এক
মাত্র পুত্র মোর, শিখায়েছি সর্ব্ববিদ্যা
পুত্রধনে বড় সুখী আমি।

অভিরাম। কিন্তু, শুনি
নাকি নাগরিকা শ্যামা প্রতি অনুরাগ
তার, নাগরিকে করে আলোচনা…

ধনপতি — হ'তে পারে, যৌবনের নেশা মন্ত্রী, আমি
কিন্তু শুনেছি আবার, যত গান গায়
শ্যামা, সব উত্তীয়ের রচা, তবে জান
অভিরাম। যৌবন! যৌবন!

অভিরাম — হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক কথা···
আমাদের' ছিলত' যৌবন, বল···

ধনপতি। — আর তাই যদি হয়, ধনপতি পুত্র
সেই, কয়দিন, কয়দিন মন্ত্রী, কত
অর্থ যাবে তাতে, কিছু নয়, কিছু নয়
উত্তীয় আমার পুত্র, নটীর মালিকা
হোক্ যত দৃঢ়-গ্রন্থী, শুধু দুই দিন
বাসি ফুল সম ঝরে পড়ে, পদতলে,

(উত্তীয়ের পুনঃ প্রবেশ ও সুবর্ণের থলি অভিরাম গুপ্তের সম্মুখে রাখিল)

নাও মন্ত্রী!

অভিরাম। — আচ্ছা, তবে···

উত্তীয়। — পিতা!

ধনপতি। — বৎস!

উত্তীয়। — আছে
এক নিবেদন মোর, যদি অনুমতি হয়···

ধনপতি। — বল বৎস! কিবা নিবেদন, বল
নিবেদন মন্ত্রীমহাশয়! বজ্রসেন
নামে তক্ষশীলাবাসী বিদেশী বণিক
রাজকোষ হ'তে চৌর্য্য অপরাধে ধৃত
দণ্ডিত বিচারে, সুবিচার হয় নাই

বলি মনে হয় মোর, তাই ভিক্ষা মন্ত্রী
মহাশয় পুনঃ যদি করেন বিচার !

অভিরাম। বৎস ! হয় নাই সুবিচার !

উত্তীয়। নির্দ্দোষী সে
জানি আমি,

অভিরাম। নির্দ্দোষী, আশ্চর্য্য কথা, বৎস !
শুনাও আমায়, বিচারের কালে আমি
ছিনু সেথা, মহাধর্ম্মাধিকারও আমি
দুইজনে করেছি বিচার, রাজকোষ
নামাঙ্কিত থলিভরা স্বর্ণ শুদ্ধ ধরা
পড়িয়াছে, বরুণার পার-ঘাটে ছিল
ঘুমাইয়া শিরঃতলে থলি রাখি, স্বাক্ষী
তার কয়জন শ্রেষ্ঠ নাগরিক. দেছে
স্বাক্ষ্য, স্বচক্ষে দেখেছে তারা, সুপ্রমাণ
হয়ে গেছে তার, বার্হস্পত্য নীতি মতে
প্রাণদণ্ড হয়েছে তাহার,…সে নির্দ্দোষী
কেমনে জানিলে তুমি…

উত্তীয়। জানি আমি, নহে
সেই চোর, পুনর্ব্বার বিচারে কি বাধা
আছে কিছু…বিধিমতে দেখে…

অভিরাম। এরতরে
রোহসেনে দিয়েছিনু কারাগারে, এর
তরে ষোলজন প্রহরী সমেত ওই
নগরপালের প্রাণদণ্ড হ'ত, আমি,

আমি করিয়াছি অবিচার বলিবারে
চাও তুমি···

উত্তীয়। অবশ্য বলিব অবিচার!
বিদেশী বণিক, কখন আসেনি এই
বারাণসীধামে, নাহি জানে বিধি কিবা,
কেহ নাহি চিনে তারে, তার পক্ষে স্বাক্ষ্য
দিতে ছিল নাক কেহ, জোর করি ওই
হেয় নগর-রক্ষক আর তব রোহসেন
মিথ্যা জাল রচি, ষড়যন্ত্র করি, এই
করে'ছে রটন, অঘটন ঘটায়েছে
তারা···

অভিরাম। অসম্ভব অনুযোগ তব বৎস!
রাজকার্য্য করিতে করিতে পক্ক হ'ল
কেশ, না, না বৎস নাহি জান তুমি···
ভাল,
পুনর্ব্বার বিচারে কি বাধা আছে কিছু

অভিরাম বিচারে না ছিল বাধা, কিন্তু কেন বৃথা
তুমি কর অনুরোধ, পারি না বুঝিতে
বিদেশী বণিক তরে তোমার এ ভাব···

ধনপতি। সত্যই উত্তীয়! তুমি কেন তার তরে
কর অনুরোধ, পারি না বুঝিতে।
পিতা!
এতই কি হেয় এই মানুষের প্রাণ,
ইচ্ছা মাত্রে জীবলীলা শেষ হবে তার,

	রাজধর্ম্মে নাহি কি দয়ার স্থান, দয়া
	ক'রে মুক্তি দিন তার···
অভিরাম।	অসম্ভব! একি
	শ্রেষ্ঠীপতি, চোর সেই, বিশেষতঃ এই
	চুরি রাজকোষ হ'তে, কেমনে লঙ্ঘিব
	আমি রাজধর্ম্ম বিধি, শাসনের আমি
	কর্ণধার, ডুবাইব তরী আমি, বিধি
	ভঙ্গ করি, সত্যেরে করিব ছোট, মিথ্যারে
	করিব বড়, অসম্ভব বৃথা অনুরোধ।
উত্তীয়।	করজোড়ে ভিক্ষা মাগি, দয়া, দয়া, দয়া—
	ভাল প্রাণদণ্ড রাখুন স্থগিত তত
	দিন, আমি দিব প্রমাণ ও অপ্রমাণ।
অভিরাম।	একি অযথা অন্যায়, নিয়মের করি
	ব্যতিক্রম, রাজনীতি ধর্ম্ম শাস্ত্র হ'তে করি
	ব্যভিচার, না-না পারিব না আমি, জানি
	সেই অতি বড় চোর, মুখ দেখে বুঝি
	সব আমি, শাস্ত্রমতে শাস্তি দিছি তারে,
	বালক! বালক! ইচ্ছামত ভাঙ্গা-গড়া
	রাজার বিধির? না,—যাও, যাও···
উত্তীয়।	শাস্ত্রমতে
	দয়ার নিষেধ নাই, মনু ধর্ম্ম শাস্ত্রে
	প্রচুর দয়ার স্থান আছে।
অভিরাম।	আছে, আছে,
	সর্ব্বজীবে দয়া করিবারে আছে স্থান

জানি, বুঝি সব, রাজধর্ম্ম সুকঠিন
অতি, জান বৎস ! অগণ্য এ নরনারী
মাঝে যাতে শৃঙ্খলায় থাকে সব, স্বাস্থ্য
রক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা সমাজবন্ধন ; শাস্তি
প্রাণ তায়, শাস্তি দয়া, প্রাণদণ্ড হত্যা
নহে দয়া, দয়া ক'রে এই দণ্ড দিয়ে
নীতিবিদ্ এ সংসারে এনেছে শৃঙ্খলা,
শিশু তুমি আজ, সময়ে বুঝিবে সব।
তুলাদণ্ডে নিরিখের পর এ দণ্ডাদেশ,
প্রত্যাহার কেমনে করিব, অসম্ভব !
কেমনে মানিতে পারি তবে এই ধর্ম্মে।
যেই ধর্ম্মে বলে হত্যা দয়া,...শাস্ত্র ! শাস্ত্র !
রাজধর্ম্ম ! স্বার্থ হেতু বিধি প্রচলন,
শাস্ত্র রক্ষা শস্ত্র দিয়ে তাই, মহাশয়,
মিথ্যা কেন প্রবঞ্চ নিজেরে...

ধনপতি। ভাল মন্ত্রী !
উত্তীয় আমায় করিছে প্রার্থনা রাখ
তার মান, আমি দিব, আমি দিব, দশ
গুণ সুবর্ণ অধিক...

অভিরাম এ'কি শ্রেষ্ঠীপতি।
গৃহে আনি অর্থ দিয়ে, ক্রয় করি নিতে
চাও মোরে, রহিল তোমার অর্থ, না-না,
এ রাজ্যের শুভাশুভ ভার, সব শিরে
মোর, রাজধর্ম্ম নহে ছেলে খেলা, অর্থ

নিয়ে করিব বিক্রয় সেই ধর্ম, একি
অন্যায় এ অনুরোধ !

ধনপতি। কোন কি উপায়
নাই, মন্ত্রী !

অভিরাম। না-না…

(অভিরামগুপ্ত প্রস্থানোদ্যত)

ধনপতি। ওকি ! অভিরাম, শোন…
ক্রোধ না করিয়ো বন্ধু, উষ্ণীষের পরে
অর্থ লয়ে যাও। রাজধর্ম্মে নাহি যদি
থাকে দয়া, মিনতি না থাকে, শুধু যদি
ন্যায় মাত্র দৃঢ় সুশাসন, হয় শ্রেষ্ঠ
সংসারের মাঝে, কর তাই, ধর্ম্মভ্রষ্ট
কেন হ'বে তুমি, তাই ব'লে বন্ধুত্বের
করিয়োনা অসম্মান ,সেকি !… ধর, লহ,

(সুবর্ণ-থলিকা তুলিয়া হাতের কাছে ধরিলেন)

অভিবাম। না-না, শ্রেষ্ঠীপতি করি নাই ক্রোধ, তবে
দেখ, শাসন কঠিন বস্তু, তাব-রাজ্যবাসী
কবি পুত্র তব, বালক সে, নাহি বুঝে
মহান্যায়ে প্রতিষ্ঠিত এ রাজ-শাসন—
সত্য তার প্রাণ, নির্ম্মমতা আবরণ
শুধু, বিধিভঙ্গ কেমনে করিব—না-না…
নাঃ…

[অভিরাম নিষ্ক্রান্ত।

ধ নপতি। উষ্ণীষ !

উত্তীয়। কেন পিতা ?

ধনপতি। শান্ত কর মন, বিশ্রাম করগে বৎস !
রাত্র হ'ল···

[ধনপতির প্রস্থান।

উত্তীয়। কি উপায় তবে, তবে, যদি···

(লতাকুঞ্জমধ্য হইতে ছুটিয়া শ্যামার প্রবেশ)

শ্যামা। উত্তীয় ! উত্তীয় ! আমার সর্ব্বস্ব ল'য়ে
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ যত আছে দেহে
নিঙাড়ি নিঙাড়ি দেব, আকণ্ঠ ক'রাব
পান, মিটাইব তৃষা তব, আজি নিশা,
দেহ মোর পান পাত্র হোক্, কর পান
নিঃশেষে নিঃশেষে···রক্ষ শুধু বজ্রসেনে···

উত্তীয়। শান্ত হও, শান্ত হও···শ্যামা, নাহি ভয়,

(পান করিল)

নাহি ভয়

(আবার পান করিল)

রাজ কারাগার রুদ্ধ নহে
দ্বার,···হ'য়েছে, হ'য়েছে, খুলিব দুয়ার,
শোন, কাল নিশি তৃতীয় প্রহরে থেক
কারাদ্বারে···

শ্যামা। তৃতীয় প্রহরে ! কারাদ্বারে !

উত্তীয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তৃতীয় প্রহরে মুক্ত ক'রে দেব।
হ্যাঁ, হ্যাঁ শ্যামা, তব প্রিয়তম সাথে, কাল
নিশি তৃতীয় প্রহরে, ঘটাব মিলন

কারাগার দ্বারে, হাতে তুলে দিয়ে যাব
কারাগার দ্বারে, প্রিয়তমে তব, চল
শ্যামা, গান্ধার ! গান্ধার !

(গান্ধারের প্রবেশ)

রথ ! রথ !

গান্ধার । প্রভু,
এত রাত্রে !

উত্তীয় । হ্যাঁ, হ্যাঁ, রথ ! রথ ! চল শ্যামা,

[উভয়ের নিষ্ক্রান্ত ।

(দুই প্রতিহারের পরস্পর অঙ্গভঙ্গী সহকারে
কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ)

প্রথম প্রতিহার । প্রভু উত্তীয়ের আজ কি হ'ল বল দিকিন্…

দ্বিতীয় প্রতিহার । কি জানি ভাই, ও-রকম মার মূর্ত্তিতে কখন দেখিনি ।

প্রথম প্রতিহার । তুই কখন ওঁকে সুরা পান ক'রতে দেখেছিস্ ।

দ্বিতীয় প্রতিহার । আমিত' ভাই আজ ষোল-সতের বছর এ বাড়ীতে আছি' আমিত' কখন দেখিনি । আচ্ছা তা রথ নিয়ে এত রাত্রে ওই শ্যামাকে নিয়ে গেল কোথায় ।

প্রথম প্রতিহার । কে জানে কিছু বুঝতে পারলেম না, জিজ্ঞাসা ক'রেছিলুম ব'লে যা তাড়া আমায় দিলে, আর—কি ক'রে সেটা বলে বল্—

দ্বিতীয় প্রতিহার । না, না, প্রভু উত্তীয় ঠিক্ তা, বল'তে পারব না ভাই, আমার মনে হ'চ্ছে, একটা কিছু বিশেষ কোন ব্যাপার ঘটেছে,

যার কিছুই আমরা জানি না—আমার কিন্তু কেমন যেন ভয় ভয় ক'রছে···এই চলে আয়, শ্রেষ্ঠীপতি···

[উভয়ে নিক্রান্ত।

(ধনপতি ও কর্ণিকারের পুনঃ প্রবেশ)

কর্ণিকার। মার্জ্জনা করিয়ো পিতা, করিয়াছি এত
রাত্রে বিশ্রামে ব্যাঘাত, কন্যা বলি কর'
ক্ষমা।

ধনপতি। কন্যা! কন্যা! মোর তুমি কর্ণিকার,
ভুল কর নাই তুমি, আশ্চর্য্য এ বৃদ্ধ
চক্ষু মোর পারেনি ধরিতে ওই কাঁচা
মুখখানি দেখে···

কর্ণিকার। কিন্তু পিতা বড় ভয়
শ্যামারে আমার···

ধনপতি। নাহি ভয়, নাহি ভয়
সত্য যদি ক'রে থাক পূজা, সত্য যদি
ক'রে থাক তপ, ওরে তাপসী নন্দিনী
মোর, উত্তীর্ণ তোমারই হবে, মা আমার!
আমি বলিতেছি তুমি পুত্রবধূ মোর।
যাও মা বিশ্রামে···

কর্ণিকার। কিন্তু পিতা, কোথা গেল
শ্যামা সঙ্গে এত রাত্রে···

ধনপতি। কথা শোন, নাহি
ভয়, যাও মা বিশ্রামে···আমি দেখিতেছি···

(উত্তীয়ের পুনঃ প্রবেশ)

উত্তীয়। হবে জয়! হবে জয়! মরণেরে কেড়ে
নিয়ে জিনিব মরণ।

ধনপতি। উত্তীয়!

উত্তীয়। বিশ্রামে
যান নাই পিতা!…

ধনপতি। গিয়াছিনু বৎস, এই
কন্যা মোর, এত রাত্রে আনিল টানিয়া…
বৎস!

উত্তীয়। পিতা!

ধনপতি। নাগরিকা শ্যামা ল'য়ে লোকে
কয় নানা কথা,
সত্য কি উত্তীয়?

উত্তীয়। সত্য পিতা!

ধনপতি। বিলাসিনী নাগরিকা শ্যামা,

উত্তীয়। জানি আমি…

ধনপতি। তবে? তবে?

উত্তীয়। পিতা! পুত্র আমি তব, মোর
তরে ভারত-বিশ্রুত নাম তব, খর্ব্ব
নাহি হ'বে কোন দিন, ম্লান নাহি…হ'বে…

ধনপতি। বুঝিলাম, চাহি না জানিতে আর, কিন্তু
এই কন্যা মোর, কর্ণিকার।

উত্তীয়। কর্ণিকার

কন্যা তব, নিশ্চয় ! নিশ্চয় ! কন্যা তব !

ধনপতি । শুনিলেতো মা আমার, তুমি কন্যা মোর !
তুমি এই বিপুল বৈভব-ভরা গৃহে
একমাত্র লক্ষ্মীরূপা অধীশ্বরী আজ !

উত্তীয় । নিশ্চয় ! নিশ্চয় ! পিতা, কণিকার কন্যা
তব, কন্যা তব, আর্য্যাবর্ত্তে ধনপতি
গৃহে, অধীশ্বরী রবে চিরদিন ধ'রে !

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক

—১—

কাশী—কারাগার

(কারাধ্যক্ষ পুরঞ্জয় ও একজন সহকারী কর্ম্মচারীর প্রবেশ)

পুরঞ্জয়। রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর, এখনও ত'
দেখা নাই শ্রেষ্ঠী উত্তীয়ের, জনে জনে
সুরা দিয়ে ক'রেছি অজ্ঞান, উৎসবের
রাত্রি বলি, সন্দেহ না করে কেহ; কিন্তু···
প্রস্তুত রেখেছ অশ্ব ?

(কর্ম্মচারীর প্রবেশ)

কর্ম্মচারী। রাখিয়াছি—

পুরঞ্জয়। নৌকা ?

কর্ম্মচারী। বরুণার তীরে, কারাগৃহ প্রাচীরের দ্বারে,

[কর্ম্মচারীর প্রস্থান]

পুরঞ্জয়। সব ঠিক, কিন্তু কোথায় উত্তীয়

(তিন প্রহরের ঘড়ি বাজিল)

শ্রেষ্ঠী···ওইত প্রহর বাজে, এক, দুই,
তিন,···প্রহর অতীত হ'ল; করি কিবা,
দেখি তবে; সময় চলিয়া যায়, একি···
আসুন শ্রেষ্ঠী।

(উত্তীয় ও শ্যামার প্রবেশ)

শ্যামা। ভয়, ভয় করে…

উত্তীয়। নাহি ভয়, হও দৃঢ় ;

(হাত নাড়িয়া পুরঞ্জয়কে ডাকিল)

(পুরঞ্জয় অগ্রসর হইল)

উত্তীয়। কই ?

পুরঞ্জয়। এই !

(দ্বারের ও শৃঙ্খলের চাবী দেখাইল)

উত্তীয়। খোল,

(পুরঞ্জয় কারাদ্বারে তিনবার আঘাত করিল, ভিতর হইতে দ্বার দুইদিকে সরিয়া গেল। ভিতরে অন্ধকার, পুরঞ্জয়, উত্তীয় ও শ্যামা তিনজনে ভিতরে প্রবেশ করিল। কারাকক্ষের ভিতর দেখা গেল, বজ্রসেন স্তম্ভের সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ। শ্যামা শৃঙ্খল খুলিয়া দিতেছে। উত্তীয়, দূরে স্তম্ভের ছায়ায় অন্ধকারে দাঁড়াইয়া। শ্যামা বজ্রসেনের পিছন হইতে শৃঙ্খল খুলিয়া দিল, শৃঙ্খল ঝন্ ঝন্ শব্দে বজ্রসেনের পায়ের কাছে পড়িল। বজ্রসেন মাথা নত করিয়া তন্দ্রাবিজড়িতভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, হাত খুলিয়া পড়িয়া যাওয়ায় হঠাৎ চমকিত হইয়া উঠিল।)

বজ্রসেন। কে, কে !…হ'ল কি প্রভাত, সময় কি !…একি !
শ্যামা…নাগরিকা !

শ্যামা। আমি শ্যামা, মুক্ত তুমি—

বজ্রসেন। মুক্ত আমি !
তুমি শ্যামা, নিশিশেষে, তুমি !…নিশিশেষে

তন্দ্রাঘোরে আচ্ছন্ন নয়ন, একি স্বপ্ন
কিম্বা সত্য !...মুক্ত আমি ?

শ্যামা। সত্য, মুক্ত তুমি !
হে বিদেশী, এস, শীঘ্র এস !

(শ্যামা বজ্রসেনের হাত ধরিল)

বজ্রসেন। তুমি শ্যামা !
সত্য তুমি শ্যামা ? কারাগারে বন্দী আমি,
বজ্রসেন, আবদ্ধ শৃঙ্খলে, অপূর্ব্ব এ
প্রহেলিকা, তুমি শ্যামা ! তমিস্রা রজনী
ঘেরা অন্ধকারা এই চিদাকাশে, নিশি
শেষে, হে প্রভাতী তারা ! হে উষসি ! সত্য ?

শ্যামা। সত্য, সত্য, চলে এস, শীঘ্র চলে এস।

(বজ্রসেনের হাত ধরিয়া দ্রুত টানিয়া লইয়া গেল ; অন্ধকার স্তম্ভ-ছায়ার পার্শ্ব হইতে উত্তীয় বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল)

উত্তীয়। জীবনে চরম অভিজ্ঞান, এস মৃত্যু !
তোমা সনে হোক্ তবে সত্য পরিচয়।
মৃত্যুতে অমর প্রেম, জয় হোক্ তার !

(পাদচারণা করিয়া ঘুরিয়া)

বিচারের শেষ দণ্ড কেবা ল'বে শিরে
অভিরাম, তুমি !...এইবার, এইবার,
নিশ্চিৎ প্রমাণ পাবে, নির্দ্দোষী বণিক
বজ্রসেন, নহে, নহে অপরাধী সেই ;—
মোর মৃত্যু দিবে তার কুশল প্রমাণ।

(পাদচারণা করিয়া আরও সম্মুখে অগ্রসর)

তারপর? তারপর—পাখীত' এমনি
উড়ে যায় নীলাকাশে ; কোথা যায়, কোথা ?
কেহত' জানে না ; শুধু শোনা যায় তার
পক্ষের ঝাপট, কিছুক্ষণ, তারপর,
মহাশূন্তে যায় মিলাইয়া। স্মৃতি! স্মৃতি!
স্মৃতিও মিলায় শেষে। শ্যামা! শ্যামা! শ্যামা!
পুরিল কি মনঃ সাধ ? মিলিল কি তব
প্রিয়তম ? যা'র সাথে এত আকিঞ্চন ?
হলে তৃপ্ত ? কিন্তু! কর্ণিকার! কর্ণিকার!
ক্ষমা, ক্ষমা কর ; চলিলাম সীমাহীন
দেশে। দেখিয়ো পিতারে···কেন অশ্রু আসে!

(শ্যামার পুনঃ প্রবেশ)

	একি শ্যামা! ফিরে এলে ?···
শ্যামা।	তোমার বিলম্ব দেখে,—
উত্তীয়।	আমি যে রহিব হেথা—
শ্যামা।	সে কি তুমি!
	তুমি, রবে হেথা! তুমি ? না-না, কেন, কেন ?
উত্তীয়।	তাইত আছিল কথা, কারাগার দ্বারে
	তৃতীয় প্রহরে, ঘটাব মিলন দোঁহে—
	তব প্রিয়—তব প্রিয়তম সাথে ; তার
	হাতে তুলে দিয়ে তোরে যাব শ্যামা, ছিল
	কথা, হ'য়ে গেছে কাজ,—যাও শ্যামা···ফিরে···
শ্যামা।	ফিরে যাব ? তুমি রবে হেথা,···তাই, তাই ?···

না-না উত্তীয় ! উত্তীয় ! পান পাত্ররূপে
যারে দিতে চেয়েছিনু দেহ-পাত্র মোর ;
সব রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, সব
দিতে চেয়েছিনু, সে কি এরি তরে ? না, না.
এ কথা ভাবিনি কভু। ভাবি নাই; তুমি
দেবে প্রাণ, আর আমি, অবাধে চলিয়া
যাব নিজ পথ বেয়ে···ছিল দিন, আর
নহে রাজবর্ত্ম শোভা শ্যামা সেই ; সেই
রাজপথ সম কঠিন প্রস্তর শীলা
আঘাতে যে উঠিত আগুন, সেই শ্যামা
নাহি আর, ওগো বন্ধু ! তোমার ও প্রেম ;
অন্ধকারে বিজলীর ঝলার মতন ;
চকিতে সকল তম, ক'রে দেছে দূর।
বুঝায়েছে মোরে আজ, কারে বলে প্রেম,
মমতা কাহারে বলে, কারে কয় ভালবাসা—
না উত্তীয় ! চলে এস, তুমি চলে এস !

উত্তীয়। বিলম্বে বিপদ হ'তে পারে, যাও শ্যামা···

শ্যামা। উত্তীয় ! উত্তীয় ! তুমি প্রাণ বাঁচায়েছ
যার, তার প্রতি, হে নির্ম্মম ! এতখানি
হয়োনা নিষ্ঠুর। নারী আমি, কত সহে
আর,—বটে, সত্য বটে, পণ্যানারী আমি,
পণ্য নিয়ে বিকায়েছি একদিন, ছিল
দিন, তোমা সম শত উত্তীয়ের, মৃত
পঞ্জর দলিয়া, পারিত এ শ্যামা চলে

যেতে, পারিত অপাঙ্গে হেরি, হেসে ফিরে
যেতে, নিজ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা হেতু ;
বন্ধু ! আজ শ্যামা পারে নাক' আর—
তোমার ও ত্যাগ, তোমার ও অহেতুকী
উৎসর্গের দ্বারে···

উত্তীয় । অহেতুকী নহে শ্যামা,
জান তুমি, কেন আজি উত্তীয় হেথায়—

শ্যামা । জানি, জানি, ভালবাস মোরে, সেই বল
মোর, তারি জোরে আমি শ্যামা ভিক্ষা মাগি, নারী
বলি করিয়ো মার্জ্জনা ; না না, ওগো বন্ধু !
পণ্যা নারী বলি তারে এই পণ্য দিবে ?
না-না, তোমার ও প্রাণ বিনিময়ে ; শ্যামা
চাহেনি, চাহেনি কভু প্রেমাস্পদে তার,
রক্ষা কর, দেবতা আমার ! না উত্তীয়···

উত্তীয় এত কি বেদনা শ্যামা উত্তীয়ের তরে
আজ, এত কি মমতা ! ···না-না যাও শ্যামা,
স্থিতধী আমার মন, এ সংকল্প নাহি
হবে ত্যাগ,···সত্যে বদ্ধ, সত্যে বদ্ধ, আমি ।

শ্যামা । যেই হাতে তুলে দিলে এই প্রাণ, সেই
প্রাণ দিয়ে, আমারে দহিবে তুমি, চির
দাহনের তাপে, আমাদের মিলনের
মাঝে, অহরহঃ জেগে রবে, রাবণের
দীপ্ত চিতা জ্বলি' বিস্মরণী দিবে নাক'
কিছু—নিজ তনু দিয়ে, নিজ প্রাণ দিয়ে

অতনু পাবক শিখা র'বে চিরদিন !

উত্তীয় — ভুল বুঝিয়াছ শ্যামা, নাহি ঈর্ষা, নাহি
কোন সত্য মিথ্যা ভেদ, ভেদবুদ্ধি রাখি
নাই আর। তোমাদের মিলনের মাঝে,
বাতাসেরও আড়াল না রবে; স্মৃতি? স্মৃতি
অতি তুচ্ছ কথা, জলের উপরে দাগ
মিলায় যেমন। যাও ফিরে, যাও শ্যামা—

শ্যামা — না উত্তীয়, ফিরিব না আমি, এই তব
প্রেম, নিজ প্রাণ দিয়ে, শতেক যন্ত্রণা
রেখে যাবে মোর তরে—এই তব প্রেম !

উত্তীয়। — আমার এ প্রেম প্রস্ফুটিত পদ্মসম
করিয়াছে আত্ম নিবেদন, লভিয়াছে
পরমা নিষ্কৃতি অনন্ত প্রকৃতি কোলে—
এই মরণের মুখে, সেই প্রেম মোর
মরণে ক'রেছে জয়, নাহি ভয়, নাহি
ক্ষয়, অক্ষয় অব্যয়, পূর্ণ এ পরাণ
মোর সেই প্রেম-রাগে, শুদ্ধ জ্যোতি, দ্যুতি
হিরণ্ময়, সবিতার মত আলো স্পর্শ
দিয়ে ফুটায়েছি হৃদি তব, আজি
সেথা ঢল ঢল লাবণ্য কমল, প্রেম
ভরে দোলে যাহা অধিষ্ঠিতা যা'র পরে
তুমি দেবী ! আলোকের সিংহাসনে আজ—
এই আলোক আমার ছুঁয়েছে ছুঁয়েছে
তার শির, তার বক্ষ, তার পাদমূল,

অভিনব দেবীত্ব তাহার, গড়িয়াছি
নিজ হাতে যাহা, সেইরূপ···

শ্যামা — বুঝিয়াছি,
তাই আজি ; এ মরণ করিছ গ্রহণ,
পূর্ণ করি দেবীত্ব আমার, সব পুণ্য
করি আহরণ, আমার দেবীত্ব ল'য়ে,
তুমি যাও মহাজ্যোতিপথে, আর আমি,—
আমার এ বেদনার অগ্নি পাত্র ভরা,
বিষাদিগ্ধ এ নারীত্ব ল'য়ে ; যাই ফিরে
তার কাছে, দেবী যেই মরিল এখানে,
নারী যেই চলুক সেখানে, রক্ত, মাংস,
অস্থি নিয়ে হোক্ খেলা তার, ওঃ-ওঃ বন্ধু !
কি করিলে কি করিলে, মোর।···

উত্তীয় — আসিয়াছ,
পুরঞ্জয় ! যাও শ্যামা, যাও, শীঘ্র যাও—

শ্যামা। — উত্তীয় ! উত্তীয় !
তরী'পরে একাকী নাবিক
নাই জানে কোথা যেতে হবে, শীঘ্র যাও,
নির্দ্দোষী বিদেশী পান্থ, বারাণসী করে
নাই অতিথি সৎকার ; বরুণা অপর
পারে উদ্যান বাটিকা মোর ; যাও ল'য়ে
সেথা, রাত্রি শেষে কাল চলে যেয়ো, তার
দেশে, সেই [illegible], ভুলে যেয়ো এই
উত্তীয় শ্রেষ্টিরে—যাও শীঘ্র, যাও শ্যামা !

শ্যামা। উত্তীয় ! উত্তীয় !

উত্তীয়। অয়ি ভীরু শ্যামাঙ্গিনী
নাহি ভয়, নাহি ভয় উত্তীয় শ্রেষ্ঠীর।

[চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্যামার প্রস্থান।

পুরঞ্জয়। প্রভু ! আরত সময় নাই।

উত্তীয়। ভাল !
পরাও শৃঙ্খল, মোরে…

পুরঞ্জয়। পরাব শৃঙ্খল,
প্রভু ! সে কি ?

উত্তীয়। শীঘ্র, শীঘ্র, পরাও শৃঙ্খল।

পুরঞ্জয়। একথাত' ছিল নাক প্রভু ! এখনি যে
ল'য়ে যাবে !

উত্তীয়। তারপর, পুরঞ্জয় ! যবে
দেখিবে সকলে, শূন্য কারা-কক্ষ মাঝে,
বদ্ধ বায়ু ফেলে শুধু শ্বাস, কিবা হবে তব ?…

পুরঞ্জয়। কিবা হবে ! সব দোষ মোর, সব—
মুক্তকণ্ঠে কব গিয়া রাজার সকাশে,
আমি দিয়াছি খুলিয়া, এতে যদি ; যায়
প্রাণ, যাবে। কিবা ভয় ! একদিন, প্রভু !
বুক দিয়ে বাঁচায়েছ এ প্রাণ আমার ;
তোমা হেতু, রাজার বিরুদ্ধে, দাঁড়াতে না
পাই ভয়…আর ; মিথ্যা চৌর্য্য অপরাধে,
প্রাণদণ্ড হবে, আমি জেনে শুনে, হতে
দেব তাই ?…

উত্তীয়। বন্ধু পুরঞ্জয়! তুমি কেন
পাও ভয়!···আমি, শ্রেষ্ঠী ধনপতি পুত্র,
উত্তীয় আমার নাম, আছে কেবা, হেন
শক্তিমান, বারাণসী মাঝে, অস্ত্র যার,
স্পর্শ করিবারে পারে' অঙ্গ মম, বল,
সে কথা কি, ভাব নাই তুমি! মঞ্চোপরি
বন্দীরূপে, দেখিবে যখন মোরে সবে,
বারাণসী উথলিবে সাগরের প্রায়,
বিশ্বনাথ মন্দির ত্রিশূল ধ্বক্-ধ্বক্
উঠিবে জ্বলিয়া, নাহি ভয়, বাঁধ বন্ধু!

পুরঞ্জয়। ভয় নাই! ভয় নাই তবে?···

উত্তীয়। নাহি ভয়—
কালি প্রাতে, বারাণসী গাবে মোর জয়।
বন্ধু, পুরঞ্জয়! তবে, পরাও শৃঙ্খল···

ধনপতি শ্রেষ্ঠীর প্রাসাদ হর্ম্ম্যতল

(দুইজন প্রতিহার দাঁড়াইয়া রহিয়াছে)

২য় প্রতি। কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, উপায়?

১ম প্রতি। সে কি, কোন সংবাদই নেই? এদিকে শ্রেষ্ঠীপতি যে অত্যন্ত উতলা, রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখে, আরো···

২য় প্রতি। দ্বিপ্রহর রাত্রেও, আমরা তাঁর কক্ষে আলোক দেখেছি, তাঁর বীণার ঝঙ্কার শুনেছি, তিনি গান গাইছিলেন, সেই যে সেই গান,

কমল আমার কমল, ওগো !

শুনগো ! শেষের গান।

সেই যে রে সেই মনে পড়ছে না—সেই

তোমারি কোমল কমল ছায়ায়,

বিছাব আমার প্রাণ ॥

[নেপথ্য হইতে, ধনপতি—"প্রতিহার ! প্রতিহার" !]

(ধনপতির প্রবেশ)

ধনপতি। প্রতিহার !

২য় প্রতি। প্রভু ! কোন সংবাদত' পাওয়া গেল না।

ধনপতি। কোন সংবাদই পাওয়া গেল না !...ওঃ কি দুঃস্বপ্ন ! বুকের ভেতরটা...কর্ণিকার কোথায় ? তারও কোন সংবাদ পাওনি, প্রতিহারীদের ডাক।

(প্রতিহারীদের প্রবেশ ও অভিবাদন)

ধনপতি। কর্ণিকার ?

১ম প্রতি। তাঁর শয্যা শূন্য, আমরা তাঁর জন্য, সমস্ত উদ্যান প্রাসাদ চূড়া, সব অনুসন্ধান করেছি, কোথাওত' তাঁর, কোন চিহ্নও দেখছি না, কোথাওত' তাঁ'কে দেখতে পাচ্ছি না...

ধনপতি। শূন্য শয্যা, শূন্য ভবন, শূন্য প্রাসাদ !...

১ম প্রতি। সিংহদ্বারের প্রহরী বোধায়ন বললে, রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহরের কিছু পূর্ব্বে, প্রভু উত্তীয়, পদব্রজে বাইরে যাচ্ছিলেন।

ধনপতি সিংহদ্বারের প্রহরী, বোধায়ন! ডাক, বৃদ্ধকে ডাক।

(নিঃশ্বাস ফেলিল)

প্রতিহার দুইজন। বোধায়ন! বোধায়ন!

(বৃদ্ধ বোধায়নের প্রবেশ ও অভিবাদন)

ধনপতি। বোধায়ন!

বোধায়ন। প্রভু! রাত্রি তৃতীয় প্রহরের কিছু পূর্ব্বে, প্রভু উত্তীয়, প্রাসাদ থেকে বাইরে যাবার সময়, আমি দেখি,—সিংহদ্বার রুদ্ধ ছিল, আমায় খুলে দিতে বলেন···

ধনপতি। তুমি জিজ্ঞাসা করনি?

বোধায়ন। করেছিলেম, তিনি, কোন উত্তর দিলেন না, আমার আর, দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করবার সাহস, হ'ল না, দ্বার থেকে বেরিয়ে, তিনি, আবার ফিরে এসে আমায় বললেন, "বোধায়ন! আমার এই রত্নমালা, কর্ণিকারের কাছে দিয়ো, আমি কোন বিশেষ প্রয়োজনে বাহিরে যাচ্ছি,"···এই সেই রত্নমালা!

[নেপথ্য হইতে কর্ণিকার—"পিতা! পিতা!"]

(ছুটীতে ছুটীতে কর্ণিকারে প্রবেশ)

(দুই হাত দিয়া উত্তীয়ের রক্তাক্ত উত্তরীয় বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া আছে)

কর্ণিকার পিতা! পিতা!

(ধনপতির পায়ের তলে মূর্চ্ছিতের মত লুটাইয়া পড়িল)

ধনপতি। মা! মা! কি হ'লো, কি হ'লো! একি···

(প্রতিহারীরা তাড়াতাড়ি আসিয়া ধরিল, কেহবা ভৃঙ্গারে করিয়া জল লইয়া আসিল, ব্যজন-কারিণী পাখা করিতে লাগিল, ধনপতি হর্ম্ম্যতলে বসিয়া পড়িলেন।)

[নেপথ্যে বাহিরে···বহুলোকের কোলাহল···"শ্রেষ্ঠীপতি! শ্রেষ্ঠীপতি! শ্রেষ্ঠী উত্তীয়, শ্রেষ্ঠী উত্তীয়!···খবরদার! প্রহরী! ঢুকতে দেব না—খবরদার")

(বাহির হইতে জনতা ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য কোলাহল করিতে লাগিল। বোধায়ন প্রভৃতি জনতাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে বাধা দিতে লাগিল। জনতা আরো জোরে কোলাহল করিয়া উঠিল···)

উত্তীয়! উত্তীয়!···খবরদার! সাবধান! চীৎকার করো না··· আমরা রাজার প্রহরী, ভিতরে যাব—ছাড় পথ···খবরদার)

ধনপতি।　দিয়োনাক বাধা, কি চায়? আসিতে দাও,
আসুক তাহারা,—কেন দাও বাধা, এস;
এস সবে···কিবা চাও!

(দুইজন রাজ-প্রহরী প্রবেশ করিল)

১ম প্রহরী। দণ্ডিতের উত্তরীয় নিয়ে এই মেয়েটা চলে এসেছে, তাই ওই উত্তরীয় নিতে এসেছি; দণ্ডধরের আদেশ, ওকে আমরা বন্দী করব।

বোধায়ন। সাবধান! পুনর্ব্বার, ও কথা যদি মুখে উচ্চারণ কর···

২য় প্রহরী। আমাদের অপরাধ কি! দণ্ডধরের আদেশ···

ধনপতি। কাকে বন্দী করবে—এই কন্যাকে?···

১ম প্রহরী। দণ্ডধরের আদেশ!

ধনপতি। দণ্ডধরের আদেশ, আমার কন্যাকে বন্দী করবে। কুক্কুর! কার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা কইছ জান···বোধায়ন! বাঁধ এদের! বার করে দাও এখান থেকে।

(প্রহরী দুইজন পলাইবার চেষ্টা করিতে গেল, জনতা ধরিয়া ফেলিল। পিছনে নেপথ্যে জনতা ছিল, তাহারা "মার'...মার"...মার'...করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, প্রহরী দুইজনকে ধরিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে লইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকগণ প্রবেশ করিল।)

ধনপতি। কি ব্যাপার...

১ম নাগরিক। দাঁড়া! দাঁড়া! তোরা থাম্, আমি বলছি,

২য় নাগরিক। না-না, আমি সব জানি, সব দেখেছি,...আমি বলছি,

১ম নাগরিক। থাম্! থাম্! তুই কিছু জানিস্ নাকি—আমি সব দেখেছি শ্রেষ্ঠীপতি!

ধনপতি। একজনে বল, কি বল্‌তে চাও...

১ম নাগরিক। শ্রেষ্ঠীপতি! বসন্ত উৎসবের শেষে ঢ্যাঁড়া দিচ্ছিল, "রাজকোষ থেকে যে সুবর্ণ চুরি করেছে, সেই চোরের প্রাণদণ্ড হবে, প্রাণদণ্ড হবে।" আমরা গিয়েছিলাম, সেই প্রাণদণ্ড দেখতে, আমরা অনেক লোক ছিলাম। তখনও, একেবারে ভোর হয় নি, একটু একটু আবছা আলো-আঁধার, সবে একটু আলো দিয়েছে দেখা, আমরা গেলাম দেখ্‌তে! প্রহরীরা রশি ফেলে আমাদের বেশী কাছে যেতে দিলে না।

২য় নাগরিক। কাছে যদি যেতে দিত, তা'হলে কি হত্যা করতে পারত।

ধনপতি। হত্যা! হত্যা!

২য় নাগরিক। শ্রেষ্ঠী উত্তীয়কে, আমাদের শ্রেষ্ঠী উত্তীয়কে...

১ম নাগরিক। আরে তুই থাম্ না, আমি বলছি, আমি বলছি। তুই আমার মুখের কথা কেড়ে নিস্ কেন, থাম্...থাম্...হ্যাঁ, তারপর—

বোধায়ন। সাবধান ! সাবধান ! নাগরিক, কি বলছ জান…

১ম নাগরিক। আমরা দেখে এসেছি আমরা দেখে এসেছি… উত্তীয়কে…

জনতা। আমরা দেখেছি শ্রেষ্ঠীপতি।

বোধায়ন। কি হল তারপর…সত্য বল।

ধনপতি। উত্তীয়কে হত্যা করেছে, কে ? যে আমার পুত্র, আমার পুত্র…ওঃ ! বল বল, কি তারপর…

১ম নাগরিক। তারপর, তারপর, মঞ্চের উপর দেখলাম, আমাদের সেই পুরোণ ঘাতক, সেই কাল চণ্ডালটা, যেটা হাজার মুণ্ড মশানে নিয়েছে ; সে কুড়ুল হাতে দাঁড়িয়ে, আর চোরটাকে দুজনে ধরে রেখেছে,—দূর থেকে অন্ধকারে…

ধনপতি। তোমরা দেখেছ ?

১ম নাগরিক। দেখেছি শ্রেষ্ঠীপতি ! অন্ধকারে দূর থেকে ভাল চেনা যায় নি। তাকে যখন হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দিলে, তখন এই মেয়েটি, এই মেয়েটি…

ধনপতি। এই মেয়েটি, এই মেয়েটি, মা ! মা !…জোরে বাতাস কর… তারপর,…হ্যাঁ বোধায়ন ! …হ্যাঁ তার পর…তারপর…

১ম নাগরিক। তারপর এই মেয়েটি, কোথা হতে ছুটে এসে চীৎকার করতে লাগল, 'মেরোনা,' 'মেরোনা,'…দড়ির বাঁধ টপ্‌কে সেখানে দৌড়ে গেল, প্রহরীরা, ওই প্রহরীরা বাধা দেয়। কিছুতেই যেতে দেয় না, প্রহরীদের ধাক্কা মেরে, যখন মেয়েটি সেখানে ছুটে গেছে কি না গেছে, এমন সময় ঘাতক কোপ্- মারলে, কোপও মারা মুণ্ডটাও ছিট্‌কে পড়্‌ল,—ওদিকে হঠাৎ সূর্য্য মাঠের পারে উঠ্‌ল, আলো হ'ল…

ধনপতি। তোমরা দেখ্‌লে চোখে,···আলো হ'ল! অ্যাঁ...কি দেখলে? আলো হ'ল...

১ম নাগরিক। আমরা তখন তাকিয়ে দেখলাম, সে উত্তীয় শ্রেষ্ঠিপতি!

জনতা। হা উত্তীয়! হা উত্তীয়!

ধনপতি। তোমরা দেখলে? আমার পুত্র, উত্তীয়! উত্তীয়!

১ম নাগরিক। আমরা দেখেছি, মেয়েটা চীৎকার ক'রে উঠল। নগরপাল একে ধমক দিলে, প্রহরীরা ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে, তবু মেয়েটা, সেই দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, উত্তরীয়খানা ছিনিয়ে নিয়ে ছুট্ দিলে, আমরা তখন সকলে মিলে দড়ির বাঁধ ছিঁড়ে মাঠে ছুটে গেলাম, নগরপাল মেয়েটাকে ধরবার জন্যে প্রহরীদের নিয়ে তাড়া করলে, আমরা সবাই মিলে মারপিঠ আরম্ভ করলুম, নগরপাল পালাল, সেই ঘাতকটাকে আমরা মেরে আধমরা করে ফেলেছি,—আপনি আসুন, শীগ্‌গির আসুন—তাঁর সেই দেহ, উত্তীয়ের ছিন্ন শির দেহ, উন্মত্তের মত নাগরিকরা পাহারা দিচ্ছে রাজ-রক্ষীদের সাধ্য কি যে সেখানে এগোয়···নাগরিকরা চীৎকার করছে 'জয় উত্তীয়ের জয়' চীৎকার ক'রে তারা আকাশ ফাটিয়ে দিচ্ছে; তারা বলছে, এতবড় অবিচার—এত বড় অবিচার!

জনতা সকলে। 'জয় উত্তীয়ের জয়', 'জয় উত্তীয়ের জয়', শ্রেষ্ঠিপতি চলুন, আমরা এর প্রতিকার চাই···

ধনপতি। (দুইচক্ষু হাত দিয়া ঢাকিলেন...কিছুক্ষণ পরে) আমার পুত্র উত্তীয়কে চোর বলে বারাণসীর মশানে হত্যা করেছে···ওঃ ওঃ পুত্র, এই কারণে, তুমি সেদিন সর্ব্বস্ব, এর হাতে তুলে দিয়ে গেলে, আমি তখন বুঝতে পারিনি···পুত্র! পুত্র!...উত্তীয় উত্তীয়!

কর্ণিকার। (মূর্চ্ছাভঙ্গে) ওঃ-ওঃ পিতা ! পিতা !

ধনপতি। মা, মা ! এই উত্তীয়ের উত্তরীয় ?...

কর্ণিকার। (সজোরে উঠিয়া) পিতা ! পিতা ! আমি এর প্রতিশোধ নেব।

জনতা। আমরাও এ মহাশ্রেষ্ঠির হত্যার প্রতিশোধ চাই, জয় উত্তীয়ের জয়—প্রতিশোধ ! প্রতিশোধ ! জয় উত্তীয়ের জয় ! জয় উত্তীয়ের জয় ! প্রতিশোধ···

ধনপতি। চল—হ্যাঁ চল, আমরা রাজার কাছে যাই ..চল...

জনতা। চল, চল, আমরা রাজার কাছে যাই, প্রতিকার ! প্রতিকার !

১ম নাগরিক। চল চল, বিচার ! বিচার ! বিচার ! বিচার !

(আগে জনতা পিছনে ধনপতি কর্ণিকারের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান)

—৩—

কাশী রাজসভা

(কাশী-নরেশ, মহামন্ত্রী অভিরাম-গুপ্ত, মহাধর্ম্মাধিকার, পরিষদবর্গ সেনাপতি ও প্রহরীগণ)

[নেপথ্যে জনতা—"বিচার চাই ! আমরা বিচার চাই ! বিচার।"

অভিরাম। (সিংহাসনের নিম্নে নতজানু হইয়া) মহারাজাধিরাজ ! সকলই আপনার কাছে নিবেদন করলাম, সবই আপনি অবগত হয়েছেন ;—

(জনতার কোলাহল—সেনাপতির নানাবিধ দৃঢ়তা পরিচায়ক ভঙ্গী)

ওই, উন্মত্ত জনতা, আর সম্মুখে এই অপরাধী···এখন—

(জনতার কোলাহল—বিচার ! বিচার ! বিচার চাই)

সেনাপতি। অবধান নরনাথ ! আদেশ দিন, আমি এদের, এই উন্মত্ত নাগরিকদের প্রাসাদ থেকে দূর করে দি।

(কাশী-নরেশ শুধু একবার রূঢ় দৃষ্টিতে সেনাপতির দিকে চাহিয়া হস্ত দ্বারা নিবারণ করিলেন)

অভিরাম। উন্মত্ত নাগরিকরা কোন কথা মানতে চায় না, তারা ধনপতি শ্রেষ্ঠীকে সঙ্গে করে আসছে, সেই বৃদ্ধ শ্বেত-শ্মশ্রু পক্ক কেশ, শিরপট্ট্য-হীন বেশ, পুত্রের রক্তাক্ত উত্তরীয় বক্ষে জড়িয়ে আসছে, সে কি দৃশ্য—পিছনে সারা বারাণসীর ধনী দরিদ্র নাগরিক নাগরিকা, আবাল বৃদ্ধ বণিতা সব—হাহাকার করছে···তারা বলছে, হয় সুবিচার হোক, নয় তারা বিদ্রোহ করবে। আমি স্নেহের দৌর্ব্বল্যে, আমার একমাত্র দৌহিত্রীর মমতায়, বারম্বার আমি রাজকোষের এই অর্থ সম্পূরণ করেছি, তাই এরা প্রশ্রয় পেয়েছিল, আমার ভুল হয়েছিল মহারাজ···অপরাধী ওরা নয়, অপরাধী আমি, হয় রাজাধিরাজ আমায় শাস্তি দিন, নয় ওই ক্ষিপ্ত জনতার প্রচণ্ড আক্রোশের মুখে আমায় ফেলে দিন, তারা আমায় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে শেষ করুক···শেষ করুক—শেষ করুক···ওই ওই তারা চীৎকার করছে···শুনুন, ওই উন্মত্ত কোলাহল···

[নেপথ্যে—"কোথায় ! কোথায় ! সেই পাষণ্ড মন্ত্রী, আমরা কোন কথা শুনব না—বিচার চাই ! বিচার ! মহারাজ ! সভাদ্বার রুদ্ধ, দ্বার ভেঙে ফেল। দ্বার ভেঙে ফেল !"]

কাশী-নরেশ। উঠ অভিরাম ! আশ্চর্য্য করলে তুমি আমায়, তুমি

বিচক্ষণ পণ্ডিত রাজনীতিজ্ঞ, তোমার মত এমন বহুদর্শী মন্ত্রী থাকতে, এমন একটা ভুল ব্যাপার হ'য়ে গেল। অপরাধীদের আনতে বল। প্রতিহার দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দাও—সব আসতে দাও…কি চায় তারা…তারা বিদ্রোহ করবে?

(নাগরিকদের প্রবেশ)

১ম নাগ। বিদ্রোহ নয় মহারাজ। আমরা বিচার চাই।

কাশী-নরেশ। বিচার অবশ্যই পাবে নাগরিক, কাশীরাজ্য কোনদিন বিচারে কার্পণ্য করে নাই।

১ম নাগ। মহারাজ! আজ আমরা পীড়িত. মর্ম্মাহত, ক্ষুব্ধ, তাই মহারাজের কাছে আমরা বিচারের জন্য ছুটে এসেছি… মহারাজ! আমরা চিরদিনই রাজশক্তিকে মেনে আসছি, আমরা কাশীরাজ্যের প্রজা, জানি আমাদের দেবতা বিশ্বনাথ, আর জানি নর-দেবতা নরনাথ আপনি।

জনতা। আপনি! আপনি মহারাজ!

১ম নাগ। মহারাজ! কাশীরাজ্য ইতিহাস বিশ্রুত ধর্ম্মরাজ্য, এখানে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সমানাধিকার পেয়েছে। মহামান্য নরপতি ব্রহ্মদত্ত হ'তে আজ পর্য্যন্ত কেউ তা'র সুশাসনের বিরুদ্ধে একটা কথাও বলবার অধিকার পায়নি…উত্তরাপথের কোন বিদেশীও এ পর্য্যন্ত এ রাজ্যে কখন কোন কারণে উৎপীড়িত হয়নি। আজ অকস্মাৎ এ কি দুর্বিনীত অনাচার…রাজকোষাধ্যক্ষ চোর হয়, দণ্ডধর সেই চৌর্য্যের সহায়ক হয়, আর মহামন্ত্রী যার উপরে রাজ্যের সমস্ত কুশলাকুশল নির্ভর করে…তিনি আত্মীয় ব'লে সেই চৌর্য্যের প্রশ্রয় দেন, আর বিদেশী নির্দ্দোষী তক্ষশীলাবাসী সূর্য্যসেনের পুত্র বজ্রসেন

কারাগারে যায়,…আর অন্যায়ে অবিচারে পরের দোষে আমাদের অন্তঃপুরে কন্যা, মাতা লাঞ্ছিত হয়—শুধু তাই? মহামান্য শ্রেষ্ঠীপতি ধনপতির পুত্রের মুণ্ড মশানে লুটায়—এই যদি আজ দেশের অবস্থা হয়, তবে কার আশ্রয়ে কার ভরসায় আমরা সংসার ধর্ম্ম পালন করব। মহারাজ! আমাদের দুর্ব্বিনীত মনে করবেন না, আমরা ক্ষুব্ধ হয়েছি, এই অনাচার দেখে আমাদের প্রাণ কেঁপে উঠছে, আপনি আমাদের পিতা, ত্রাতা, শাস্তা, রক্ষাকর্ত্তা, এ মহা অনাচার হ'তে আমাদের রক্ষা করুন।

জনতা। আমরা বিচার চাই মহারাজ! আমরা বিচার চাই!

কাশী-নরেশ। শান্ত হও জনগণ! সম্ভ্রান্ত নাগরিক মহাশয়! আপনাদের, এ অনুযোগ ও অভিযোগ আমি শুনেছি, সেই জন্যই এই আকস্মিক সভার আয়োজন। ইতিপূর্ব্বে মহামন্ত্রী সকলই আমার কাছে নিবেদন করেছেন। আপনাদের অভিযোগের যাথার্থ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই, আপনাদের এ অভিযোগ ন্যায় ও ধর্ম্ম সঙ্গত, তা আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছি, আর আমিও ন্যায় ও ধর্ম্মবিধি মতে বিচার করব, হ্যাঁ বিচার করব, প্রহরী! সেই অপরাধীদের আমার সম্মুখে আনয়ন কর… দণ্ড দেবার পূর্ব্বে আমি একবার, তাদের দেখব, দণ্ড দেব, নিশ্চয়,—কাশীরাজ্য বিচারে কখন কার্পণ্য করে নাই, আজও কোন কার্পণ্য থাকবে না। নাগরিকগণ! আমি কাশীরাজ্যের

(রোহসেন আগে, পরে বসুবর্ম্ম অপরাধীদ্বয়ের প্রবেশ)

রাজা! যদি তোমরা মনে কর, আমি রাজা হয়েও দণ্ডার্হ, তবে সামান্য নাগরিক প্রজার ন্যায় আমারও বিচার তোমাদের

কাছে হবে। রাজার বিধি-নিষেধ প্রজার পক্ষেও যেমন রাজার পক্ষেও তেমন।

১ম নাগ। মহারাজ! মার্জ্জনা করুন! আপনি আমাদের রাজা, নরদেবতা, ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, ধর্ম্ম-গোপ্তা, পরম বিচারক, চন্দ্র সূর্য্যের তুলাদণ্ডের ন্যায় আপনি ধরিত্রীর মানদণ্ড স্বরূপ···আপনার বিচার আমরা অকুণ্ঠায় মেনে নেব।

[নেপথ্যে জনতা···"ওই যে শ্রেষ্ঠীপতি আসছেন, শ্রেষ্ঠিপতি আসছেন, পথ ছাড়, পথ ছাড়, আসুন, আসুন")

(কাশী-নরেশ সিংহাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন···ধনপতি কর্ণিকারের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন)

কাশী-নরেশ। ধনপতি! ধনপতি! এস বন্ধু এস
আসন গ্রহণ কর, তোমার বন্ধুত্বে
চিরদিন সম্মানিত আমি।

ধনপতি। মহারাজ!
বন্ধুত্বের দাবী ল'য়ে আসি নাই হেথা,—
ও আসন নহে মোর আর, আজি আমি
এই সব ক্ষুব্ধ প্রজা, যারা মর্ম্ম পীড়া
পেয়ে, এসেছে তোমার কাছে, তাহাদেরি
আমি একজন, আসিয়াছি তাহাদেরি
সাথে চাহিতে বিচার···

কাশী-নরেশ। অবশ্য করিব,
বন্ধু সাধ্যে আছে যাহা, ন্যায় মতে, ধর্ম্ম
মতে করিব বিচার···

ধনপতি। ভারত বিশ্রুত

ধাম এই বারাণসী, নরপতি শ্রেষ্ঠ
তুমি যেই সিংহাসনে, সেই রাজ্যে হেন
অবিচার···ভাবিয়োনা রাজা, পুত্র হেতু,
ধনপতি ক্ষুব্ধ, ক্লান্ত, ব্যাকুল অন্তর,
তুলিয়া শোকের ঝড় সিংহাসনতলে
কাঁদিতে এসেছি তাই, তাই চাহি, তাই
চাহি এ বিচার—নহে নহে কভু নহে
মহারাজ, শাস্তি দিয়ে, দণ্ড দিয়ে করি
প্রতিকার, আমার পুত্রেরে কভু
পারিবে কি ফিরাইতে আর···

কাশী-নরেশ। ফিরাইব
কারে, গেছে যেই তমঃ পারাবারে, হায়!
তুমি বল বন্ধু! কি করিতে পারি আমি এবে···

ধনপতি। বুঝিয়াছি, জীবন লইতে পার শুধু
পারনা জীবন দিতে, তবে কিবা হেতু,
এই বিচারের লীলা, এই প্রহসন···
এই রাজ সিংহাসন ধর্ম্ম-অধিকার
অকস্মাৎ আহ্বান এ রাজসভার, মিথ্যা
কেন স্তোক-বাক্য দাও প্রজাগণে—

কাশী-নরেশ। না-না

ধনপতি। ওই তব মহামাত্য গুপ্ত অভিরাম!
দাঁড়ায়ে সম্মুখে, বলি নাই তারে, দশ
গুণ সুবর্ণ অধিক দেব, মুক্তি দাও
বজ্রসেনে, করহ বিচার পুনঃ, ন্যায়

ধর্ম্ম দেখায়ে আমারে, রাজধর্ম্ম শিক্ষা
দিল পুত্রেরে আমার, কহ অভিরাম
তুমি না করিয়াছিলে-রাজ ধর্ম্মাচার,
তুমি না বলিয়াছিলে মোরে, রাজ্যরূপ
তরণীর তুমি কর্ণধার, তবে, তবে
কোথা বজ্রসেন, কেন কেন পরিবর্ত্তে
তার, যার মুণ্ড পুত্রের আমার,...শুন
মহারাজ! পুনঃ বলি পুত্র হেতু নাহি
করি ক্ষোভ, নাহি ক্রোধ, অন্যায় করিতে
রোধ সত্য প্রতিষ্ঠায়, পুত্র দেছে প্রাণ,
ধন্য আমি তায়, সত্য কহি, নাহি কোন
ক্রোধ, যদি হ'ত ক্রোধ পুত্রের মরণ
হেতু, মহারাজ! প্রতিশোধ স্পৃহা যদি
জাগিত এ চিতে, তবে, তবে, তবে
সমগ্র রাজন্য-চক্র হ'ত আলোড়িত
আর্য্যাবর্ত্তে আজি তবে ভূমিকম্প হ'ত
বিচার! বিচার! হায়, মহারাজ...লজ্জা আসে
জিহ্বা করে রোধ, কহিতে সে সব কথা,
এই অভিরাম, আমি করি অভিযোগ
অপরাধী এই তব মহামন্ত্রী, এই অভিরাম...

অভিরাম। করেছি স্বীকার, পুনঃ কহি
আমি অপরাধী...করুন বিচার মোর!

[নেপথ্যে চন্দনক—ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও। আমি রাজার সামনে যাবো, ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—

জনতা। বাতুল! বাতুল! উন্মাদ! উন্মাদ!

কাশী-নরেশ। কি, কি, কিসের ও কলরব—

(প্রহরীর হাত ছাড়াইয়া দ্রুতবেগে চন্দনকের প্রবেশ)

জনতা। বাতুল! বাতুল! উন্মাদ! উন্মাদ!

চন্দনক। হ্যাঁ, শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর—হ্যাঁ, বাতুল নয় মহারাজ বাতুল নয়, বাতুল এই এঁরা যাঁরা আমায় বলেন—হা হা হা—মহারাজ এ সব বড় বড় দেবতারা কিছু করেন নি, যা করেছি সে আমি, ধর্ম্ম অবতার! সূক্ষ্ম বিচারক···আমি অপরাধী—

কাশী নরেশ। উন্মাদ লক্ষণ সব! কেবা তুমি, কিবা
প্রয়োজন, নিঃশঙ্কোচে বল...

চন্দনক। সঙ্কোচ রাখিনি, মহারাজ, আর প্রাণটা কোন জায়গায় এতটুকু কুঁচকে নেই, সঙ্কোচ থাকলে, রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যেতাম। আমায় যদি বাতুল ঠাওরান, তবে মহারাজ, হে হে হে—অনেকেই প্রায় তাই···

ধনপতি। ধর্ম্মপতি!
বাতুল এ ব্যক্তি নহে, বাতুল আমরা
যারা করি এই বিচারের ভাণ, এই
ধর্ম্ম ন্যায় নিয়ে করি শুধু ছেলে খেলা!

চন্দনক। বলুন, বলুনত' শ্রেষ্ঠীপতি আপনি মানীলোক, সম্মানী লোক, আপনিই বলুন, চুরি করলুম আমি, ছোরা মারলুম আমি, ধরিয়ে দিলুম আমি, সুবর্ণ খেলে ওই বসুবর্ম্ম নগরপাল মহাশয়—স্ফূর্ত্তি করলেন কোষাধ্যক্ষ রোহসেন, রাজদণ্ড হ'ল বজ্রসেনের, আর শনির দৃষ্টিতে কথেকে যে মাথাটা উড়ে গেল উত্তীয়

শ্রেষ্ঠীর, ওইটে বুঝতে পারলুম না মহারাজ পাগল কি না… কি নগরপাল মশায় ঠিক বলছিত'—আচ্ছা শ্রেষ্ঠি-মশায় আপনি বলুন,…দেখুন রঙ্গিনীকে বললুম, রোহসেনের বিপদ স্বুবর্ণ দে, দিলেনা বজ্রসেনের বুকে ছোরা বসিয়ে চুরি করলুম; আপনার রাজকোষের থলি নগরপাল হাতে দিলে, আগেওত' ওই তিন জনে মিলে চুরি করেছিলুম। বাস্ তাই দিয়ে না, দিলুম বজ্রসেনকে ধরিয়ে, দিলে ঠেলে কারাগারে কোথা থেকে যে উত্তীয়ের মাথাটা উড়ে গেল, তাত' ধরতে পারলুন না…আপনারা বলছেন, আমি পাগল, এই দেখুন বজ্রসেনের ছাড়-পত্র—তক্ষশীলার বণিক—মহাপদ্মনিধি সূর্য্যসেনের ছেলে, এই দেখুন তক্ষশীলার—রাজ-মুদ্রাক্ষণের ছাপ…হুঁ…আমি পাগল…

বসুবর্ম্ম। লোকটা একেবারে পাগল মহারাজ। বিচার করবেন—

কাশী-নরেশ। স্তব্ধ হও।…হ্যাঁ বল তোমার আর কি বলবার আছে।

চন্দনক। ধর্ম্ম অবতার আমি—আপনি সুক্ষ্ম বিচারক, বেশ—বিচার করুন আমার মত বড় বড় পাপ করে' কতক্ষণ মাথার ঠিক রাখি, আমিওত' মানুষ, মানুষের হাত-পা সবই, ছেলে বেলায় পেটের দায়ে চুরি করতে শিখেছি, এখন পেটের দায় যদি ঘুচ্‌ল, অন্য দায় এল, হলেম জুয়ার আড্ডার সভিক—বাস হল গণিকা পল্লীতে, বন্ধু হলেন—যিনি চোর ধরেন, মহাজন হলেন রাজকোষ, দরকার হ'লে মেয়ে মানুষ যোগাই—কিন্তু দেখুন উত্তীয়টা যে মারা গেল কেন, এটা ধরতে পারলুম না, পাগল কি না, মাথাটা ঠিক নেই,… কলজেটা কেমন যেন জ্বলে জ্বলে উঠ্‌ছে—আর পাচ্ছিনি—ধর্ম্মঅবতার, ওঃ রঙ্গিণী আমায় কি ভালই বাসত, তার গলা টিপে, রাস্তায় ফেলে শেষ করে এলুম, সেটাও বা বাকী থাকে

কেন, খুন করলুম, এই প্রহরীদের জিজ্ঞাসা করুন, আমি ডেকে ওদের বলেছি কিনা, এই খুন করলুম, আমায় ধর, আমায় ধর··· আপনার এই প্রহরীরা এত' বোকা ধরলে না, বললে কি স্বাক্ষী কোথা, আমি খুন করলাম, নিজে, দেখলে ভগবান, ভগবান স্বাক্ষী—দেখুন মহারাজ কি বোকা প্রহরী, ভগবান স্বাক্ষী মানল না আমায় ছেড়ে দিলে...ধর্ম্মঅবতার। ধর্ম্মঅবতার। রাজ-ঘাতককে নাগরিকরা মেরে গুঁড়িয়ে দিলে, আর আমার গায়ে আঁচটী লাগল না···আমার এ কথা শুনলে লোকে পাগল হ'য়ে যায়, আর আমায় বলে পাগল···হা-হা-হা-হা। তা বেশ। আমিইত' অপরাধী, আমার বিচার হ'লেই, ওদের আপনিই সব হ'য়ে যাবে, কি বলেন শ্রেষ্ঠিপতি, আমি পাগল, কিন্তু ঠিক কথা বলছি...

কাশী-নরেশ। করিব বিচার, রাজা আমি ন্যায় দাতা
ধর্ম্মগোপ্তা, করিব বিচার, রোহসেন
শ্রেষ্ঠ অপরাধী তুমি, তোমার বিচার
চোর বলি লিখে দিবে ও ললাটে তব,
যাবৎ জীবন ততদিন অন্ধকার খনি-
গর্ভে করি পরিশ্রম লভিবে জীবিকা,
যে দিন হইবে শেষ জীবনের লীলা,
ও দেহ অস্পৃশ্য বলি বারাণসী সীমা
অতিক্রমি, ফেলে দিবে বরুণার তীরে,
শৃগাল কুক্কুর ভক্ষ্য হ'বে শব দেহ...

রোহসেন। মহারাজ! তার চেয়ে মৃত্যুদিন মোরে!

কাশী-নরেশ। ল'য়ে যাও,—তুমি দণ্ডধর, তুমি,
তুমি বজ্রবর্ম্ম, তোমা' পরে ছিল

তার রাজ্যে শান্তি, প্রজার রক্ষণ,
স্বাস্থ্য ও কল্যাণ ; তুমি তাহা কর নাই
শুধু করিয়াছ চৌর্য্যের প্রতিষ্ঠা, ঘরে
ঘরে করিয়াছ অনাচার, অত্যাচার
অস্বাস্থ্য মারক-বীজ করেছ বপন
মন্ত্রীচক্ষে দিয়া ধূলি, ধর্ম্মেরে ইঙ্গিতে
রাখি, যা কিছু অন্যায়, সাধন করেছ
সব, শাস্তি তব আরো গুরুতর, তুমি
দণ্ডধর ! মহাদণ্ড তোমা তরে
রাজধানী কেন্দ্রস্থলে যত পণ্যবীথি
তা'রি মাঝে মঞ্চোপরি বাঁধি কুক্কুরের
ভক্ষ্য হ'বে—এই চরম তোমার···

বসুবর্ম্ম। মহারাজ ! মহারাজ !

কাশী-নরেশ। নাহি লাজ আরেরে কুক্কুর !...যাও ল'য়ে—

চন্দনক। রাজাধিরাজ ! চমৎকার ! চমৎকার। বিচার হ'ল, আপনার মুখে ফুলচন্নন পড়ুক, কিন্তু ধর্ম্মঅবতার, আমার কি শাস্তি হবে··· আমি উতলা হ'য়ে পড়েছি, আগে আমায় দেওয়াইত বিধি ছিল,··· বন্ধুরা সব যে যার ভাগ্যে বেশ করে নিলে আমার একটা গতি করে দিন।

কাশী-নরেশ। মুক্ত তুমি।

চন্দনক। মুক্ত ! মুক্ত !···অবিচার ! অবিচার ! অবিচার করবেন.না মহারাজ। দোহাই মহারাজ ! অবিচার করবেন না···একি বিচার হ'ল মহারাজ। যারা আমার পাল্লায় পড়ে চোর ছ্যাঁচড় হ'ল, তারা পেল শাস্তি, আর আমার বেলাই—মহারাজ কৃপণ হলেন। অবিচার।

অবিচার।···না না মানুষে বিচার করতে জানে না। কেউ বিচার করতে জানে না···

কাশী-নরেশ। রে বাতুল! শিরায় শিরায়
স্নায়ু-কেন্দ্রে, বক্ষমাঝে যে আগুন জ্বলে
তুঁষের আগুন মত, সেই তব শ্রেষ্ঠ
শাস্তি···নিজকৃত কর্ম্ম হোক, নিজকৃত
ভোগ···যাও···

চন্দনক। না-না, না, কেউ শাস্তি দিতে জানে না। ভগবান! তুমি শাস্তি দাও, তুমি শাস্তি দাও, তুমি! তুমি! তুমিই একমাত্র গতি···দাও শাস্তি, দাও শাস্তি···

[বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত।

অভিরাম। মহারাজ!

কাশী-নরেশ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, বাকী তুমি
মহামন্ত্রী রাজত্বের কর্ণধার মোর
তোমার বিচার করিবার শক্তি নাই
মোর, এই রাজসভা মাঝে পারে যদি
কেহ, পারে শ্রেষ্ঠী ধনপতি, ধনপতি!
বন্ধু তোমা 'পরে মন্ত্রীর বিচার ভার।

(অভিরাম গুপ্তের হাত ধরিয়া তুলিয়া মন্ত্রীর আসনে বসাইয়া দিলেন)

ধনপতি। মহারাজ! এই বিচার আমার
রহ চিরদিন রাজধর্ম্ম পথে···

অভিরাম। এর চেয়ে
মৃত্যু দণ্ড ছিল মোর ভাল, সঙ্গীহীন

এই দীর্ঘ জীবনের অবসান কালে
আর কেন দেন গুরু ভার।

কাশী-নরেশ। গুরুপাপে
হয় গুরু শাস্তি। বারাণসী প্রজাগণ!
নাগরিকগণ! কহ, হল কি বিচার,
যদি কার' হয় অন্যমত নিঃসঙ্কোচে—
কহ—বল...

জনতা। জয় মহারাজ—
জয় কাশী-নরেশ—

কর্ণিকার। (অগ্রসর হইয়া) হয়নি বিচার...মহারাজ!

কাশী-নরেশ। মা, মা, একি
কথা, হয়নি বিচার?...

কর্ণিকার। হয় নাই রাজা,
সত্য যেই অপরাধী, বারাণসী পুরী
মাঝে করে অবস্থান।

কাশী-নরেশ। সত্য অপরাধী?

কর্ণিকার। হাঁ হাঁ অপরাধ করে যেই...সেই,
অপরাধী—একথা কি আমারে বুঝাতে
হ'বে তোমারে রাজন্!

কাশী-নরেশ। কেবা সেই
কহ, দিব শাস্তি, রাজা আমি, বল, কেবা?

কর্ণিকার। আশ্রিত পালক, আপনারি আশ্রিত সে...

কাশী-নরেশ। আমারি আশ্রিত, কে—কে...একি অনুযোগ
তীব্র ভাষা, ঈর্ষ্যাবহ্নি জলে, ওই আঁখি

বহ্নি-রক্ত-মাখা—কহ কন্যা কেবা সেই !

কর্ণিকার। মহারাজ ! চক্ষুকে ঠারিলে মন সঙ্গে
নাহি যায়, সত্য যেই দণ্ড যোগ্য আজ
দাও দণ্ড তা'রে, নহে দণ্ডার্হ রাজন্
আপনি, আপনি তুমি !

কাশী-নরেশ। সত্য যদি দণ্ড
যোগ্য হই আমি, শুন কর্ণিকার, কন্যা
সমা তুমি মোর, স্বাক্ষী করি বিশ্বনাথ
স্পর্শ করি এই সিংহাসন, স্বাক্ষী হোক্
এই বারাণসী প্রজার মণ্ডলী, নিজ
দণ্ড ল'ব নিজ হাতে, প্রজাসম এই
রাজসভা মাঝে, প্রজার বিচারে, ল'ব
দণ্ড—কহ কন্যা—কেবা সেই অপরাধী।

কর্ণিকার। সেই বারবিলাসিনী, যার দম্ভ তেজ
বিশ্বনাথ মন্দিরের চূড়া ছাড়াইয়া
ঊর্দ্ধে উঠে, যার অর্থে যার উপদানে তুষ্ট
যত রাজ কর্ম্মচারী, যার পাপে গণিকা বীথিতে
শুধু নয়, এই পুণ্যময়ী
বারাণসী পথশীলা আজ মহাতাপে
বিষ-দিগ্ধ সম আতপ্ত জর্জ্জর—সেই
নারী, সেই শ্যামা···

কাশী-নরেশ! দিব দণ্ড ! দিব দণ্ড
প্রাসাদ নর্ত্তকী শ্যামা, নিশ্চয় ! নিশ্চয় !
সেই লাজহীনা প্রস্তর কঠিনা সেই

দর্পিতা সর্পিণী মন্ত্রী, কোথা শ্যামা—

অভিরাম। পাইনি সন্ধান তা'র, শুনি,—

কাশী-নরেশ শুধু শুনি!

কারাধ্যক্ষ কোথা? কোথা বজ্রসেন, কোথা—

অভিরাম বজ্রসেন কারাগার হ'তে পলায়েছে

শ্যামা ল'য়ে, নিশি তৃতীয় প্রহরে—

(পুরঞ্জয়ের প্রবেশ ও অভিবাদন)

অবধান মহারাজ! বজ্রসেন যায়

নাই শ্যামা ল'য়ে, আমি দিছি মুক্ত করি

কারাদ্বার, শ্যামা লয়ে গেছে' বজ্রসেন।

কাশী-নরেশ তুমি পুরঞ্জয়! মুক্ত ক'রে দিলে তা'রে

কাহার আদেশে?

প্রভু উত্তীয়ের, আর

নিজ ধর্ম্ম-জ্ঞানে!

কাশী-নরেশ। এর অর্থ, রাজদ্রোহী!

মহারাজ! হ'তে পারে আমি রাজদ্রোহী—

কিন্তু ধর্ম্মদ্রোহী নই, নই সত্যদ্রোহী,

নই আত্মদ্রোহী—সত্য কথা ভয় শূন্য

হ'য়ে কহিলে যে হয় রাজদ্রোহী, আজ

শিখি তোমা কাছে ওগো নরনাথ! হ'বে

আমি তবে ঘোর রাজদ্রোহী! মিথ্যাজালে

জড়াইয়া যা'রে চোর বলি বন্দী করে

নগর-রক্ষক, যে সত্য প্রমাণ দিতে

প্রভু উত্তীয় আমার, দিল প্রাণ মিথ্যা

ষড়যন্ত্রে পড়ি, যাহার সাহায্য হেতু
মুক্ত করি' দিনু কারাঘার, তাহে যদি
হ'য়ে থাকি রাজদ্রোহী, ওগো নরনাথ
দাও দণ্ড ল'ব নত শিরে···
যবে মহারাজ! বধ্যভূমে ল'য়ে যায়
উত্তীয় শ্রেষ্ঠীরে আমি বলেছিনু ওই
তব দণ্ডধরে, সাবধান! সাবধান!
এ শ্রেষ্ঠী উত্তীয়, বজ্রসেন নয় হত্যা
করিয়ো না এঁরে, তব দণ্ডধর শুনে
নাই কথা, কানে তোলে নাই সে আভাষ
মোর···মহারাজ! শুধু আমার এ ভ্রমে
প্রাণ গেল উত্তীয় শ্রেষ্ঠীর, হায়! হায়
প্রাণদাতা ধর্ম্মত্রাতা মোর, ভগবান!
বিচারক তুমি, তুমি করহ বিচার
মোর···

নরেশ। আশ্চর্য্য এ, কবির-কল্পনা সম
অপূর্ব্ব এ অঘটন-ঘটন-রটনা।
মন্ত্রী শীঘ্র লহ সন্ধান শ্যামার, দেখ
কোথা বজ্রসেন, পাতি পাতি খুঁজে দেখ,
দিব দণ্ড সেই কাশীর পাষাণী-বক্ষ
দীর্ণ করি ছিঁড়ে লব পাপ, কর ত্বরা।

কর্ণিকার মহারাজ, আমারে ক্ষমতা দিন।

ধনপতি। সে কি—
কর্ণিকার, তুমি···

কণিকার। আমার সর্ব্বস্ব সেই
করেছে হরণ, তারে আমি নিজ হাতে
শাস্তি দিতে চাই, আমি ছাড়া আর কেহ
পারিবে না ধরিতে শ্যামারে ;

কাশী-নরেশ। ভাল কথা,
সমগ্র ক্ষমতা দিলাম তোমায়, মা আমার
যখন যেখানে যা'বে, যা চাহিবে তুমি
সমগ্র এ রাজশক্তি রহিল তোমার তরে
আন, আন ধরে সেই পাপিণীরে ; দিব
দণ্ড, যে দণ্ড বলিবে তুমি, আন তা'রে···

কণিকার। জয় মহারাজ ! কাশীনরনাথ জয় !

পঞ্চম অঙ্ক

বরুণাতীরে উত্তীয়ের উদ্যান বাটীকার কক্ষ
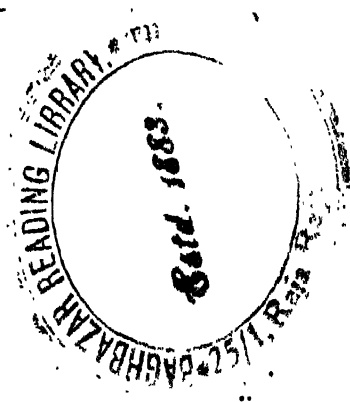
শ্যামা ও বজ্রসেন

শ্যামা। (পান করিতে করিতে সহসা বজ্রসেনের হাত ধরিয়া)
না-না, বলিতেই হবে—

বজ্রসেন। শ্যামা—

শ্যামা। আঁখিঠারে
ভুলিব না আমি, বল বল, কতখানি
ভালবাস মোরে ?

বজ্রসেন। ভালবাসা তুলাদণ্ড
দিয়ে কে কবে করেছে পরিমাণ, এও'
কি বলিতে হ'বে ? সীমাহীন, অন্ত কোথা···

শ্যামা। অন্তঃ নাই তা'র ? একেবারে সে অনন্ত ?

বজ্রসেন। এ সৃষ্টিতে নাই দিতে উপমা তাহার
এ সৃষ্টিতে নাহি ধরে···

শ্যামা। ও—সৃষ্টিছাড়া তবে—
সে ভালবাসা তব ?

বজ্রসেন। পারি যদি নব
ধরা, নব স্বর্গ করিতে সৃজন···

শ্যামা। সত্য ?

সত্য, এতখানি ভালবাস মোরে! সত্য ?
এখন বলিছ এই—এর পর···যবে—

বজ্রসেন। জীবনের জীবন আমার, এ প্রাণের
দীপশিখা তুমি, ওই আঁখির আলোকে
জাগিয়াছে মোর নব জীবন-আভাস,—
মনে হয়, সপ্তসিন্ধু দ্যুলোক ভূলোক
মহাকালে যাক্, মিশে যাক্, শুধু তুমি
শুধু তুমি, শুধু আমি, তুমি হ'য়ে থাকি···

(শ্যামা শুধু পান করিতে লাগিল—আর মাঝে মাঝে যেন চমকিয়া উঠিতেছে ও এক-একবার যেন অন্যমনস্ক হইয়া উঠে—আবার কটাক্ষের সঙ্গে হাসি)

কিন্তু প্রিয়ে, বল, তুমি মোরে কতখানি
ভালবাস ?

শ্যামা। আমি ? আমি, আমি বিলাসিনী—
জীবন! সেত বিলাস আমার, কালকল্পে
রূপভরা অপরূপ তনু, শুধু ছন্দ,
শুধু গান, শুধু তান-লয়ে সুরে রসে···

(গান)

জীবন আমার স্বপন তরী
ভেসে চলেছি।
ঘুম-জড়ানো মরাল যেমন
পাখা মেলেছি॥
চাঁদের আলো চাইছে
আমার পানে

মিলন হাওয়ায় লহর দোলায়
পাথার কানে কানে
সেই তরীতে তুমি নেয়ে, কোথায় চলেছি...
জীবন-মরণ ব্যথায় আঁচল ভরে নিয়েছি—
ঘুম-জড়ানো মরাল যেমন পাখা মেলেছি ॥

বজ্রসেন কি কুহক! তুমি তরী স্বপনের...

(রত্নকেতু দূতের প্রবেশ)

রত্নকেতু। তরণী প্রস্তুত দেবি! আর সময় নেই, তক্ষশীলায় যেতে হলে, এই মুহূর্ত্তেই...

বজ্রসেন। তরণী প্রস্তুত, মোরাও প্রস্তুত হই
তবে, চল প্রিয়ে দুই জনে যাই
তক্ষশীলা, সময়ত' নাই আর,

(বাতায়নের দিকে চাহিয়া)

নীল ঘন কাজলের মত মেঘ, ঝড় বুঝি
উঠিবে এখনি, শ্যামা ত্বরা ক'রে নাও...
এস এস,

[বজ্রসেন নিষ্ক্রান্ত।

(যে দিকে বজ্রসেন চলিয়া গেল সেই দিকে অতি সতর্কভাবে চাহিয়া অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া দূতকে জিজ্ঞাসা করিল)

শ্যামা। তুমি, তুমি, পুরঞ্জয়ের—

রত্নকেতু। হ্যাঁ দেবি! আমি রত্নকেতু, তাঁর কাছ থেকেই আমি আসছি,

শ্যামা। অ...সব ঠিক! কত রাত্রি?

রত্নকেতু। রাত প্রায় তিন প্রহর হ'য়ে গেছে।

শ্যামা। তিন প্রহর হ'য়ে গেছে, তিনপ্রহর, কই বিশ্বনাথের দামামা ঘণ্টাত' শুনতে পাই নি।

রত্নকেতু। বিশ্বনাথের দামামা আর এখন তিন দিনত' শোনা যা'বে না দেবি!

শ্যামা। কেন?

রত্নকেতু। রাজার আদেশ, তিনদিন কেউ বিশ্বনাথ দর্শন ক'রতে পা'রবে না, তিনদিন তাঁ'র দামামা ঘণ্টা বাজবে না, সারা কাশী অশৌচ গ্রহণ করেছে···

শ্যামা। অশৌচ? কেন, কেন, কি হয়েছে, কে···

রত্নকেতু। আপনি সেই রাত্রে চলে এসেছেন, কিছুই শোনেন নি···

শ্যামা। না—কি

রত্নকেতু। উত্তীয়!

শ্যামা। হ্যাঁ হ্যাঁ শ্রেষ্ঠীপতি উত্তীয়,···ওকি—তবে, ওকি তোমার মুখ অমন বিবর্ণ হয়ে গেল কেন, তোমার ঠোঁট কাঁপছে, বল বল তবে কি উত্তীয়···

রত্নকেতু। তাঁকে চোরের বদলে মশানে হত্যা···

শ্যামা। অ্যাঁ···

(গলার ফুলের মালা অতর্কিতে ছিঁড়িয়া গেল, ফুলগুলা ও মালা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। শ্যামা অসম্ভব যন্ত্রণার ভঙ্গীতে কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল···তারপর উঠিয়া আবার চঞ্চল চরণে পদচারণা করিতে লাগিল)

রত্নকেতু। দেবি! দেবি!

শ্যামা। চুপ, চুপ···এমন যে হ'বে তা আগে ঠিক বুঝিনি, ভাবি নি,

অঁ্যা তবে হ'য়ে গেছে···উত্তীয়কে তারা···ওঃ···হ'য়ে গেছে···কিন্তু ধনপতি শ্রেষ্ঠীর পুত্র···তাকে বারাণসীর মশানে···

রত্নকেতু। দেবি! সে কথা ভাববার এখন সময় নেই···

শ্যামা। না-না আমারই জন্যে ইচ্ছে করেই, ইচ্ছে করেই—মরণ জয়ের মালা···

(একবার যেন বজ্রসেনের পদশব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিল)

রত্নকেতু। দেবি! আর ত' সময় নেই, রাজার নৌকো বত্রিশ দাঁড় ফেলে তীরের মত সন্ সন্ ক'রে আসছে, এসে পড়ল বলে···

শ্যামা। তা, হ'লে ইচ্ছে করেই, ইচ্ছে করেই, নইলে কাল-ভৈরবের সাধ্য কি যে উত্তীয়ের···

রত্নকেতু। দেবি এখন এক লহমাও নষ্ট করলে বিপদ হ'বে, এখনি পালাবার পথ করুন, আমি ঘাটে নৌকো লাগিয়েছি—চলুন, চলুন, এখনও নৌকো ছেড়ে দিতে পারলে প্রয়াগের পথে এগিয়ে যেতে পারব—এখনি—ওহো—হ্যঁা পুরঞ্জয় এই পত্রখানা দিয়েছেন।

শ্যামা। (পত্র পড়িতে পড়িতে) উত্তীয়ের চিঠি···হ্যাঁ উত্তীয়েরই হাতের লেখা···(মাথায় ঠেকাইয়া) দেবতা! দেবতা! অতনু পাবক-শিখা!···কি—কি···আশীর্ব্বাদ···সুখী হও···হা-হা-হা-হা-হা··· কত সুখ, কত সুখ···সুখের আগুন এইবার লক্-লক্ ক'রে জ্বলে উঠেছে—পঞ্চ দীপ শিখার আহুতির দেহ, রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ পাঁচটা শিখাই জ্বলে উঠেছে আর ভয় কি···সুখ সুখ···

রত্নকেতু। দেবি! আর সময় নেই, দেরী করবেন না, ওই ওই, দাঁড়ের শব্দ জলে উঠছে, তীরের মত আসছে; এল বলে, চলুন, চলুন, এখনি পালান—

শ্যামা। পালাব কেন, অ, পালাব…আচ্ছা তুমি যাও…তোমার ভয়…

রত্নকেতু। দেবি! ভয় আমার নয়, জীবনের ভয় আমাদের নেই দেবি, ভয় করি শুধু সত্যকে, প্রভু উত্তীয়ের কাছে আমরা সত্যে বদ্ধ, দেবি—আপনাদের উভয়ের জীবন রক্ষার জন্য সত্যে বদ্ধ, আমাদের প্রাণ থাকতে, আপনাদের কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে পারবে না—প্রভু উত্তীয়ের আদেশ—

শ্যামা। তোমরা?

রত্নকেতু। বিশজন সৈনিক এ প্রাসাদ রক্ষা করছে—আপনাদের চলে যাবার মুহূর্ত্ত আগে পর্য্যন্ত স্বয়ং কাশী-নরেশও প্রবেশ করতে চাইলে তারা প্রাণ তুচ্ছ ক'রে বাধা দেবে; কিন্তু আর দেরী নয় চলুন।

শ্যামা। তুমি যাও রত্নকেতু।

রত্নকেতু। আপনি?

শ্যামা। আমি—(হাসিয়া) পালাব—পালাব! শোন তুমি দেখেছ মশানে যখন—

রত্নকেতু। না দেবি! মশানে দেখিনি আমরা তখন আপনাদের পলায়নের ব্যবস্থা করছিলাম—বহুস্বুবর্ণ বস্ত্র খাদ্য সমস্ত নৌকোয় আছে—চলুন…

শ্যামা। কিন্তু তোমরা দেখতে যাওনি?

রত্নকেতু। না—তাঁর শবদেহ যখন বারাণসীর রাজপথ দিয়ে নিয়ে যায়, তখন দেখেছি, নগ্নপদে কাশী-নরেশ সেই শবদেহের অনুগমন করছেন, সমস্ত কাশী হা উত্তীয়! হা উত্তীয়!—তাদের কান্নার রোলে উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে, দেবি! দেবি! এতবড় শোকের দৃশ্য…

শ্যামা। আঃ তুমি যাও, তুমি যাও, তুমি যাও…

রত্নকেতু। প্রাণ থাকতে কিন্তু পণরক্ষার ত্রুটী হ'বে না; দেবি! আমরা সত্যে বদ্ধ— [নিজ্রান্ত।

শ্যামা। বিশ্বনাথের দামামা স্তব্ধ ক'রে দিয়েছে—সারা কাশী অশৌচ নিয়েছে, কাশীর শ্মশান উত্তীয়ের রক্তে লাল হ'য়ে গেছে···হা-হা-হা-হা—কতবড় কীর্ত্তি আমার কারণে···বিশ্বনাথ! ওই যে অন্ধকারে তোমার ত্রিশূল ঠক্-ঠক্ ক'রে কাঁপছে—শ্যামার ঝাপট কাঁপবে না···উত্তীয়, উত্তীয়, উত্তীয়···না কাল-ভৈরবের ঘাঁটী পেরিয়ে যাওয়া হ'ল না···

(বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বজ্রসেনের পুনঃ প্রবেশ)

বজ্রসেন। কই, শ্যামা চল, নিশি প্রায় শেষ, চল—
বিলম্ব না কর আর···

(শ্যামা শুধু অসম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িল)

সে কি?
বাণিজ্যের ত'রে এসেছিনু বারাণসী,
অপূর্ব্ব বাণিজ্য মোর তুমি, আলো করি'
উত্তরার পথ, ল'য়ে যা'ব দেশে—ভাগ্য
মোরে করেছিল সর্ব্বহারা, তুচ্ছ সেই
বাণিজ্য সম্ভার, পরিবর্ত্তে তা'র, এই
আলোক-সামান্যরূপা জীবন্ত লক্ষ্মীরে—

(কাছে অগ্রসর হইয়া সাদর সম্ভাষণ করিতে গিয়া চমকিয়া)

একি! ছিন্ন পুষ্প সজ্জা, দলিত কুসুম
পদতলে, কাঁপিতেছে দেহলতা, শ্যামা?

শ্যামা। কাশী ত্যজি একপদ নড়িব না আমি।

বজ্রসেন। একি এ অদ্ভুত কথা···এইত বলিলে,—
তরণী প্রস্তুত···যা'ব মোরা দুইজনে···

(উত্তীয়ের চিঠি সেইখানে পড়িয়াছিল, সেই পত্রের দিকে একবার চাহিয়া—
আবার শ্যামার মুখের দিকে চাহিয়া)

পত্র, কার পত্র, পড়িতে কি পারি ?

(চিঠি তুলিতেই শ্যামা বজ্রসেনের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া নিজের
বক্ষবস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল)

বজ্রসেন। অ—অ—
তাই—তাই কাশী ত্যজি একপদ—অ—অ—
তবে কিবা হেতু রাজদণ্ড হ'তে মোরে
বাঁচালে এমন ক'রে, দিলে প্রাণ, দিলে
ভালবাসা—দেখালে এতেক প্রেম ?

শ্যামা। ছিল প্রয়োজন।

বজ্রসেন। কিবা প্রয়োজন ?

শ্যামা। দেখিলাম
সিংহ সম অপূর্ব্ব পুরুষ, ইচ্ছা হল,
ইচ্ছা হল, জয় করিবারে ;

বজ্রসেন। ওহো, তাই
করিলে বিজয়।

শ্যামা। নিশ্চয় ! নিশ্চয় !

বজ্রসেন। এই
তব ভালবাসা—

শ্যামা। এইত আমার খেলা—
শ্যামা নাম, সারা কাশী জানে মোরে, কভু,
মোহিনীর বেশে শিবেরে ভুলাই, কভু
দামামা ডিণ্ডিম রোলে ভূতেরে নাচাই...

বজ্রসেন। এ কি প্রহেলিকা!

শ্যামা। অতি সাহসিকা, জান
নাকি, নায়িকা গণিকা-মুখ্যা আমি—এই
রীতি মোর, নহে মূল্য দিয়ে কিনে প্রাণ
নিজে সেধে তোমা—

বজ্রসেন। কহ কত মূল্য, আমি
দিব।

শ্যামা। মূল্য দেবে তুমি—হা-হা কোথা পা'বে?

বজ্রসেন। কোথা পাব! তক্ষশীলাবাসী বজ্রসেন,
আমি—কহ কত স্বর্ণ, কতেক রজত
খণ্ড চাহি, ফিরে গিয়ে দেশে, রাজ্যখণ্ড
ক্রয় করি' দিব, কহ—কত মূল্য···

শ্যামা। এক কড়া
কানা কড়ি—ফিরে গিয়ে দেশে—
তাই দিয়ো··

বজ্রসেন। শোন শ্যামা—বিদেশী বণিক আমি,
নাহি জানি কাশীর রহস্য এত, নারী—
তুমি সে প্রথম, যা'র সনে পরিচয়
মোর···পুরুষ যে নারী তরে কতখানি
সহ্য করে, নাহি জানি আমি,

শ্যামা। আর কোন
নারী সনে হয় নাই পরিচয় তব?

বজ্রসেন। না—সহজ সরল আমি, না, নাহি জানি
আর কোন নারী—তোমা সনে পরিচয়ে

প্রেম ভালবাসা, যত কিছু জানিবার—
জানিয়াছি, নারী শুধু ছলনা রহস্য—
যাক্—থাক্ ; জানিতে চাহিনা কিছু, শুধু
দয়া ক'রে এইটুকু বল, কত মূল্য
দিয়ে বাঁচায়েছ জীবন আমার, আর
তোমার ও রাগ-রক্ত ভালবাসা প্রেম,
মূল্য কত তা'র—স্বার্থবাহ আমি, বিনা
মূল্যে ল'ব কেন—নারীর ও প্রেম, কেন…

শ্যামা । ধীরে বন্ধু, অতেক উতলা কেন, স্থির
হও স্বার্থবাহ । প্রাণ নহে পণ্য দ্রব্য
মূল্য দিয়ে কেনা-বেচা দরদাম-কথা
নাই বা করিলে বন্ধু, প্রয়োজন নাই ।

বজ্রসেন । প্রয়োজন যত কিছু সকলি তোমার…

শ্যামা । দেখিতেছি তাই, কাশীর ঈশ্বরী আমি,
জগজন সাধনা কামনা ক'রে যারে
নাহি পায়, সে আজ তোমার পায়, নিজে
যেচে দেয়, দেহ মন আত্মা ইহঃ পরঃ
সর্ব্বস্ব তাহার, বুঝিলে কি তুমি ।
কি বন্ধু !

বজ্রসেন । বুঝিতে দিতেছ কই !

শ্যামা । কি আর বুঝাব !
তোমা তরে দর্প অহঙ্কার, ঘৃণা, লজ্জা,
ভয়, সকলি ত্যজেছি আমি, যাহা কিছু
ছিল গৌরবের, কাশীর পথের ধূলি

সনে মিশে গেছে ধুলা হ'য়ে, নারীতে যা,
নাহি পারে, করিয়াছি তাহা, পুরুষ যা
নাহি পারে, তাহাও করেছি আমি, তা'র
বিনিময়ে, চাও নিয়ে যেতে মোরে
তক্ষশীলা, লক্ষ্মীরূপা কুলবধূ করে'—
অসম্ভব !…হয় না, হয় না বন্ধু, শ্যামা
নাহি হ'তে পারে, কার' কুলবধূ কভু।

বজ্রসেন। বুঝিয়াছি কুলবধূ হওয়া ভাগ্যের
কৃপা চাই শ্যামা—কিন্তু মূল্য —

শ্যামা। হ্যাঁ-হ্যাঁ, মূল্য,
মূল্য দিতে হ'বে, কিনিয়াছি প্রাণ যবে
মূল্য দিতে হবে…আমি দেব…

বজ্রসেন। বিমোহিনী !
কাশীর ঈশ্বরী, কত ছলা জান তুমি
আর…

শ্যামা। ছলা কলা বিদ্যাসম অধ্যয়ন
করিয়াছি আমি, জন্ম হ'তে ছল ধর্ম্মে
ধর্ম্মী শ্যামা, ছলধর্ম্মে ধর্ম্মী যে গণিকা।
কিন্তু হে পুরুষ
কতটুকু পার বুঝিবারে—ছল ত্যজি
সত্য যদি বলি, পারিবে সহিতে তুমি ?

বজ্রসেন। পারিব সহিতে
দয়া ক'রে বল যদি—শুনি শুনি, বল

শ্যামা। সত্য চাও জানিবারে…

বজ্রসেন। চাই,

শ্যামা। (হাসিয়া) আজ থাক্
ওই টুকু ওই টুকু রেখেছি গোপন,
লাজ লজ্জা সকলি দিয়েছি ধরি, ভাবি
নাই পরিণাম, ফিরে যাও তরুণীলা !
বন্ধু ভুলে যাও সব।

বজ্রসেন। ভুলে যাব, ভুলে
যাব, তার আগে উপাড়ি ও হৃদপিণ্ড
ছিঁড়ে ল'ব সব সত্য তব, শীঘ্র কহ।

শ্যামা। হা-হা-হা-হা, হৃদপিণ্ড ল'বে উপাড়িয়া
হৃদয় কি আছে এ শ্যামার,

বজ্রসেন। দেখি তবে—

(সহসা রূঢ় মূর্ত্তিতে শ্যামার বক্ষের বস্ত্র মধ্য হইতে সেই চিঠি ছিনাইয়া লইল)

শ্যামা। ছাড়...ছাড়...

বজ্রসেন। কার পত্র, "আশীর্ব্বাদ, সুখী
হও"—কার পত্র—

শ্যামা। যে আমারে ভালবেসে
নিজ প্রাণ দিয়ে—

(কর্ণিকারের প্রবেশ)

কর্ণিকার। হত্যা করেছিস তা'রে
আরে রে রাক্ষসী···

বজ্রসেন। একি, কে তুমি রমণী !

শ্যামা। কর্ণিকার ; অদৃষ্ট আমার,

কর্ণিকার। ছাড় হাত

ছাড়, মূর্খ তুমি বিদেশী বণিক, ছাড়—

বারনারী মোহে মত্ত অন্ধ, জান মূঢ়,

জান, কত পাপ, কত বড় পাপ,

শ্যামা। থাক্

বলিতে হ'বে না তোমা—করিয়াছি যাহা

নিঃসঙ্কোচে পারে বলিবারে শ্যামা।

কর্ণিকার। এত অহঙ্কার ?

শ্যামা। অহঙ্কার অস্তিত্ব শ্যামার

অহঙ্কারে আজ' আছি বেঁচে, নহে, এত

দিন যা' করেছি···

বজ্রসেন। কি করেছ, তাই কহ—

শ্যামা। হত্যা করিয়াছি—ঊর্দ্ধে ঝুলে রাজ-খড়্গ

বার-মুখে গেছে ইহকাল, পরকালে

মহা শাস্তি ঝুলে, ভয় কারে করে, শ্যামা

নিজ কর্ম্মে নিজে সেই দায়ী, ভয় কারে !

কর্ণিকার। ভয় কারে, ভাল—

[কর্ণিকারের প্রস্থান।

বজ্রসেন। কি এ সব

শ্যামা, কা'রে হত্যা করিয়াছ ?

শ্যামা। যে তোমারে

মুক্ত ক'রে কারাগার হ'তে, ধনপতি

শ্রেষ্ঠীপুত্র···

বজ্রসেন। ধনপতি পুত্র কে, উত্তীয়—
কবি উত্তীয় ?

শ্যামা। হ্যাঁ সেই—বড় ভাল, বড়
ভাল বাসিত আমায়, দেবী বলি ফুল
দিয়া করিত আমার পূজা, সেই তব
চৌর্য্য অপরাধ কলঙ্ক পসরা ল'য়ে
শিরে, দেছে প্রাণ ঘাতকের···

বজ্রসেন। কি ! কি !

শ্যামা। দেছে
প্রাণ ঘাতকের হাতে, বাঁচাতে তোমায়···

বজ্রসেন। ফুল দিয়া পায়, যে করিত পূজা, হত্যা
করেছিস তা'রে···আরে ভারত-বিশ্রুত
কবি উত্তীয়েরে···

শ্যামা। যে দিন প্রথম তোমা
হেরিনু প্রভাতে, ওই দিব্য রূপ তব,
অন্তরের অন্তঃস্থল হ'তে কেবা যেন
কহিল আমায়, ওরে এই সেই, যার
তরে যুগ হ'তে যুগান্তর, জন্ম হ'তে
জন্মান্তরে, যার প্রতীক্ষায় আছি—

বজ্রসেন। রাখ
রাখ তব, ঘন কাব্যচ্ছটা, বিলাসিনী
আরেরে নাগিণী, দংশি একে পুনঃ কর
সেই বিষের উদ্গার ?

শ্যামা। আর' শোন, আমি

তা'রে পারিনি বাসিতে ভাল, তবু সেই
মহাভাগ অগ্নিঃ শুদ্ধ নিঃস্বার্থ পরাণ
নিজ প্রেমে করি মহাত্যাগ, আমাতরে
বাঁচাতে তোমায়…

বজ্রসেন। কি বলিলি ?

শ্যামা। সত্য যাহা,
জানিবারে চেয়েছিলে তুমি, তোমা' লাগি
এই মহাপাপ করিয়াছি আমি,

বজ্রসেন। আমা'
লাগি, আরে দুষ্টা বারবিলাসিনী,

শ্যামা। হা-হা
পুরাতন, অতি পুরাতন সম্বোধন
বন্ধু ! জানি পুরুষে না পারে সহিবারে—

বজ্রসেন। এই হত্যা করি' বাঁচায়েছ মোরে—

শ্যামা। হাঁ করিয়াছি।

বজ্রসেন। করিয়াছ ?
আরে রে নাগিনী কালরূপা মিথ্যাময়ী,
মিথ্যারে মধুর রসে ভরি, ছলনার
কালকূট রাখি সংগোপনে, বল প্রেম
বল ভালবাসা,—আমা লাগি, আমা লাগি,
কে তো'রে সাধিয়াছিল বল, এই ক'রে
এই হত্যা ক'রে বাঁচাতে আমায়, তোর
পাপ মূল্যে কেনা ধিক্কৃত জীবন ল'য়ে
আমি বজ্রসেন, হব তোর সহচর

ঘৃণ্য লালসার, যোগাব ইন্ধন, যাও···

শ্যামা। ছাড়িব না, ছাড়িব না, রক্ষা কর, নিজ
হাতে শাস্তি দিয়ে যাও, রক্ষা কর এই
ঘৃণ্য অপমান হ'তে, ছায় রাজরক্ষী
আসে খড়্গ তুলি তার, রক্ষা কর, রক্ষা···
মৃত্যুরে না ডরে শ্যামা—নিজ হাতে শাস্তি
দিয়ে যাও···ছাড়িব না,

বজ্রসেন। ছাড়িবি না, তবু
ছাড়িবি না···আরে আরে···বারনারী,

[গলা টিপিয়া ফেলিয়া দিয়া বজ্রসেনের প্রস্থান।

শ্যামা। (মাটিতে পড়িয়া লুটাইতে লুটাইতে)
ছাড়িবি না ওরে
বারনারী !

(কর্ণিকার ও রক্ষীদ্বয়ের প্রবেশ)

কর্ণিকার। কর বন্দী, একি কোথা গেল
বজ্রসেন...

প্রথম রক্ষী। এযে—

কর্ণিকার। একি, কে করিল হেন
দশা তব—একি···শ্যামা···

শ্যামা। মরণ এবার পরিয়ে দিলে
আমার জয়ের মালা।
শেষ হ'ল বোন, নটীর নাটের পালা॥

কর্ণিকার। স্থির হও প্রাণ, একি এসেছিলি শাস্তি

তা'রে পারিনি বাসিতে ভাল, তবু সেই
মহাভাগ অগ্নিঃ শুদ্ধ নিঃস্বার্থ পরাণ
নিজ প্রেমে করি মহাত্যাগ, আমাতরে
বাঁচাতে তোমায়...

বজ্রসেন। কি বলিলি ?

শ্যামা। সত্য যাহা,
জানিবারে চেয়েছিলে তুমি, তোমা' লাগি
এই মহাপাপ করিয়াছি আমি,

বজ্রসেন। আমা'
লাগি, আরে দুষ্টা বারবিলাসিনী,

শ্যামা। হা-হা
পুরাতন, অতি পুরাতন সম্বোধন
বন্ধু! জানি পুরুষে না পারে সহিবারে—

বজ্রসেন। এই হত্যা করি' বাঁচায়েছ মোরে—

শ্যামা। হাঁ করিয়াছি।

বজ্রসেন। করিয়াছ ?
আরে রে নাগিনী কালরূপা মিথ্যাময়ী,
মিথ্যারে মধুর রসে ভরি, ছলনার
কালকূট রাখি সংগোপনে, বল প্রেম
বল ভালবাসা,—আমা লাগি, আমা লাগি,
কে তো'রে সাধিয়াছিল বল, এই ক'রে
এই হত্যা ক'রে বাঁচাতে আমায়, তোর
পাপ মূল্যে কেনা ধিক্কৃত জীবন ল'য়ে
আমি বজ্রসেন, হব তোর সহচর

ঘৃণ্য লালসার, যোগাব ইন্ধন, যাও…

শ্যামা। ছাড়িব না, ছাড়িব না, রক্ষা কর, নিজ
হাতে শাস্তি দিয়ে যাও, রক্ষা কর এই
ঘৃণ্য অপমান হ'তে, ছার রাজরক্ষী
আসে খড়্গ তুলি তার, রক্ষা কর, রক্ষা…
মৃত্যুরে না ডরে শ্যামা—নিজ হাতে শাস্তি
দিয়ে যাও…ছাড়িব না,

বজ্রসেন। ছাড়িবি না, তবু
ছাড়িবি না…আরে আরে…বারনারী,

[গলা টিপিয়া ফেলিয়া দিয়া বজ্রসেনের প্রস্থান।

শ্যামা (মাটিতে পড়িয়া লুটাইতে লুটাইতে)
ছাড়িবি না ওরে
বারনারী !

(কর্ণিকার ও রক্ষীদ্বয়ের প্রবেশ)

কর্ণিকার। কর বন্দী, একি কোথা গেল
বজ্রসেন…

প্রথম রক্ষী। এযে—

কর্ণিকার। একি, কে করিল হেন
দশা তব—একি…শ্যামা…

শ্যামা। মরণ এবার পরিয়ে দিলে
আমার জয়ের মালা।
শেষ হ'ল বোন, নটীর নাটের পালা॥

কর্ণিকার। স্থির হও প্রাণ, একি এসেছিলি শাস্তি

দিতে, নিতে প্রতিশোধ, কা'রে শাস্তি দিবি,
প্রতিফল দিবি কা'রে, শ্যামা, শ্যামা, বোন্,
বুঝিয়াছি আজ, হায়! রমণীর এই
দশা, এই সর্ব্বত্র সমান, ঘরে পরে
লাঞ্ছনার খেলা, নিজত্ব নিজস্ব কোথাও নাই···

শ্যামা। সখীরূপা অদৃষ্ট আমার, অদৃষ্টের
খেলা বোন্···

কর্ণিকার। রক্ষী—রক্ষী, দেখ কোথা বৈদ্য
নিকটে কি···

দ্বিতীয় রক্ষী। সারঙ্গনাথের মন্দিরে···

কর্ণিকার। শীঘ্র যাও, শীঘ্র যাও···

শ্যামা। আর কেন বোন্—ঔষধেতে কি আর হ'বে—আমার আর দেরী নেই···

[নেপথ্য হইতে ডাকিতে ডাকিতে বজ্রসেনের প্রবেশ
"—শ্যামা—শ্যামা—শ্যামা—"]

বজ্রসেন। শ্যামা! আমি কি তোমায় ফেলে যেতে পারি একি শ্যামা ···একি

শ্যামা। অদৃষ্টের দুইরূপ, একরূপে নারী, অন্যে পুরুষ রতন—দুইয়ে মিলে ঘটালে এমন···

বজ্রসেন। আমি, আমিই তবে···

শ্যামা। দুঃখ ক'রো না প্রিয়তম, তুমি যা, জানতে চেয়েছিলে সে সত্যত' বলেছি, এ আমার সর্ব্বোত্তম পাপ, এই আমার সর্ব্বোত্তম পুণ্য···ওই যে আনন্দ রূপম্ উত্তীয়···যদি স্বর্গ থাকে···কাছে এস, আরো কাছে···তুমি ধর্ম্ম, তুমি স্বর্গ, তুমি···তুমি···

বজ্রসেন। শ্যামা! শ্যামা!

শ্যামা। পরজন্মে তোমাকেই, এবারেত' হল না—পর জন্মে যেন স্বামী রূপে তোমাকেই পাই…

বজ্রসেন। বিশ্বনাথ!

শ্যামা। তুমিই আমার বিশ্ব—তুমিই বিশ্বনাথ

(পায়ের উপর হাত রাখিয়া মৃত্যু)

বজ্রসেন। শ্যামা! শ্যামা! শ্যামা!

কর্ণিকার। কাঁদ কাঁদরে উন্মাদ,
যে তোমারে দিল প্রাণ, তব প্রাণ রক্ষা
তরে করিল যে উৎকট এ পাপ—তা'রে
দিলে এই পুরস্কার…এই পরিণাম…

বজ্রসেন। ওঃ ওঃ অগ্নি শুষ্ক কর মস্তিষ্ক আমার,
সপ্তসিন্ধু বারি করিয়া শোষণ, শুষ্ক
কর, অগ্নি জ্বালা দিয়ে কর একাকার,
চূর্ণ কর চূর্ণ কর বিশ্বের সৃজন…যে তোমারে
দিল প্রাণ, সেই প্রাণ নিজ হাতে দলে'
করিলে নিঃশেষ তা'র, অহো ভাগ্য! কোথা
তুমি, একবার পাইতাম দেখা যদি…

(চন্দনকের প্রবেশ)

চন্দনক। এই যে, এই যে, হা-হা-হা-হা-হা আপনি ভাগ্যকে খুজছিলেন না? এই যে, এই যে, আপনার ভাগ্য…

বজ্রসেন। কে তুমি…

চন্দনক। আমি, আমি সেই—মশায়ের জ্যান্ত ভাগ্য—

কর্ণিকার। তুমি তুমিত সেই…সেই উন্মাদ।

চন্দনক। না ঠাকরুণ, আমি সেই জুয়ার আড্ডার চন্দনক, ওই যে শ্যামা দিদিমণি! বাঃ বাঃ বেশ খেলা হ'য়ে গেল…দিদিমণি! তখন বলেছিলাম না, তখন যে একেবারে বুঁদ—হাহা হা-হা-হা-হা…

কর্ণিকার। রক্ষী রক্ষী…এ পাগলটাকে…

চন্দনক। পাগল নই ঠাকরুন্, আমি পাগল নই, আমি সহজ মানুষ, পাগল এই আপনারা ক'জন—আরে ভাগ্যকে দেখাতে চাইলাম, বলে কিনা পাগল…অ্যাঁ—শুনুন মশায়, এই যে দেখছেন সব—সব পাগল—কেবল এই স্থষ্টিতে শুধু আমিই একমাত্র সহজ, বুঝলেন—এই হাতটা সে, আর এই হাতটা হা-হা-হা-হা-হা-হা মশায়, এই হাতে, এই হাতে আপনার ভাগ্যটা বোঁ করে খেলে দিয়েছিলুম, লাট্টুর মত ঘুরে কেতরে পড়ে গেল·· হেঁ…আমায় বলে পাগল,—মশায়! এই নিন্ এইখানে—এইটে বেশ করে বসিয়ে দিন—দুহাত দিয়ে পাঁজরাটা ফেড়ে ফেলুন, দেখতে পাবেন, ঠিক্, ঠিক্, এইখানে আপনার ভাগ্যটা বসে আছে—এই নিন্।

বজ্রসেন। সত্যই পাগল, তুমি।

চন্দনক। পাগল নয় মশায়, আহা পাগল নয়, আপনার দেখছি ক্ষ্যানে-অখ্যানে বাড়ী থেকে বেরিয়ে মাথা গোল হ'য়ে গেছে—আরে বলেছি ত' মশাই আপনার ভাগ্যকে দেখালাম্ হা-হা-হা-হা তবু চিনতে পারলেন না…

বজ্রসেন। তুমি ভাগ্য? ভাগ্য?—

চন্দনক। হ্যাঁ গো মশায় ভাল ক'রে একবার চোথ মেলে চেয়েই দেখুন না—বলি…হা-হা হা-হা ভাগ্যান্বেষী যুবক—এই পাঁজরাটা একবার অন্বেষণ করেই দেখনা—

বজ্রসেন। ভাল, পার দিতে কোন ওষধি নূতন
যাহে জীবন ফিরিয়া আসে—

চন্দনক। হা-হা-হা-হা মশায় দেখছি, আমার চেয়েও পাগল—আরে মশায় খেলা শেষ হ'য়ে গেলে কি ভাগ্য আর তাদের নিয়ে খেলে··· হে-হে-হে-হে-হে—শুকনো ছেঁড়া ফুলের মত হাওয়ার বুকে ছড়িয়ে দেয়—

বজ্রসেন। নাহি পার—কে তবে করে এ খেলা শেষ,
হে গেহকারক! কে তুমি কে তুমি—ভাগ্য!
ভাগ্য তুমি নও তবে? যাও, যাও কোন
শক্তি নাই তব—ঝিল্লিকার আছে প্রাণ
অতি হীন স্বরীসৃপ বুকে হাঁটে যেই, সেও
ফেলে শ্বাস, আছেরে জীবন তার, শুধু
থাকে না জীবন হায় আমার শ্যামার
নাই—নাই—নাই, শ্যামা—নাই, শ্যামা—নাই
শ্যামা—শ্যামা ওঃ ওঃ—

কর্ণিকার। বজ্রসেন! বজ্রসেন!

বজ্রসেন। নাই—নাই
ওরে সে আমার নাই—

(মন্ত্রী—ধনপতি ও রক্ষীগণের প্রবেশ)

মন্ত্রী। বন্দী কর;

কর্ণিকার। পিতা!
পিতা!—কি কর—কি কর রক্ষী—

ধনপতি। রহ, রহ
কাহারে করিবে বন্দী—দেখিছ না আরে—

মন্ত্রী। একি !

শ্রেষ্ঠীপতি রাজকার্য্যে বাধা দেন—একি !

ধনপতি। স্তব্ধ হও অভিরাম রাজকার্য্য রাখ

তব···তুমি বজ্রসেন ?

বজ্রসেন। বজ্রসেন ! না না

অপরাধী শ্রেষ্ঠ অপরাধী—এই, এই

হত্যা করিয়াছি···এই অপরাধ সব

মোর···যে যেখানে প্রাণ নিয়ে খেলিবারে

চায় খেলা—আমি শেষ করে দিই তা'র

সেই খেলা—রক্ষী ! রক্ষী ! কি হেতু বিলম্ব

কর আর, লয়ে চল—জীবনের আলো

যেথা দীপশিখা সম জ্বলে—সেথা নয়—

যেথা অন্ধ ঘন চিররাত্রি লইমায়

গাঢ় করে অতি তম-গূঢ়, সেইখানে,

সেইখানে লয়ে চল—লয়ে চল, যেন

দিবালোক আর না হেরিতে হয়—

ধনপতি। শান্ত

হও বৎস ! মুক্ত তুমি—মন্ত্রী নমস্কার

কর, ভাগ্যকে প্রণাম কর—এস সাথে

বজ্রসেন, মা আমার চলে এস,···আর

রক্ষীগণ ! সুবর্ণ পালঙ্কে করি লয়ে

চল এই নর্ত্তকী শ্যামার দেহ; পুত্র

মোর বেসেছিল ভাল এরে—চল—ওঃ, ওঃ !

[চন্দনক ব্যতীত অন্য সকলের প্রস্থান।

চন্দনক। বাঃ বেড়ে, ময়না পাখীর ঝাঁকে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল বাবা দিদিমণি! সোনার ছাপর খাটে শুয়ে ছাপর খাটেই চলে গেলে— বেশ যে যার ভাগ্যে করে খায় বাবা এ যে যার ভাগ্যে করে খায়—শুধু চন্দনকই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাবি খায়—যা বাবাঃ বেশ—বেশ—কি গো! তোমরা সব দেখলে অ্যাঁ দেখছ দেখছ বেশ—না? হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা—

(যবনিকা)